সহীহ মুসলিম

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[চতুর্থ খণ্ড]

অনুবাদ
মাওলানা আ. স. ম. নুরুজ্জামান

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

صحيح مسلم

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-31-0930-9 set

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪২২
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭
মে ২০০১

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Sahih Muslim Vol. IV
Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition May 2001 Price : Tk. 150.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা) সুন্নাহ। সহীহ হাদীস সংকলনসমূহ রাসূলের সুন্নাহর আকর গ্রন্থ। এক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'-এর গুরত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক 'সহীহ মুসলিম' বাংলা অনুবাদের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মূল হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর বাংলা অনুবাদে শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হবার তাওফীক দান করুন!

সূচীপত্র

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ কিতাবুস সিয়াম

অনুচ্ছেদ

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুল ই'তিকাফ

ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুল হজ্জ

চতুর্দশ অধ্যায়
কিতাবুস্‌ সিয়াম
كتاب الصيام

অনুচ্ছেদ ঃ ১

রমাযান মাসের ফযীলত।

حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

২৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়।

টীকা ঃ রমাযান মাসে দিনের বেলার রোযা এবং রাতের ইবাদত সমাজের মধ্যে পূতপবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে। এর ফলে আল্লাহর রহমতের দরজা (বা বেহেশতের দরজা) খুলে যায়। দোযখের দরজায় তালা লেগে যায় এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

وحدثني حرملة ابن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين

২৩৬৪। আবু আনাসের পুত্র থেকে বর্ণিত। পিতা তাকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রাকে (রা)-বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমাযানের মাস উপস্থিত হলে রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।

وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قالا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله

২৩৬৫। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

চাঁদ দেখে রোযা রাখা, চাঁদ দেখে ইফতার করা এবং মাসের প্রথম বা শেষ দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিরিশ দিনে মাস পুরা করা।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له

৬৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাস প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা (রমাযানের) চাঁদ না দেখে রোযা শুরু করবেনা এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (শাওয়াল মাসের চাঁদ) ইফতারও করোনা। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

টীকা ঃ শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং চাঁদ দেখা সম্ভব না হলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। আর রমযানের উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং চাঁদ দেখা না গেলে রমাযান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة

فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ

২৩৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাস সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এক হাতের ওপর অন্যহাত মেরে (ইঙ্গিত করে) বললেন ঃ মাস এরকম, এরকম, এবং তৃতীয় বারে বুড়ো আঙ্গুলটি বন্ধ করে হাত মারলেন (অর্থাৎ মাস উনত্রিশ দিনে)। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (অর্থাৎ ঈদ করো)। আর যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ

২৩৬৮। উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে এ সূত্রেও আবু উসামা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আছে ঃ মাস এরূপ, এরূপ এবং এরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তিরিশ দিন পূর্ণ কর।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَاقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلاَثِينَ

২৩৬৯। উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ মাস (কোন কোন সময়) উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। মাস এরূপ, এরূপ এবং এরূপ। তিনি পুনরায় বললেন ঃ মাস গণনা কর। কিন্তু তিনি তিরিশ দিনের কথা বলেননি।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ٠

২৩৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাধারণত মাস উনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। তাই (রমাযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখোনা এবং ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ
وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

২৩৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। তাই তোমরা নতুন চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু করো এবং নতুন চাঁদ (শাওয়ালের চাঁদ) দেখে ইফতার কর (ঈদ কর)। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

২৩৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো (রাখা শুরু করো) এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ কর।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَاتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَاتُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

২৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখে ইফতারও করো না কিন্তু আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ভিন্ন কথা, তখন তোমরা ঐ মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

حدثنا هٰرُونُ ابْنُ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ

২৩৭৪। আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন– "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এত এত দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙ্গুল তিন বার দেখিয়ে তৃতীয় বার তিনি নিজের বুড়ো আঙ্গুলটি ধরে বন্ধ করে রাখলেন। (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় তা বুঝালেন।

وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

২৩৭৫। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়ে থাকে।

وحدثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا

২৩৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এত, এত এবং এত দিনে মাস হয়। অর্থাৎ প্রথমে দশ দিন, তারপর দশ দিন এবং তারপর নয় দিন।

وحدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى

২৩৭৭। জাবালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এত, এত এবং এত দিনেও মাস হয়। তিনি দু'বার হাত মেরে তাঁর সব আঙ্গুলগুলি খুলে ধরলেন এবং তৃতীয় বার তিনি বাম অথবা ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ ইঙ্গিত করে দেখালেন, কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনের হয়)।

وحدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ

২৩৭৮। উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। শু'বা এ হাদীস বর্ণনা করার সময় তাঁর দু'হাত তিন বার বন্ধ করে দেখালেন এবং তৃতীয় বারে তাঁর বুড়ো আঙ্গুলটি বাঁকা (নিচু) করে রাখলেন। উকবা (রা) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, মাস ত্রিশ দিনেও হয় এবং দু'হাত তিনবার বন্ধ করে ছিলেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ.

২৩৭৯। সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা উম্মী (নিরক্ষর) জাতি। আমরা লেখিনা এবং হিসাবও করি না। মাসে দিনের সংখ্যা এত, এত এবং এত। তৃতীয় বারে তিনি নিজ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি বন্ধ করে দু'হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলন (অর্থাৎ তিনবার ইঙ্গিতে উনত্রিশ দিন প্রমাণ করলেন)। আর কোন কোন মাস এত, এত এবং এত দিনেও হয় (অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিন হয়ে থাকে)।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ

২৩৮০। আসওয়াদ ইবনে কায়েস থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সূত্রে "দ্বিতীয় মাসের তিরিশ দিন" একথা উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا «وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ» وَهٰكَذَا «فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ»

২৩৮১। সা'দ ইবনে উবাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, "আজ রাতে মাসের অর্ধেক হয়ে গেছে"। অতঃপর ইবনে উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে আজ রাতে মাসের অর্ধেক হয়ে গেছে? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দশটি আঙ্গুলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দু'বার বলতে শুনেছি ঃ "মাস এত দিনে, ও এত দিনে হয়। তিনি দুইবার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। তৃতীয়বারও তিনি তাই করলেন এবং সবগুলো আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করলেন এবং বড়ো আংগুলটি বন্ধ রাখলেন অথবা নীচু করে রাখলেন। (অর্থাৎ মাস কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়। কাজেই মাস শেষ না হলে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে মাসের মধ্যরাত কোনটি)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

২৩৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু করো এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে ইফতার (অর্থাৎ ঈদ) করো। আর যদি (নতুন চাঁদ উদয়ের দিন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে পূর্ণ ত্রিশ দিন রোযা রাখো।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ

يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

২৩৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে দিনের সংখ্যা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করো।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

২৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (অর্থাৎ রোযা সমাপ্ত করো)। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে তোমরা যদি মাসের আরম্ভ বা শেষ সম্পর্কে সন্দিহান হও তাহলে ঐ মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلاَلَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

২৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন গণনা করো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

২৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রমাযান মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দুইদিন পূর্ব থেকে রোযা রেখোনা। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট এক দিনে সর্বদাই রোযা রেখে থাকে, আর ঐ নির্দিষ্ট দিনটি যদি চাঁদ উঠার দিন (বা তার আগের দিন) হয় তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে।

وحدثناه يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الاسناد نحوه

২৩৮৭ এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت بدأ بي ، فقلت يا رسول الله انك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون

২৩৮৮। যুহরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) এক মাসের জন্যে তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার শপথ করলেন। যুহরী বলেন, উরওয়াহ আমাকে এটা আয়েশার (রা) সূত্রে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, শপথের পর আমি দিন গণনা করছিলাম, উনত্রিশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো একমাস আমাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার শপথ করেছেন, অথচ আপনি উনত্রিশ দিন অতিবাহিত করে এসেছেন। আমিতো দিনগুলোর পূর্ণ হিসাব রেখেছি। (অর্থাৎ এখনো মাসের এক দিন বাকি আছে)। তিনি বললেন ঃ মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

حدثنا محمد بن رمح

أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في

تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا اِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالَ اِنَّمَا الشَّهْرُ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ اِصْبَعًا وَاحِدَةً فِى الْآخِرَةِ

২৩৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি উনত্রিশতম দিনে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, আজ তো উনত্রিশ দিন? তখন তিনি বললেন ঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। তিনি তাঁর উভয় হাত তিন বার একত্রে মিলিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল বন্ধ করে রাখলেন।

حَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِاَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا

২৩৯০। আবু যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাস বিচ্ছিন্ন থাকলেন। অতঃপর তিনি উনত্রিশতম দিনের সকালে আমাদের কাছে আসলেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজতো আমরা উনত্রিশতম দিনের সকালে উপনীত হয়েছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাসতো উনত্রিশ দিনেও হয়। এরপর তিনি তিন বার উভয় হাত মিলালেন। প্রথম দু'বার উভয় হাতের সব আঙ্গুলগুলো একত্রে মিলালেন এবং তৃতীয় বার নয়টি আঙ্গুল একত্রে মিলালেন ও ইঙ্গিতে উনত্রিশ দিনে মাস বললেন।

حَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىٍّ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا

২৩৯১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর স্ত্রীদের সান্নিধ্য থেকে একমাস দূরে থাকার শপথ করলেন। অতঃপর উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সকালে অথবা বিকেলে তাদের কাছে আসলেন। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর নবী! আপনিতো এক মাস আমাদের কাছে না আসার শপথ করেছেন! তিনি বললেন ঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৩৯২। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا

২৩৯৩। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত দিয়ে অপর হাতের ওপর আঘাত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মাস এভাবে এবং এভাবে। তিনি তৃতীয়বারে একটি আঙ্গুল নীচু করে রাখলেন।

وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين

ابن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضى الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة .

২৩৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাস এরূপ, এরূপ এবং এরূপ অর্থাৎ দশ দিন, দশ দিন এবং নয় দিন।

وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قالا

أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد في هذا الاسناد بمعنى حديثهما

২৩৯৫। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

নিজ নিজ শহরে চন্দ্রোদয়ের হিসাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এক শহরের চন্দ্রোদয়ের হুকুম উল্লেখযোগ্য দূরত্বে অবস্থিত অন্য শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا

وقال الآخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن

أم الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل

على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني

عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه

ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا

رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية

مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي

২৩৯৬। কুরাইব (রা) থেকে বর্ণিত। হারিসের কন্যা উম্মুল ফযল তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার (রা) নিকট পাঠালেন। কুরাইব বলেন, অতঃপর আমি সিরিয়া পৌছে তার প্রয়োজনীয় কাজ সমাপন করলাম। আমি সিরিয়া থাকতেই রমাযান মাস এসে গেল। আমি জুমআর রাতে রমযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রোযা সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, আমিতো জুমআর রাতেই চাঁদ দেখেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজেই কি তা দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারা রোযা রেখেছে। এমনকি মু'আবিয়াও (রা) রোযা রেখেছেন। তিনি বললেন, আমরা তো শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি, আমরা পূর্ণ ত্রিশটি রোযা রাখবো অথবা এর আগে যদি চাঁদ দেখতে পাই তাহলে তখন ইফতার করবো। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়ার (রা) চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে (রোযার মাস শুরু হওয়ার জন্য) যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবেই (চাঁদ দেখে রোযা রাখা ও ইফতার করার জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে শহরে চাঁদ দেখা যাবে শুধু সেই শহরের অধিবাসীরাই রোযা রাখবে বা ঈদ করবে, অন্য শহরের জন্যে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এর ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ীদের মতে কোন শহরে চাঁদ দেখা গেলে সে শহর থেকে যারা নামায কসর হওয়ার চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থান করে তাদের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য। কারো কারো মতে উদয় সঠিকভাবে প্রমাণিত হলে অন্য শহরের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, নির্দিষ্ট কোন এলাকার জনগণ যদি চাঁদ দেখার ব্যাপারে একমত হন তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য অন্যথায় নয়। আবার কারো কারো মতে কোন এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে দুনিয়ার সর্বত্রই এর ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখতে বা ইফতার করতে পারবে। এ মতালম্বীগণ উল্লিখিত হাদীসের জবাবে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কুরাইব (রা) একা সাক্ষ্য দেয়াতে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

চাঁদের আকার (তিরিশতম রাতে) ছোট বা বড় দেখা গেলে তাতে হুকুমের কোন পার্থক্য হবেনা। আল্লাহ তা'আলা চাঁদকে দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপযোগী করে দেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ

الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ

২৩৯৭। আবুল বাখতারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ওমরাহ করার জন্যে বের হলাম। যখন আমরা (মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি অবস্থিত) “বাতনে নাখলা” নামক স্থানে অবতরণ করলাম সকলে মিলে চাঁদ দেখতে লাগলাম। লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললো এ তো তিন দিনের চাঁদ, আবার কেউ বললো, দু'দিনের। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা ইবনে আব্বাসের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমরা চাঁদ দেখেছি। কিন্তু লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছে– এতো দু'দিনে চাঁদ আবার কেউ কেউ বলেছে এ তো তিন দিনের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ রাতে চাঁদ দেখেছো? আমরা বললাম, অমুক দিন, অমুক রাতে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন রাতে চাঁদ দেখতেন ঐ দিনেরই তারিখ ধরতেন। সুতরাং চাঁদ সেই রাতেই উঠেছে যে রাতে তোমরা দেখেছো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

২৩৯৮। আমর ইবনে মুররাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল বাখতারীকে বলতে শুনেছি, “আমরা যখন যাতু-ইরক্ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম তখন রমযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। অতঃপর আমরা এক ব্যক্তিকে ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে পাঠালাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা চাঁদ দেখার সাথে মাস

নির্ধারণ করেছেন, যদি তোমাদের প্রতি অপ্রকাশিত থাকে (মেঘের কারণে) তাহলে তোমরা (তিরিশ দিনে) মাস পূর্ণ কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

মহানবীর বাণী "ঈদের দুই মাস অসম্পূর্ণ হয়না"।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

২৩৯৮ (ক)। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদের দুই মাস অসম্পূর্ণ হয়না। সে মাস দু'টি হলো– রমাযান ও যিলহজ্জ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

২৩৯৯। আবু বাক্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈদের দুই মাস অসম্পূর্ণ হয়না। খালিদের বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ ঈদের দুইমাস হচ্ছে রমাযান এবং যিলহজ্জ।

টীকা : এ হাদীসের তাৎপর্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত হলো– এ দুটি মাস উনত্রিশ দিনে হলেও সওয়াব কোন অংশে কম না হওয়া বুঝানোই হাদীসের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এ হাদীসের অর্থ, একই বছরে রমাযান ও যিলহজ্জ মাস ২৯ দিনে হয় না। এক মাস ২৯ দিনে হলে অপর মাস ত্রিশ দিনে হয়। অপর এক দলের মতে এর অর্থ হলো– রমাযান ও যিলহজ্জ মাসের সওয়াব সমান। কারণ রমাযান মাসে যেমন রোযা রয়েছে যিলহজ্জ মাসে অনুরূপভাবে ইসলামের আরও একটি রোকন হজ্জ রয়েছে। তবে এ মতটি দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

সুবহে সাদেক অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে রোযাও শুরু হয়ে যায়। ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি করা যায়। যে ফজরের সাথে রোযা শুরু হওয়ার এবং ভোরের নামায শুরু হওয়ার বিধান সংশ্লিষ্ট তার বর্ণনা। আর তা হচ্ছে দ্বিতীয় ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদেক এবং মুস্তাতীর। প্রথম ফজর, অর্থাৎ সুবহে কাযেবের সাথে নামায রোযার বিধান সংশ্লিষ্ট নয়।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

২৪০০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমরা খাও এবং পান করো যতক্ষণ ফজরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে না ওঠে।" আমি (আদী) তাকে বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বালিশের নীচে একটি সাদা রশি এবং একটি কালো রশি রাখি। আমি এর মাধ্যমে দিন থেকে রাতের পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কৌতুকের ছলে) বললেন ঃ তোমরা বালিশ তো খুবই চওড়া (যে তার ভিতর থেকে ভোর প্রকাশ পায়)। জেনে রাখো, এ আয়াতের অর্থ হলো– রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْفَجْرِ فَبَيَّنَ ذَلِكَ

২৪০১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত– "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ তোমাদের সামনে কালো রেখা থেকে সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে না উঠে"– নাযিল হল, কেউ কেউ একটি সাদা সূতা এবং একটি কালো সূতা সাথে নিয়ে খেতে বসতো। অতঃপর ভোর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত খেতে থাকতো। এরপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ "মিনাল ফাজরি" কথাটি নাযিল করলেন এবং এতে অস্পষ্টতা ও জটিলতার অবসান হলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

২৪০২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত– "তোমরা সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো" অবতীর্ণ হলো– কোন ব্যক্তি রোযা রাখার ইচ্ছা করতো এবং নিজের উভয় পায়ে সাদা ও কালো দুটি সূতা বেঁধে নিতো। অতঃপর সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকতো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা "ফজরের" কথাটি অবতীর্ণ করলেন। তখন তারা সকলেই জানতে পারলো যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হলো রাত (রাতের অন্ধকার) ও দিন (দিনের আলো)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

২৪০৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। তাই তোমরা ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকো।"

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

২৪০৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। তাই তোমরা ইবনে মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাকো।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

২৪০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন মুয়ায্যিন ছিল যথা, বিলাল ও অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয় তাই তোমরা ইবনে উম্ম মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাকো (অর্থাৎ পানাহার করতে পারো)। রাবী বলেছেন, তাদের উভয়ের আযানের মধ্যে মাত্র এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিলো যে, একজন (আযান দিয়ে মিনারা থেকে সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন ও অপর জন (সিঁড়ি বেয়ে) উঠতেন।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

২৪০৬। আয়েশা (রা) থেকে এ সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِالْاِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

২৪০৭। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ «أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ» مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ «أَوْ قَالَ يُنَادِي» بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا «وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا» حَتَّى يَقُولَ هٰكَذَا «وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ»

২৪০৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন বিলাল (রা)-র আযান শুনে সেহরী খাওয়া থেকে বিরত না থাকে, কারণ বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয়; যাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি ফিরে ও নিদ্রারত ব্যক্তি জেগে সেহরী খেতে পারে। এরপর তিনি তাঁর হাত উপরের দিকে তুলে (ইঙ্গিতে) বললেন, আকাশের অবস্থা এ রকম হলে তাকে ভোর বলা যায় না, (অর্থাৎ যে আলোক রশ্মি বল্লমের মত উপরের দিকে উঠে তাকে সুবহে সাদেক বা ভোর বলা যায় না) বরং যখন এরূপ হয় তখনই প্রকৃত ভোর (একথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো খুলে দিলেন। (অর্থাৎ আলোক রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়লে প্রকৃত ভোর বলা যায় না)।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هٰكَذَا «وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ» وَلٰكِنِ الَّذِي يَقُولُ هٰكَذَا «وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ»

২৪০৯। সুলায়মানুত্ তাইমী এ সনদের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত হাদীসের বর্ণনার চেয়ে অতিরিক্ত বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এরূপ হলে ভোর বলা যায় না, একথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন, (অর্থাৎ যে আলোক রশ্মি উপর থেকে নীচের দিকে আসে তা প্রকৃত ভোর নয়) বরং এরূপ হলে প্রকৃত ভোর হয়। এ কথা বলে এক হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের উপর অন্য হাতের শাহাদাত আঙ্গুল রেখে উভয় হাত বিস্তৃত করে দিলেন। (অর্থাৎ আকাশের প্রান্তদেশে আলো ছড়িয়ে পড়লেই প্রকৃত ভোর হয়)।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ إِسْحَقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا ، يَعْنِي الْفَجْرَ، هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ

২৪১০। সুলাইমানুত তাইমী থেকে এ সনদে উল্লেখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং মু'তামির তাঁর বর্ণনায় নবী (সা)-এর এ বাণী "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঘুমন্ত তাদেরকে সজাগ করা এবং যারা তাহাজ্জুদ নামাযে লিপ্ত তাদের বিরত করাই বিলালের আযানের উদ্দেশ্য" এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন আর বর্ণনাকারী ইসহাক বলেন, রাবী জারীর তাঁর হাদীসে বলেছেন, এরূপ অর্থাৎ ওপরের দিক থেকে লম্বা আলোক রশ্মির প্রকাশ প্রকৃত ভোর নয় বরং এভাবে হলে অর্থাৎ চওড়াভাবে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়লে তা-ই প্রকৃত ভোর বা সুবহে সাদিক।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ

২৪১১। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন বিলাল (রা)-র আযান শুনে ভ্রান্তি বশতঃ সেহরী খাওয়া থেকে বিরত না থাকে। আর এ সাদা রেখা (যা বল্লমের

মত লম্বালম্বিভাবে প্রকাশ পায়) প্রকৃত ভোর নয় বরং যে আলোক রেখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তা-ই প্রকৃত ভোর।

وحدثنا زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل بن علية حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض، لعمود الصبح، حتى يستطير هكذا

২৪১২। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিলাল (রা)-র আযান ও ভোরের এ সাদা স্তম্ভ যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। অর্থাৎ স্তম্ভের মত বা ওপর থেকে নীচের দিকে লম্বা আলোক রেখা দেখেই ভোর হয়ে গেছে মনে করবে না বরং চারিদিকে চওড়াভাবে আলোকিত হওয়াই প্রকৃত ভোর।

وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا

২৩১৩। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে বিলালের আযান অথবা দিকচক্রবালের লম্বমান সাদা রেখা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। সাদা রেখা এভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারো। অধঃস্তন রাবী হাম্মাদ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে দুই হাতের ইশারায় দিকচক্রবালে (উদ্ভাসিত আলোক রশ্মির) ব্যাখ্যা দিলেন।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال، حتى ينفجر الفجر

২৪১৪। সাওয়াদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইবনে জুনদুবকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলালের আযান ও এই শুভ্রতা (সুবহে কাযেব) যেন তোমাদের ধোকায় না ফেলে। ফজর শুরু হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত (তোমরা পানাহার করতে পার)। অথবা তিনি বলেছেন ঃ ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।

وحدثناه ابن المثنى

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هٰذَا

২৪১৪ (ক)। সাওয়াদাহ ইবনে হানযালা বলেন, আমি সামুরাহ ইবনে জুনদুবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সেহরী খাওয়ার ফযীলত, সেহরী খাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ, বিলম্বে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব এবং অবিলম্বে ইফতার করা মুস্তাহাব।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

২৪১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সেহরী খাবে, কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে।"

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ

مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

২৪১৬। আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের রোযা এবং আহলি কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى ابْنِ عُلَيٍّ بِهَذَا الإِسْنَادِ

২৪১৭। মূসা ইবনে আলী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا

إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً

২৪১৮। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী খেয়ে ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম। আমি (আনাস) বললাম, সেহরী ও নামায এ দুয়ের মধ্যে সময়ের কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, "পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময়"।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

২৪১৯। কাতাদা থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

২৪২০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যতদিন বিলম্ব না করে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের সাথে থাকবে।

وحدثناه قتيبة حدثنا يعقوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

২৪২১। এ সূত্রেও সাহল ইবনে সা'দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو كريب والآخر أبو موسى

২৪২২। আবু 'আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও মাসরূক আয়েশার (রা) নিকট গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন দু'ব্যক্তি রয়েছেন যাদের একজন ইফতার ও নামায উভয়টিই বিলম্ব না করে সম্পন্ন করেন আর অপরজন ইফতারও দেরীতে করেন এবং নামাযও দেরীতে পড়েন। তিনি বললেন, এ দু'জনের মধ্যে কে ইফতার ও নামাযে বিলম্ব করেন না? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন। রাবী আবু কুরাইবের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (যিনি ইফতার ও নামাযে বিলম্ব করেন) হলেন আবু মূসা (রা)।

وحدثنا أبو كريب

أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضى الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع

২৪২৩। আবু 'আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। অতঃপর মাসরূক তাকে বললেন, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে এমন দু'ব্যক্তি আছেন, যারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নন। তাদের একজন মাগরিবের নামায ও ইফতার তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করেন (অর্থাৎ নামায ও ইফতারের সময় হলে আর বিলম্ব করেন না)। অপরজন মাগরিবের নামায ও ইফতার দেরীতে করেন।" অতঃপর তিনি বললেন, কে ইফতার ও মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করেন না? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপভাবেই ইফতার ও মাগরিবের নামায সমাপন করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

রোযার সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিন সমাপ্ত হওয়া।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير

فقد

২৪২৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন রাত আসে দিন শেষ হয়ে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখনই রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করবে।" ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় "ফাকাদ" শব্দটি নেই।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يافلان انزل فاجدح لنا قال يارسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده اذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم

২৪২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমাযান মাসে সফরে ছিলাম। যখন সূর্য অস্তমিত হলো তিনি বললেন ঃ হে অমুক! তুমি উটের উপর থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্যে সাতুর ঝোল তৈরী করো। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে গিয়ে আমাদের জন্য সাতুর ঝোল তৈরী করো। রাবী বলেন, সে ব্যক্তি অবতরণ করে সাতুর ঝোল তৈরী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলো। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় বললেন ঃ যখন এ (পশ্চিম) দিকে সূর্য অস্তমিত হবে এবং এ (পূর্ব) দিক থেকে রাত আসবে তখনই রোযাদার ইফতার করবে। (অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়া, রাত আসা ও দিন শেষ হওয়া একই সময় হয়ে থাকে। তাই তাড়াতাড়ি ও বিলম্ব না করে ইফতার করা সুন্নাত)।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يارسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال ان علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ، وأشار بيده نحو المشرق ، فقد أفطر الصائم

২৪২৬। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ "তুমি সওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্যে সাতুগুলো নিয়ে আসো। ঐ লোকটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে গিয়ে আমাদের জন্য সাতুগুলো নিয়ে আসো। লোকটি আবার বলল, এখনো তো দিন অবশিষ্ট রয়েছে। অতঃপর সে সাওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে সাতুগুলো নিয়ে আসল। নবী (সা) তা পান করলেন। অতঃপর তিনি হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "যখন তোমরা এ দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।"

وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام

২৪২৭। সুলাইমান শায়বানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে বলতে শুনেছি, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি রোযাদার ছিলেন। অতঃপর সূর্য ডুবলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে অমুক তুমি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য সাতুগুলো নিয়ে আসো।... ইবনে মুসহির ও আব্বাস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان ح وحدثنا إسحق أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من ههنا إلا في رواية هشيم وحده .

২৪২৮। বর্ণনাকারী শু'বা, শায়বানী ও আবু আওফা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা মুসহির, আব্বাদ ও আবদুল ওয়াহিদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তাদের কারো বর্ণনায়ই "রমাযান মাসে" কথাটি এবং "এদিক থেকে রাত আসে" কথাটি উল্লেখ নাই। এটা কেবল হুশাইমের বর্ণনায় উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

সাওমে বিসাল বা অবিরত রোযা রাখা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

২৪২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল অর্থাৎ রোযার মাঝে ইফতার না করে অবিরাম রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনিতো সাওমে বিসাল করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে পানাহার করানো হয়।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

২৪৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে সাওমে বিসাল করলেন। অন্যান্যরাও (তাঁকে অনুসরণে) সওমে বিসাল শুরু করল। তখন রসূলুল্লাহ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো স্বয়ং সাওমে বিসাল করছেন, অথচ আমাদেরকে কেন নিষেধ করছেন? তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।" (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার মধ্যে পানাহারকারীর ন্যায় অনুরূপ শক্তি দান করেন তাই আমার পক্ষে এটা সম্ভব)।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ.

২৪৩১। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রমযানের কথা বলা হয়নি।

حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

২৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে সাওমে বিসাল করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে আমার সমকক্ষ কে আছে? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। এরপরও যখন তারা সাওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অসম্মতি জানালো, তখন তিনি একাধারে দু'দিন তাদের সাথে সাওমে বিসাল করলেন। এরপর নতুন চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, যদি চাঁদ আরো দেরীতে দেখা যেতো, আমি সাওমে বিসাল চালিয়ে যেতাম। (রাবী বলেন), রাসূলুল্লাহ এরূপ উক্তি তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সাওমে বিসাল থেকে বিরত না থাকার শাস্তি স্বরূপ।

وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذٰلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

২৪৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাওমে বিসাল থেকে বিরত থাকো। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে সাওমে বিসাল করছেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা এসব ব্যাপারে আমার সমকক্ষ নও। কারণ আমি এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে পানাহার করান। সুতরাং আমলের ক্ষেত্রে তোমরা এমন ভূমিকা পালন করো যা তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্যে কুলায়।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ

২৪৩৪। আবু হুরায়রা (রা) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে হাদীসের শেষের কথাটুকু এরূপ ঃ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা কঠোরতা অবলম্বন কর।

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

২৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসের বাকি অংশ আবু যুর'আর সূত্রে উমারা থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ

فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ
إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللّٰهِ لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ

২৪৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে (রাতে) নামায পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর এক পাশে (নামাযের জন্য) দাঁড়ালাম। তাঁরপর আরো এক ব্যক্তি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এভাবে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একটি জামাআতে পরিণত হলো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে আমাদের উপস্থিতি ও নামাযে অংশগ্রহণ অনুভব করতে পেরে নামায সংক্ষিপ্ত করলেন। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। পরে এমন (দীর্ঘ) নামায পড়লেন যা আমাদের সাথে পড়েননি। রাবী বলেন, ভোরে আমরা তাঁকে বললাম, রাতে আমরা যে আপনার সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করেছিলাম তা-কি আপনি টের পেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ কারণেই তো আমি এরূপ (নামায সংক্ষিপ্ত) করেছি। বর্ণনাকারী আরো বলেন, মাসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল করতে লাগলেন। এ দেখে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে অনেক লোক সাওমে বিসাল শুরু করলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকদের কি হলো! তারা কেন সাওমে বিসাল করছে? তোমরা আমার মত নও। খোদার শপথ! মাসের বেশী দিন বাকি থাকলে আমি এভাবে সাওমে বিসাল করতে থাকতাম। ফলে বাড়াবাড়িকারীগণ অপারগ হয়ে তাদের সীমালংঘন মূলক কাজ ছেড়ে দিত।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ
نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ
إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي ، أَوْ قَالَ ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

২৪৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের প্রথম (শেষের) দিকে সাওমে বিসাল শুরু করলেন। তাঁর অনুসরণে মুসলমানদের অনেক লোক সাওমে বিসাল করতে থাকে। পরে এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ মাস যদি দীর্ঘ হতো, তাহলে আমি এমন সুদীর্ঘকাল সাওমে বিসাল করতাম যাতে সীমালংঘনকারীরা তাদের ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়াতো। জেনে রাখো! তোমরা আমার মত নও। অথবা তিনি বলেছেন ঃ (আমি তোমাদের মত নই)। আমি এভাবে থাকি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান।

وحدثنا إسحق بن ابراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحق أخبرنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني

২৪৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে লোদেরকে সাওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে খাওয়ান এবং পান করান।

টীকা ঃ সাওমে বিসাল অর্থাৎ দুই বা ততধিক রোযার মাঝখানে পানাহার না করা অনবরত রোযা রেখে যাওয়া। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে রোযা রাখা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই একমত। কারণ এরূপ রোযা রাখা রাসূলের (সা) বৈশিষ্ট্য। ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেয়ীর (রহ) মতে এরূপ রোযা রাখা মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু ইবনে ওহাব, ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে সেহরী পর্যন্ত বিসাল করা জায়েয। কাযী আইয়ায (রহ) বলেন, কারো কারো মতে রাসূলের নিষেধাজ্ঞা অনুগ্রহ ও দয়ার্দ্র-চিত্ততার পরিচায়ক। তাই যদি কেউ এ ধরনের সাওমে বিসাল করতে সক্ষম হয় তার জন্য কোন দোষ নেই। তবে সাধারণভাবে না রাখাটাই বাঞ্ছনীয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশংকা না থাকলে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া হারাম নয়।

حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك

২৪৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আয়েশা (রা) হেসে দিতেন।

حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ

২৪৪০। সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসেমের পুত্র আবদুর রাহ্‌মানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার পিতাকে আয়েশার (রা) সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন ঃ "রোযা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আয়েশাকে (রা) চুমু দিতেন"? তিনি কিছু সময় চুপ থাকার পর বললেন, হ্যাঁ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

২৪৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুমু দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেভাবে নিজের কামভাবের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিলো, তোমাদের মধ্যে কে নিজের কামভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার এতটা শক্তি রাখ?

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ

২৪৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের চুমু দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তিনি কামভাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

حدثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

২৪৪৩। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দিতেন। তবে তিনি কামভাব নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

২৪৪৪। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রীদেরকে) আলিঙ্গন করতেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ.

২৪৪৫। আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও মাসরূক আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (তাঁর স্ত্রীদেরকে) আলিঙ্গন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন অথবা "তিনি ছিলেন কঠোর সংযমীদের একজন"। ইবনে আওন এর কোন্ বাক্যটি বলেছেন তা নিয়ে আসেম সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلَانِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ

২৪৪৬। আসওয়াদ এবং মাসরূক থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আয়েশার (রা) কাছে জিজ্ঞেস করতে গেলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

২৪৪৭। আবু সালামা বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) উরওয়াহ ইবনে যুবাইরকে এবং তিনি উমার ইবনে আব্‌দুল আযীযকে এবং তিনি তাঁকে (আবু সালামাকে) অবহিত করেন যে, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আয়েশা) চুমু দিতেন।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৪৪৮। ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

২৪৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে (রোযা অবস্থায় স্ত্রীদের) চুমু দিতেন।"

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

২৪৫০। আয়েশা (রা) বলেন, "রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের) চুমু দিতেন।"

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم

২৪৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্ত্রীদের) চুমু দিতেন।

وحدثنا يحيي بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيي أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

২৪৫২। হাফসাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্ত্রীদের) চুমু দিতেন।

وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق ابن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

২৪৫৩। হাফসা (রা) থেকে এ সূত্রেও রাবীগণ উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه «لأم سلمة» فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

২৪৫৪। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, রোযাদার কি রোযা অবস্থায় চুমু খেতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এ ব্যাপারে তুমি উম্মু সালামার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। অতঃপর উম্মু সালমাহ (রা) তাকে অবহিত করলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেন। উমার ইবনে আবু সালামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (কাজেই আপনার সাথে অন্য কারো তুলনা হতে পারে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ জেনে রাখো! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে সমীহ করি এবং তাঁর ভয়ে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকি।

টীকা : উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে হানাফী ফকীহ্‌গণ বলেন, সহবাসের আকাংখা জাগ্রত হওয়ার বা বীর্য স্খলনের ভয় না থাকলে রোযাদার নিজের স্ত্রীকে চুমু দেয়ায় কোন আপত্তি নেই। আর কেউ কেউ বলেন, যুবক দম্পতির এরূপ করা উচিত নয় কিন্তু বুড়োদের জন্য এরূপ করায় কোন আপত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন অবস্থাতেই কারো জন্য এরূপ করা ঠিক নয়। কারণ নবীদের সাথে কারো তুলোনা হয় না। হযরত আয়েশাও (রা) একথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে চুমু দেয়া জায়েয, তবে বিরত থাকাই উত্তম। ইমাম আহমাদ, ইসহাক এবং একদল সাহাবীর মতে এটা মুবাহ। ইমাম মালিক ও ইবনে আব্বাসের (রা) মতে রোযা অবস্থায় চুমু দেয়া সাধারণভাবেই মাকরুহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ «لِأَبِيهِ» فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ

جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَاذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذٰلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ

২৪৫৫। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) তার বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলতে শুনেছি, নাপাক অবস্থায় যার ফজর হয়ে যাবে সে যেন রোযা না রাখে। রাবী বলেন, পরে আমি এ ব্যাপারটি আমার পিতা আবদুর রাহমান ইবনে হারিসকে আবহিত করলে তিনি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর আমার পিতা আবদুর রাহমান এবং তার সাথে আমি আয়েশা (রা) ও উম্মু সালমার (রা) কাছে গেলাম। আমার পিতা আবদুর রাহমান তাদের দু'জনকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, "এহতেলামের (স্বপ্নদোষ) অবস্থায় নয় বরং সহবাসজনিত অপবিত্রতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উপনীত হতেন এবং রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, তারপর আমরা মারওয়ানের কাছে গেলাম এবং তার কাছেও আমার পিতা আবদুর রাহমান এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন। মারওয়ান বললেন, আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, তুমি পুনরায় আবু হুরায়রার কাছে গিয়ে তাকে তাদের বক্তব্য শুনাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা আবু হুরায়রা (রা) কাছে গেলাম। (অধঃস্তন রাবী বলেন) ইবনে আবদুর রাহমান তার পিতার সাথে উপস্থিত ছিলেন। তারপর আবদুর রাহমান তার কাছে এ কথা উল্লেখ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ কথাটি তেমাদের উভয়ের কাছে তারা (আয়েশা ও উম্মু সালামা) উভয়ই বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তারা দু'জনে এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশী জানেন। তারপর আবু হুরায়রা (রা) তার এ বক্তব্য ফযল ইবনে আব্বাসের প্রতি আরোপ করে বললেন, আমি এ কথা ফযল ইবনে আব্বাসের কাছে শুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনিনি। রাবী বলেন, অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) তার এ হাদীস প্রত্যাহার করলেন। আমি (ইবনে জারীর) আবদুল

মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা দু'জন কি রমাযান মাস সম্পর্কে এ কথা বলেছেন? তিনি বলেন, রাসূলের (সা) স্ত্রীদ্বয় এভাবে বলেছেন, "তিনি এহতেলাম (স্বপ্নদোষ) অবস্থায় নয় বরং সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন অতঃপর রোযা রাখতেন।

وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

২৪৫৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাসে এহতেলাম অবস্থায় নয় বরং (সহবাস জনিত) অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভোর হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।

حدثني هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي

২৪৫৭। আব্দুল্লাহ্ ইবনে কা'ব আল হুমাইরী থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (ইবনে আবদুর রাহমান) তাঁর কাছে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান তাঁকে উম্মু সালমার (রা) কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন ঃ যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয় সে কি রোযা রাখবে না (ঐ দিন) রোযা থেকে বিরত থাকবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষ জনিত নাপাক নয় বরং সহবাসজনিত অপবিত্রতা নিয়ে ভোরে উপনীত হতেন এবং তিনি (ঐ দিনের) রোযা ভাংগতেন না আর কাযাও করতেন না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

২৪৫৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে স্বপ্নদোষ জনিত অপবিত্রতা নয় বরং সহবাস জনিত অপবিত্রতা নিয়ে ভোরে উপনীত হতেন এবং রোযা রাখতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

২৪৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন— এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ অবস্থায় আমি কি রোযা রাখবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় আমারও নামাযের সময় হয়ে যায়, তারপরও আমি রোযা রাখি। একথা শুনে লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আর আমাদের মত নন, আল্লাহ আপনার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ খোদার শপথ! আমি মনে করি, আমিই তোমাদের

মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি। যেসব কাজ থেকে বিরত থাকা দরকার সে সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে অবগত আছি।

حدثنى أحمد بن عثمان النوفلى حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرنى محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضى الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم

২৪৬০। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামার (রা) কাছে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তির নাপাকজনিত অবস্থায় ভোর হয়ে যায় সে কি রোযা রাখবে? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বপ্নদোষের কারণে নয় বরং সহবাসের কারণে গোসল ফরয অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন এবং রোযা রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

রোযাদারের জন্য রমাযান মাসে দিনের বেলা সহবাস করা হারাম।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منا فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك

২৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমি ধ্বংস হয়ে

গেছি। তিনি বললেন ঃ কি কারণে, কোন্ বস্তু তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কি একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ আছে? সে বললো, না। তিনি আবার বললেন ঃ তাহলে তুমি কি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বললো, না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত তোমার সামর্থ আছে কি? সে এবারও বললো, না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে বসে রইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ঝুড়ি খেজুর দেয়া হলো। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে দান করে দাও। সে (লোকটি) বললো, মদীনার দু'টি কংকরময় কালো ভূমির মধ্যস্থানে আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নেই, কাজেই কাকে দান করবো? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে তাহলে এগুলো তুমিই নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ

২৪৬২। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম যুহরীর এই সনদে বর্ণিত হাদীস ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ লোকটি এক ব্যাগ খেজুর নিয়ে এসেছিলো। আর "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো"– এ কথাটি এই সনদে বর্ণিত হয়নি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

২৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমাযান মাসে (দিনের বেলা) তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বসল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করার সামর্থ রাখো? সে বললো, না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তাহলে তুমি কি দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে এবারও বললো, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করো।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

২৪৬৪। যুহরী থেকে এই সনদে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে রোযা ভেংগে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করে এর কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ দেন। এ হাদীসের বাকি অংশ ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

২৪৬৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমান বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রমাযান মাসে একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে বা দু'মাস রোযা রাখতে অথবা ষাটজন মিসকীনকে পানাহার করাতে নির্দেশ দেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

২৪৬৬। যুহরী থেকেও এ সূত্রে ইবনে উয়াইনা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ (ক) এখানে اَوْ "অথবা" দ্বারা এর অর্থ তিনটির যে কোন একটি করার স্বাধীনতা নয় বরং প্রথমটি

অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে, দু'মাস রোযা রাখবে। আর রোযা রাখতে অক্ষম হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে।

খ) আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফার মতে রোযা ও যিহারের কাফ্‌ফারায় মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করা শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ বিশষজ্ঞের মতে হত্যার কাফফারার মত এ ক্ষেত্রে ক্রীতদাস মুমিন হতে হবে। কাফির হলে চলবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

২৪৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিভাবে? সে বললো, আমি রমাযান মাসে, রোযা অবস্থায় দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি এজন্য সদকা দাও : সদকা দাও। সে বললো। সদকা দেয়ার সামর্থ আমার নেই। তখন তিনি তাকে বসে অপেক্ষা করতে বললেন, এরপর (কিছুক্ষণের মধ্যেই) তাঁর কাছে দুই ঝুড়ি খাদ্যদ্রব্য আসলো। তিনি এটা তাকে নিয়ে দান-খয়রাত করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ وَلَا قَوْلُهُ نَهَارًا

২৪৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল।... হাদীসের বাকি অংশ উপরোল্লিখত হাদীসের অনুরূপ। তবে এখানে "সদকা করো, সদকা করো" ও "দিনের বেলায়" এ দুটি কথার উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوهُ

২৪৬৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে মসজিদে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভস্ম হয়ে গেছি, আমি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি দান-খয়রাত করো। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! খোদার শপথ! আমার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ নেই যা দিয়ে দান-খয়রাত করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বসে থাকো। অতএব সে বসে থাকল। এ সময় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে আসল। এর পিঠের ওপর কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এইমাত্র এখানে যে লোকটি ছিল সে কোথায়? তখন ঐ লোকটি দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সদকা করে দাও। সে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ছাড়া অন্য কেউকি এর উপযুক্ত প্রার্থী আছে! খোদার শপথ! আমি ক্ষুধার্ত ও

নিঃস্ব। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, তাহলে তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের নিয়ে এগুলো খাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মুসাফিরের জন্য রমাযান মাসের রোযা রাখা বা না রাখার অনুমতি আছে। যদি তার সফর অসৎ উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে এবং তার সফরের দূরত্ব দুই মারহালা বা তার অধিক হয় তাহলেই সে এই অবকাশ লাভ করতে পারবে। সফর অবস্থায় রোযা রাখার সামর্থ থাকলে এবং কোনরূপ কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। কিন্তু যে ব্যক্তি কষ্ট অনুভব করে সে রোযা নাও রাখতে পারে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ

২৪৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রমাযান মাসে (মক্কার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। এখানে পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙে ফেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবতর কাজটিই তাঁর সাহাবাগণ অনুসরণ করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৪৭১। যুহরী এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বলেছেন, সুফিয়ান বলেছেন, আমি বলতে পারিনা যে, এ কথাটি কার? অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাণীটিই গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী বাণী

পূর্ববর্তী বাণীকে মানসুখ বা রহিত করে দেয়"– এটা কার বক্তব্য তা আমি (সুফিয়ান) জানিনি।

টীকা ঃ কাযী আইয়ায বলেন, ইবনে রাফে'র সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এটা ইবনে শিহাব অর্থাৎ ইমাম যুহরীর বক্তব্য– (ফাতহুল মুলহিম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৬)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

২৪৭২। এ সনদে বর্ণিত হাদীসে যুহরী বলেন, সফর অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে ফেলাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা। আর কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কথাই গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ সর্বশেষ কথার ওপরে আমল করতে হয়। যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ই রমাযান ভোরে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ

২৪৭৩। ইবনে শিহাব এ সনদে লাইসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেছেন, সাহাবীগণ তাঁর (নবী সা.) সর্বশেষ নির্দেশের অনুসরণ করতেন এবং নবতর অর্থাৎ সর্বশেষ নির্দেশকে তাঁরা (পূর্ববর্তী নির্দেশের) নাসেখ (রহিতকারী) এবং মুহকাম (বলবৎ) বলে জানতেন (অর্থাৎ সফরে রোযা ভাঙ্গাকেই তারা নাসেখ মনে করতেন। কারণ এটিই সর্বশেষ নির্দেশ)।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَصَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

২৪৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে (মদীনা থেকে) রোযা রেখে যাত্রা করলেন। অতঃপর উসফান নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি একটি পানপাত্র নিয়ে ডাকলেন। এতে শরবত ছিল। তিনি লোকদের দেখিয়ে দেখিয়ে তা দিনের বেলায়ই পান করলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছা পর্যন্ত তিনি রোযা ভাংতে থাকলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (সফর অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রোযা রাখতেন আবার কখনো ভাংতেন। অতএব, যে চায় রোযা রাখতে পারে এবং যে চায় ভাঙতে পারে।

টীকা ঃ এসব হাদীসের ভিত্তিতে জমহুর আলেমগণ বলেন, সফরে রোযা রাখা বা না রাখা উভয়ই জায়েয। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে এ দুটি কাজই করেছেন। এখন সফরে রোযা রাখা বা না রাখা এর কোনটি উত্তম? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও শাফেয়ীর মতে সক্ষম ও শক্তিবান ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা রাখাই উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ ও আওযায়ীর মতে রোযা না রাখাই উত্তম।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

২৪৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সফরে) কোন ব্যক্তি রোযা রাখলে অথবা কোন ব্যক্তি রোযা না রাখলে এদের কাউকেই তুমি দোষারোপ করোনা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রোযা রাখা ও ভাঙা উভয় কাজই করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي

رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

২৪৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে তিনি ও তাঁর সংগীরা রোযা রাখলেন। যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছলেন, এক পেয়ালা পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তা উপরে তুলে ধরলেন। লোকেরা তা দেখার পর তিনি এই পানি পান করলেন। এরপর তাঁকে বলা হলো, কোন কোন লোক রোযা রেখেছে। তখন তিনি বললেন ঃ "এরা হলো নাফরমান, এরা হলো অবাধ্য ও বিদ্রোহী"।

وحدثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

২৪৭৭। জা'ফর থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হলো, "রোযা রাখাটা লোকদের জন্য খুবই কষ্টকর হচ্ছে এবং তারা আপনি কি করছেন তার অপেক্ষায় আছে। (অর্থাৎ আপনি রোযা ভাঙলে তারাও ভেঙে ফেলবে)। তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন। এটা ছিল আছরের পরের ঘটনা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

২৪৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি (এক স্থানে) এক ব্যক্তির কাছে লোকদের ভীড় দেখতে পেলেন। তার ওপর ছায়ার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে তিনি বললেন ঃ এর কি হয়েছে? লোকেরা বললো, সে রোযাদার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সফরে রোযা রাখা তোমাদের জন্য কোন সওয়াবের কাজ নয়।"

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِمِثْلِهِ

২৪৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ وَفِي هٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ

২৪৮০। এই সনদ সূত্রেও শু'বা উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আরো আছে, শু'বা বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসিরের সূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি এই সনদ সূত্রে এ হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন– "নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার কর"। রাবী (শুবা) বলেন, আমি যখন তার (ইয়াহইয়া) কাছে জিজ্ঞেস করি তিনি তখন এটা মনে করতে পারলেন না।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ

أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

২৪৮১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রোযার ষোল তারিখে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আর কেউ কেউ রোযা রাখেনি কিন্তু রোযাদার ও বে-রোযাদারদের কেউই একে অপরের ওপর দোষারোপ করেনি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ

২৪৮২। কাতাদাহ থেকে এই সনদে হাম্মামের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাইমী, উমার ইবনে আমের ও হিশামের বর্ণিত হাদীসে রমযানের আঠার তারিখের কথা উল্লেখ আছে। সাঈদের বর্ণিত হাদীসে বার তারিখের কথা এবং শু'বার বর্ণনায় সতের বা উনিশ তারিখের কথা উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ

২৪৮৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতাম। এ সময় যে ব্যক্তি রোযা রাখতো তার রোযা রাখার জন্য এবং যে ব্যক্তি রোযা ভাঙতো তার ভাঙার জন্য কোনরূপ দোষারূপ করা হতো না।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ

২৪৮৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে যেতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রাখতো আবার কেউ কেউ রোযা রাখতোনা। তবে রোযাদার রোযা ভঙ্গকারীর ওপর রাগ করত না। আর রোযা ভঙ্গকারীও রোযাদারের ওপর রাগ বা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করত না। বরং তাদের সকলেরই জানা ছিলো যার শক্তি আছে তার জন্য রোযা রাখা উত্তম এবং যে ব্যক্তি দুর্বল তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা উত্তম।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

২৪৮৫। আবু সাঈদ খুদরী ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (উভয়ে) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করেছি। তখন রোযাদার রোযা রাখতো এবং রোযা ভঙ্গকারী রোযা ভংগ করতো। অথচ তাদের কেউই একে অপরকে দোষারোপ করতো না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

২৪৮৬। হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফর অবস্থায় রমাযান মাসের রোযা রাখা সম্পর্কে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমাযান মাসে সফর করেছি। এ অবস্থায় রোযাদার ব্যক্তি রোযা ভংগকারীকে কখনো তিরস্কার করেনি এবং রোযা ভংগকারীও রোযাদার ব্যক্তিকে কখনো তিরস্কার করেনি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ

২৪৮৭। হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। একবার আমি সফরে গিয়ে রোযা রেখেছিলাম। তাই লোকেরা বললো, তুমি পুনরায় রোযা রাখো (অর্থাৎ সফরে রাখা রোযা ঠিক হয়নি)। তখন আমি বললাম, আনাস (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সফর করতেন এবং রোযাদার ও রোযা ভঙ্গকারীদের কেউই একে অপরকে (রোযা রাখা বা ভাঙ্গার জন্য) বিদ্রূপ করতো না। পরে আমি আবু মুলাইকার সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস অবহিত করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

২৪৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম, আমাদের মধ্যে রোযাদারও ছিল এবং রোযা ভংগকারীও ছিল। আমরা এক গরমের দিনে এক মনযিলে অবতরণ করলাম। সেদিন আমাদের মধ্যে যার কাছে চাদর ছিলো সেই সবচেয়ে বেশী ছায়া লাভ করে ছিলো। আমাদের কেউ কেউ শুধু হাত দিয়ে সূর্য থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, রোযাদারগণ ক্লান্ত অবস্থায় পড়ে রইলো এবং রোযা ভঙ্গকারীগণ উঠে দাঁড়ালো ও তাঁবু খাটালো এবং সাওয়ারীর পশুগুলোকে পানি পান করালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজ রোযা ভংগকারীরাই সওয়াব লুটেছে।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

২৪৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সংগীদের নিয়ে) সফরে ছিলেন। তাদের কেউ কেউ রোযা রেখেছিল এবং কেউ কেউ রোযা রাখেনি। রোযা ভঙ্গকারীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজকর্ম করলো। আর রোযাদারগণ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো এবং কোন কোন কাজ করতে দুর্বলতার পরিচয় দিলো। এ অবস্থা দেখে তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন ঃ আজ রোযা ভঙ্গকারীরাই সওয়াব লুটে নিয়েছে।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ

قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

২৪৯০। কাযআহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে গেলাম। তখন তার কাছে লোকজনের খুব ভীড় ছিলো। লোকেরা তার নিকট থেকে চলে গেলে আমি বললাম, এরা যে ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে সে ধরনের কোন প্রশ্ন আমি আপনাকে করছিনা। আমি তাঁর কাছে সফরে রোযা রাখা সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমরা রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। অতঃপর এক মনজিলে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এখন তোমাদের শত্রুদের কাছাকাছি এসে গেছো। তাই এখন রোযা না রাখাই শক্তি সঞ্চয়ের দিক থেকে উত্তম। এবার রোযা ভঙ্গের অনুমতি হয়ে গেল এবং আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখলো আর কিছু সংখ্যক লোক রোযা ভেঙে ফেললো। আমরা পুনরায় যাত্রা করে অন্য এক মনযিলে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা ভোরেই তোমাদের শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হবে। তাই রোযা ভাঙলে তেমাদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অতএব, তোমরা সকলেই রোযা ভেঙে ফেলো। আর রোযা ভাঙার এ নির্দেশ ছিলো (মহানবীর) কঠোর ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। আমরা সকলেই রোযা ভেঙে ফেললাম। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, এরপর (অর্থাৎ শত্রুদের মুকাবিলা সমাপ্ত হলে) আমরা দেখেছি, আমরা এ সফরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রোযা রাখছি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

২৪৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবনে আমর আল্ আসলামী (রা) সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে রাখতে পারো, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।

وحدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد

وهو ابن زيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى رجل أسرد الصوم أفأصوم

فى السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت

২৪৯২। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। হামযা ইবনে আমর আল্ আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবিরতভাবে রোযা রাখায় অভ্যস্ত, সফর অবস্থায় কি আমি রোযা রাখব? তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারো আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারো।

وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن

زيد إنى رجل أسرد الصوم

২৪৯৩। হিশাম থেকে এ সূত্রেও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر

ابن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان

كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إنى رجل أصوم أفأصوم فى السفر

২৪৯৪। হিশাম থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হামযা (রা) বললেন, আমি অনবরত রোযা রেখে থাকি। অতএব আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখতে পারি?... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى قال هرون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا

ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير عن أبى مراوح

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ قَالَ هٰرُونُ فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللهِ

২৪৯৫। হামযা ইবনে আমর আল্-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সফর অবস্থায়ও আমি আমার মধ্যে রোযা রাখার মত শক্তি রাখি। রোযা রাখলে কি আমার কোন অসুবিধা আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রোযা না রাখা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুযোগ বিশেষ। অতঃপর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো তার জন্য তা উত্তম। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পছন্দ করল তার প্রতি এতে কোন প্রকার গুনাহ বর্তাবে না। হারুনের বর্ণিত হাদীসে 'হি রুখসাতুন'-এর পর 'মিনাল্লাহ' শব্দের উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

২৪৯৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমাযান মাসে সফরে বের হলাম। তখন অত্যন্ত গরম ছিলো। এমনকি আমাদের কেউ কেউ গরমের প্রচণ্ডতা থেকে বাঁচার জন্য নিজের হাত মাথার উপর রেখেছিলো। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আর কেউই রোযাদার ছিলো না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ

الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

২৪৯৭। উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) বলেছেন, প্রচন্ডণ্ড গরমের দিনের কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। প্রচণ্ড গরমের ফলে কোন কোন লোক নিজের হাত মাথার ওপর ধারণ করেছিল। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আর কেউ রোযাদার ছিলো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

হাজীদের জন্য আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা না রাখা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ

২৪৯৮। উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তাঁর নিকট বসে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে বির্তকে লিপ্ত হল। কেউ কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন আর কেউ বললো, তিনি রোযা রাখেননি। উম্মুল ফযল বলেন, আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তখন তিনি আরাফার ময়দানে নিজের উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তা পান করলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

২৪৯৯। আবু নদর থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনায় "রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন" এ কথাগুলোর উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

২৫০০। সালেম আবু নদর থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني

هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ

২৫০১। ইবনে আব্বাস (রা) এর মুক্ত দাস উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল ফযলকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আরাফার দিন তাঁর রোযা রাখা সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেল। আমরা সেদিন তাঁর সাথেই ছিলাম। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। তিনি তখন আরাফাতের ময়দানেই ছিলেন। অতঃপর তিনি তা পান করলেন।

وحدثني هٰرُونُ بْنُ

سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

২৫০২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় আছেন কিনা এ নিয়ে লোকদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হল। মায়মুনা (রা) সন্দেহ নিরসনের জন্য তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালেন। তখন তিনি মাওকাফে অবস্থান করছিলেন। তিনি এ থেকে পান করলেন এবং উপস্থিত লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

আশুরার দিনের রোযা।

حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه

২৫০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আশুরার দিন রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ দিন রোযা রাখতেন। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেও ঐ দিনের রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমাযান মাসের রোযা ফরয হলো তখন তিনি বললেন ঃ যদি কেউ ঐ দিন রোযা রাখতে চায় রাখতে পারে আর নাও রাখতে পারে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير

২৫০৪। হিশাম কর্তৃক এ সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণিত হাদীসের প্রথমে "এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিনের রোযা রাখতেন"– কথা উল্লেখ নেই। এ হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেন, "এবং আশুরার দিনের রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হলো। অতএব, যে চায় ঐ দিন রোযা রাখবে আর যে চায় রোযা রাখবে না। আর জারীরের বর্ণনার ন্যায় তিনি এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বলেননি।

حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه

২৫০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জাহেলী যুগে আশুরার দিন রোযা রাখা হতো। কিন্তু ইসলাম আসার পর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করত রোযা রাখত আর যে ব্যক্তি চাইত পরিত্যাগ করত।

حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

২৫০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আশুরার দিনের রোযা রাখার জন্যে নির্দেশ দিতেন। তারপর যখন রমযানের রোযা ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা হতো আশুরার রোযা রাখতো আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

টীকা : বিশেষজ্ঞদের মতে মুহাররম মাসের দশ তারিখে (আশুরার) রোযা রাখা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। তবে রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে এর শরয়ী মর্যাদা সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রা) মতে এই রোযা ওয়াজিব ছিলো এখন সুন্নাত। আর শাফেয়ীগণ বলেন, পূর্বেও সুন্নাত ছিলো। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এখন সুন্নাতে যায়েদা বা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ

২৫০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঐ দিন রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। রমাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে রোযা রাখা হলো। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার ইচ্ছা আশুরার রোযা রাখতে পারো আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারো।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه

২৫০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জাহেলী যুগে লোকেরা আশুরার দিন রোযা রাখতো। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ এ দিন রোযা রাখতেন। অত:পর যখন রমযানের রোযা ফরয হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর দিনগুলোর মধ্যে আশুরাও একটি দিন। কাজেই যে চায় ঐ দিনের রোযা রাখতে পারে আর যে চায়–নাও রাখতে পারে।

وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد

২৫০৯। উবায়দুল্লাহ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه

২৫১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আশুরা সম্পর্কে কথা উঠলো। তিনি (রাসূল সা.) বললেন ঃ জাহেলী যুগের

লোকেরা ঐ দিন রোযা রাখতো। সুতরাং এখন তোমাদের কেউ যদি ঐ দিন রোযা রাখা পছন্দ করে তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে। আর অপছন্দ করলে সে নাও রাখতে পারে।

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه

২৫১১। নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার দিন বলতে শুনেছেন : "আজকের এ দিনে জাহেলী যুগের লোকেরা রোযা রাখতো। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনের রোযা রাখা পছন্দ করে সে যেন (এ দিনে) রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অপছন্দ করে সে যেন এ দিনের রোযা থেকে বিরত থাকে। আবদুল্লাহ (রা) ঐ দিন রোযা রাখলো না। কিন্তু যেসব দিনে তিনি রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন এর কোন একদিন আশুরা হলে তিনি সেদিনও রোযা রাখতেন।

وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا أبو مالك عبيد الله ابن الأخنس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء

২৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশুরার রোযা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني حدثنا سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

২৫১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সামনে আশুরার দিন সম্পর্কে আলোচিত হলো। তিনি বললেন ঃ এই দিন জাহেলী যুগের লোকেরা রোযা রাখত। সুতরাং যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারো, আর যার ইচ্ছা রোযা নাও রাখতে পারো।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ

২৫১৪। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইবনে কায়েস আবদুল্লাহর (রা) কাছে গেলেন। আর আবদুল্লাহ (রা) তখন সকালের নাস্তা করছিলেন। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আসো, নাস্তা করো। তখন তিনি বললেন, আজকের দিন কি আশুরার দিন নয়? এবার তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, তুমি কি আশুরার দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন? আশ'আস বললেন, আশুরার দিনের গুরুত্ব কী? জবাবে তিনি বললেন, রমাযান মাসের রোযার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন রোযা রাখতেন। তারপর রমাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হলে ঐ দিনের রোযা পরিত্যাগ করা হলো। আবু কুরাইবের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি এই রোযা পরিত্যাগ করলেন।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ

২৫১৫। আমাশ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। যুহাইর ইবনে হারব ও উসমান ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় আছে ঃ যখন রমযানের রোযার নির্দেশ অবতীর্ণ হল রাসূলুল্লাহ (সা) এই রোযা পরিত্যাগ করলেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى
ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن
الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد ادن فكل
قال إني صائم قال كنا نصومه ثم ترك

২৫১৬। কায়েস ইবনে সাকান থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আশুরার দিন আহার করছিলেন, এমন সময় আশ'আস ইবনে কায়েস তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! কাছে আসো এবং খাওয়ায় শরীক হও। তিনি বললেন, আমি রোযাদার। এবার তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) বললেন, এ দিন আমরা রোযা রাখতাম। তারপর (এ দিনে) রোযা রাখা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور
حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على
ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد
كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم

২৫১৭। আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আশুরার দিন ইবনে মাসউদ (রা) খচ্ছিলেন। এ সময় আশ'আস ইবনে কায়েস তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আবু আবদুর রাহমান! আজ তো আশুরার দিন। তিনি বললেন, রমাযান মাসে রোযা রাখার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এ দিনে রোযা রাখা হতো। অতঃপর রমযানের রোযা রাখার হুকুম অবতীর্ণ হলে এ দিনের রোযা পরিত্যাগ করা হয়। সুতরাং তুমি যদি রোযাদার না হয়ে থাক তাহলে খেয়ে নাও।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ

২৫১৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন, এজন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। আমরা ঐ তারিখে রোযা রেখেছি কিনা এ ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর নিতেন। কিন্তু রমাযান মাসের রোযা যখন ফরয হলো তখন থেকে তিনি আর আমাদেরকে এ জন্যে হুকুম দিতেন না এবং নিষেধও করতেন না। ঐ দিন উপস্থিত হলে আমাদের ঐরূপ খোঁজও রাখতেন না।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ

২৫১৯। হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে (রা) মদীনায় এসে আশুরার দিন ভাষণ দিতে শুনেছেন। তিনি তার ভাষণে বলেছেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের শিক্ষিত লোকেরা কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দিনে বলতে শুনেছি ঃ "এটা আশুরার দিন, আল্লাহ তোমাদের ওপর এ দিনের রোযা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আজকের দিন রোযা রাখতে পছন্দ করে সে যেন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি রোযা না রাখা পছন্দ করে সে যেন রোযা না রাখে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

২৫২০। যুহরী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ

وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ

২৫২১। যুহরী থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মু'আবিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আজকের এ দিনে, আমি রোযাদার। তাই যে রোযা রাখতে চায় সে যেন রোযা রাখে। মালিক ও ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের বাকি অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ

اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ

২৫২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন। তিনি ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো, আজকের এই দিনে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন। তাই আমরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এ দিন রোযা রেখে থাকি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমরা তোমাদের চেয়ে মুসার (আ) অধিকতর নিকটবর্তী। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

وحدثناه ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا

الإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

২৫২৩। আবু বিশর থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত এই সূত্রে উল্লেখ আছে নবী (সা) নিজেই আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন।

وحدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.

২৫২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন। তিনি আশুরার দিন ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকদের রোযা রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেন আজকের এ দিনটিতে রোযা রেখে থাকো? তার বললো, আজকের এই মহান দিনে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন। তাই মুসা (আ) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিন রোযা রেখেছিলেন। এ জন্য আমরাও এদিন রোযা রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমরাই তোমাদের চেয়ে মুসার (আ) অধিক আপনজন ও হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন রোযা রাখলেন এবং (আমাদেরকে) রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه

২৫২৫। আইউব থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما

تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ

২৫২৬। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহুদীরা আশুরার দিনকে খুবই মর্যাদা দিতো এবং এটাকে ঈদের দিন হিসাবে উদযাপন করতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদেরকে) বললেন, "তোমরাও এ দিন রোযা রাখো"।

وحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ

ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ

২৫২৭। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খায়বারের অধিবাসীগণ (ইয়াহুদী) আশুরার দিন রোযা রাখতো, এ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতো;এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদেরকে গহনা পরাতো এবং উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরাও এ দিন রোযা রাখো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ

২৫২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমার জানা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের এই (আশুরার) দিন ছাড়া অন্য কোন দিন এবং এই মাস অর্থাৎ রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে রোযা রাখার মাধ্যমে অধিক ফযীলত লাভের চেষ্টা করেননি।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله

২৫২৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم

২৫৩০। হাকাম ইবনে আরাজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে গেলাম। তখন তিনি যমযম কূপের পাশে হেলান দিয়ে নিজের চাদরের ওপর বসা ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি আমাকে আশুরার রোযা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, যেদিন তুমি মুহাররাম মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাবে সেদিন থেকেই তারিখ গণনা করতে থাকবে। যেদিন ৯ই মুহাররাম হবে সেদিন রোযা রাখবে। আমি বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এরূপ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

وحدثني محمد بن حاتم

حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر.

২৫৩১। হাকাম ইবনে আ'রাজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর চাদরের ওপর ঠেস লাগিয়ে যমযম কূপের পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় আমি তার কাছে গিয়ে আশুরার রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম।... হাদীসের বাকি অংশ হাজিব ইবনে উমারের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يارسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

২৫৩২। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি আবু গাতফান ইবনে তুরায়েফ আল্ মারবীকে বলতে শুনেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার রোযা রাখলেন এবং ঐদিন রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি এমন একটি দিন, ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা যার সম্মান করে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা এই মাসের নয় তারিখে রোযা রাখবো। রাবী বলেন, পরবর্তী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء

২৫৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে আমি মুহাররমের নবম তারিখে রোযা থাকবো। অধস্তন রাবী আবু বকর এর অর্থ বলেছেন ঃ আশুরার দিন।

حدثنا قتيبة بن سعيد

حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ

২৫৩৪। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন ঃ "যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি সে যেন রোযা রাখে আর যে ব্যক্তি আহার করেছে সে যেন রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে। (অর্থাৎ দিনের বাকি অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকে)।

وحدثني أَبُو بَكْرِ

ابْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

২৫৩৫। রুবাই বিনতে মু'আবিয়া ইবনে 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন সকালে মদীনার আশেপাশে আনসারদের গ্রামে এ নির্দেশ প্রেরণ করলেন ঃ "যে ব্যক্তি রোযা রেখেছে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি রোযাহীন অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়েছে সেও যেন দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকে।" এরপর থেকে আমরা এ দিনে রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ যাদেরকে রোযা রাখানো সম্ভব তাদেরকেও রোযা রাখাতাম। আমরা এদের নিয়ে মসজিদে যেতাম এবং তাদের জন্য পশম দিয়ে খেলনা বানাতাম। অতঃপর তাদের কেউ যদি খাবারের জন্যে কান্নাকাটা করতো তখন আমরা তার হাতে খেলনা দিতাম এবং এভাবে ইফতারের সময় এসে যেতো।

وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ

بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ

২৫৩৬। খালিদ ইবনে যাকওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রুবাই বিনতে মু'আবিয়া (রা) আশুরার রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বার্তাবাহককে আনসারদের গ্রামে পাঠালেন... হাদীসের বাকি অংশ বিশর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। শুধু এতটুকু ব্যতিক্রম রয়েছে ঃ আমরা এদের জন্য পশম দিয়ে খেলনা তৈরী করতাম এবং এগুলো আমাদের সাথেই নিয়ে যেতাম। এরা আমাদের কাছে খাবার চাইলে আমরা এই খেলনা এদের হাতে দিতাম। এটা তাদেরকে রোযা পূর্ণ করা পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা হারাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

২৫৩৭। ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এসে নামায পড়া সমাপ্ত করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন ঃ ঈদুল ফিতরের দিন, আর দ্বিতীয় হলো যে দিন তোমরা কোরবানীর গোশত খেয়ে থাকো।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

২৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন ঃ কোরবানীর ঈদের দিন আর ঈদুল ফিতরের দিন।

حدثنا

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

২৫৩৯। কাযা'আহ থেকে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি তাঁর (আবু সাঈদ) কাছে একটি হাদীস শুনলাম যা আমার অত্যন্ত পছন্দ হল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, এটা কি সম্ভব যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনিনি এমন কথা তাঁর নামে চালিয়ে দিতে পারি? এবার তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ দুই দিন রোযা রাখা সমীচীন নয়। কোরবানীর ঈদের দিন এবং রমযানে ঈদুল ফিতরের দিন।

وحدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

২৫৪০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন ঃ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কোরবানীর দিন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ

فطر فقال ابن عمر رضى الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم

২৫৪১। যিয়াদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমারের (রা) কাছে এসে বলল, আমি একদিন রোযা রাখবো বলে মানত করেছি। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়েছে। ইবনে উমার (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পূর্ণ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশের মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব বা বৈপরিত্য নেই। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানত পূর্ণ করতে হবে এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশও বহাল রেখে ঈদের দিন বাদ দিয়ে অন্য যে কোন দিন মানতের রোযা পূর্ণ করতে হবে।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى

২৫৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দিনি রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন : ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা হারাম।

وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب

২৫৪৩। নুবাইশা আল্-হাযলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে পানাহার করার দিন।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير

حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحذاء حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة

قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ وَذِكْرٍ لِلَّهِ

২৫৪৪। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ বিশেষজ্ঞ আলেমদের ঐক্যমত হচ্ছে– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা হারাম। রোযা বলতে এখানে কাযা, মানত, নফল ও কাফফারা তথা সকল প্রকার রোযাকেই বুঝানো হয়েছে। যদি কেউ ইচ্ছা করে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন রোযা মানত করে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে ঐ মানত সঠিকও হবেনা এবং তা পূর্ণও করতে হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার (র) মতে, যদি কেউ মানত করে বসে তাহলে মানত অনুষ্ঠিত হবে এবং তার কাযা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ঐ দিন রোযা রেখে ফেলে তাহলে মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য এ মতটি সকল ইমামের মতের পরিপন্থী।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

২৫৪৫। ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং আওস ইবনে হাসানকে (রা) আইয়্যামে তাশরীকে একটি ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন। অতঃপর তার রাসূলের বাণী ঘোষণা করে শুনিয়ে দিলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর মিনায় অবস্থানের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার করার দিন।

وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا

২৫৪৬। ইবরাহীম ইবনে তাহমান থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। হয়েছে। তবে এ সূত্রে উল্লেখ আছে তারা উভয়ে ঘোষণা করলেন।

টীকা ঃ ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর এক মত অনুযায়ী হারাম। কিন্তু ইমাম মালিক, আওযায়ী, ইসহাক ও

শাফেয়ী (র)-এর অপর মত অনুসারে, কেবলমাত্র হজ্জে তামাত্তু পালনকারীর কাছে যদি কোরবানীর জন্তু না থাকে তাহলে সে আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখতে পারে। এ ছাড়া অন্য কারো জন্যেই ঐ দিনগুলোতে রোযা রাখা জায়েয নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

কেবল মাত্র জুমু'আর দিন রোযা রাখা মাকরুহ।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ

২৫৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) যখন কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমু'আর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, এই কা'বা ঘরের প্রভুর শপথ! হ্যাঁ তিনি নিষেধ করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৫৪৮ জাবির (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত আছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

২৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুম'আর দিন কেউ যেন রোযা না রাখে। কিন্তু যদি কেউ জুম'আর দিনের আগে বা পরে একদিন রোযা রাখে তাহলে সে জুম'আর দিন রোযা রাখতে পারে।

وحدثنى أبو كريب حدثنا حسين يعنى الجعفى عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم .

২৫৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা রাতগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র জুম'আর রাতকে জাগরণের (নৈশ ইবাদতের) জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুম'আর দিনকে রোযার জন্যে নির্দিষ্ট করে নিওনা। তবে যদি তোমাদের কেউ সর্বদা (নফল) রোযা রাখে আর এ রোযার (ধারাবাহিকতার) মধ্যে জুম'আর দিন এসে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ সে ঐদিন (নফল) রোযা রাখতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

আল্লাহর বাণী– "আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে"– এই হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعنى ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها .

২৫৫১। সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা রোযা রাখতে সক্ষম (অথচ রোযা রাখতে চায়না) তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে"– যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, কেউ যদি রমযানের রোযা না রাখতে চাইতো সে রোযা ভাঙতো এবং তার পরিবর্তে ফিদইয়া আদায় করে দিতো। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং তা পূর্ববতী আয়াতের হুকুম মানসুখ (রহিত) করে দিলো।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২৫৫২। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রমাযান মাসে আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো আর যে চাইতো ভংগ করত এবং এর বিনিময়ে রোযার ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করত। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হল ঃ

"কাজেই আজ হতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার জন্য এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

যে ব্যক্তি কোন ওজর বশতঃ যেমন, অসুস্থতা, মাসিক ঋতু, সফর ইত্যাদি কারণে রোযা ভংগ করেছে সে পরবর্তী রমাযান আসার পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে তা পূর্ণ করবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৫৫৩। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার রমাযান মাসের রোযা অবশিষ্ট থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

২৫৫৪। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বলেছেন, আর রমযানের রোযার কাযা আদায়ের ব্যাপারে শাবান পর্যন্ত বিলম্ব করার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিযুক্ত থাকা।

وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله

২৫৫৫। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এই সনদেও উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, আমার মনে হয় তার এরূপ দেরী করার কারণ ছিলো– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যস্ত থাকা।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم

২৫৫৬। ইয়াহইয়া এ সনদে উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এই বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তার ব্যস্ত থাকার কথা উল্লেখ করেননি।

وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان

২৫৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের (রাসূলের স্ত্রীগণের) মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে রোযা ভংগ করত তাহলে সে শা'বান মাস আসার পূর্বে কোন সময়ই রোযা কাযা করার সুযোগ পেতো না।

টীকা ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নাজায়েয। আর এটাই ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত। দ্বিতীয়তঃ শা'বান মাসে মহানবী (সা) অধিক নফল রোযা রাখতেন তাই এ সময় তাঁর স্ত্রীগণ রোযার কাযা করতেন বা নফল রোযা রাখতেন। যারা হায়েয, নিফাস, শারীরিক অসুস্থতা, সফর ইত্যাদি কারণে রোযা ভেঙে থাকে তাদের জন্য পরবর্তী বছরের রমাযান মাস আসার পূর্বে যে কোন সময় এর কাযা করা জায়েয। তবে ঈদের পর পরই এর কাযা করে নেয়া মুস্তাহাব। এটাই ইমাম মালিক, আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমাদ ও পরবর্তী কালের আলেমগণের অভিমত। কিন্তু দাউদ যাহেরীর মতে, ঈদের পর দিন থেকে কাযা আরম্ভ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখার বর্ণনা।

وحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

২৫৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা পূর্ণ করবে।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

২৫৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার মা মারা গেছেন। তার এক মাসের রোযা বাকি

আছে। তিনি বললেন ঃ মনে করো তার (তোমার মায়ের) উপর যদি কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর ঋণ (বা পাওনা) পরিশোধিত হওয়ার সবচেয়ে বেশী হক রয়েছে।

وحدثني أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

২৫৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন এবং তাঁর এক মাসের রোযা বাকি আছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এটা আদায় করে দেবো? তখন তিনি বললেন ঃ যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিতে? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধিত হওয়ার সবচেয়ে বেশী দাবীদার। সুলাইমান বলেন, হাকাম ও সালামা ইবনে কুহায়েল উভয়ই বলেছেন, যখন মুসলিম আল্ বাতীন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন আমরা উভয়ই সেখানে বসা ছিলাম। তারপর তারা উভয়ই বলেন, আমরা মুজাহিদকে এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি।

وحدثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا إسحق بن منصور وابن أبي خلف

وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله

ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي

الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت

وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك

عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك

২৫৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা তাঁর মানতের রোযা বাকি রেখেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে এটা পূর্ণ করব? তিনি বললেন ঃ মনে করো তোমার মায়ের ওপর ঋণ বাকি ছিল। তুমি তা পরিশোধ করে দিলে। এতে কি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত? সে (মহিলা) বললো, হ্যাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রেখে দাও।

وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر

أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بينا أنا

جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي

بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه

كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال

حجي عنها

২৫৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললো, আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, আমার মা মারা

গেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছো এবং ঐ দাসী উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় তোমার মালিকানাধীনে ফিরে আসবে। সে (মহিলা) আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর এক মাসের রোযা বাকি আছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এই রোযা রাখতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি রোযা রাখো। আবার সে বললো, তিনি তো কখনো হজ্জ করেননি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে হজ্জও করো।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিভাবকের রোযা রাখা সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফেয়ীর এক মতে উল্লেখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিভাবক রোযা রাখতে পারে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেয়ীর অপর মতে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয নেই। বরং ফিদইয়া আদায় করতে হবে। শেষোক্ত মতের অনুসারীগণ উপরোক্ত হাদীসের জবাবে বলেন, "অলী বা অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে" এর অর্থ হলো– ফিদইয়া দ্বারা রোযার ক্ষতিপূরণ করে দিবে। আর তাঁরা নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে নাফে' বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ

২৫৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম।... ইবনে মুসহিরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে দুই মাসের রোযার কথা উল্লেখ আছে।

وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

২৫৬৫। ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল।... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে এক মাসের রোযার কথা উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ

২৫৬৬। সুফিয়ান থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে দুই মাসের রোযার কথা উল্লেখ রয়েছে।

وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر

২৫৬৭। সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরায়দা) বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল।... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে এক মাসের রোযার কথা উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

রোযা অবস্থায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করার বর্ণনা।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم

২৫৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা অবস্থায় আহার করার জন্য আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم

২৫৬৯। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও জাহেলী আচরণ না করে। যদি

কেউ তাকে গালাগালি করে বা তার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে উদ্যত হয় তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

রোযার ফযীলত।

وحدثنى حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لى وأنا أجزى به فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

২৫৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ মানব সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা, এটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিবো"। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতের মুঠোয় মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।

حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا المغيرة وهو الحزامى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة

২৫৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা ঢাল স্বরূপ।

وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنة فإذا كان يوم

صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

২৫৭২। আবু সালেহ যায়াত থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু রোযা বিশেষ করে আমার জন্যেই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিবো।" সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন ঐ দিন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে বিবাদ করতে চায়, সে যেন বলে, "আমি একজন রোযাদার। সেই মহান খোদার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে। আর রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। এর মাধ্যমে সে অনাবিল আনন্দ লাভ করে। একটি হলো যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারীর মাধ্যমে আনন্দ পায় আর দ্বিতীয়টি হলো যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হবে তখন সে তার রোযার জন্য আনন্দিত হবে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

২৫৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করবো। বান্দাহ আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করছে।" রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে।

একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।

টীকা ঃ 'রোযা আমারই জন্য' : সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য তবে অন্যান্য ইবাদত যেমন, নামায, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি লোক দেখানোর জন্য কেউ কেউ করতে পারে। কিন্তু রোযার মধ্যে লোক দেখানোর প্রবৃত্তি থাকে না। কারণ গোপনে পানাহার করলে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। আর একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া কিছু তাকে বাধা দেয় না। তাই আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। আর দাতা যখন নিজ হাতে দান করেন বেশীই দান করেন।

وحدثنا أبو بكر

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৪। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করবো।" রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি হলো যখন সে ইফতার করে, আনন্দিত হয় অপরটি হলো যখন সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে আনন্দিত হবে। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধের চেয়েও তীব্র।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ

২৫৭৫। দিরার ইবনে মুররাহ্ অর্থাৎ আবু সিমান থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যখন রোযাদার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এবং তিনি তাকে প্রতিদান দিবেন তখন সে আনন্দিত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

২৫৭৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে রোযাদাররা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারদের ডেকে বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা সেই দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবশ করবে। অতঃপর রোযাদারদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার সাথে সাথে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর সেই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

আল্লাহর পথে (যুদ্ধক্ষেত্রে) রোযা রাখতে সক্ষম হলে এবং এতে কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার বা শক্তিহীন হয়ে যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে– এই ধরনের রোযার ফযীলত।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

২৫৭৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বান্দাহ আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের সময়) এক দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তার চেহারাকে এই দিনের (রোযার) বরকতে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।

وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد

২৫৭৮। সুহাইল থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني إسحق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يحي بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمن بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

২৫৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোযা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

দিনের বেলা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়াত করা যেতে পারে। নফল রোযাদারের জন্য কোনরূপ ওজর ছাড়াই রোযা ভংগ করা জায়েয। তবে রোযা পূর্ণ করাই উত্তম।

وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحي بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ياعائشة هل عندكم شيء قالت فقلت يارسول الله ماعندنا شيء قال فاني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يارسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ماهو قلت حيس قال هاتيه فجئت

بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

২৫৮০। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "হে আয়েশা! তোমাদের কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে খাওয়ার মত কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ আমি রোযাদার। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে চলে গেলেন। পরে আমাদের জন্য হাদিয়া হিসেবে কিছু জিনিস আসলো এবং সাথে সাথে আমাদের কাছে কিছু সংখ্যক মেহমানও আসলো। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে উপঢৌকন হিসাবে কিছু জিনিস এসেছে এবং কয়েকজন মেহমানও এসেছে (তাই হাদিয়ার বেশীর ভাগ তাদের খাইয়ে দিয়েছি)। আমি তা থেকে কিছু অংশ আপনার জন্য লুকিয়ে রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তা কি? আমি বললাম, তা হলো হাইস (খেজুর, পনির ও আটার সমন্বয়ে তৈরী হালুয়া)। তিনি বললেন ঃ তা নিয়ে এসো। অতঃপর আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি তা খেয়ে বললেন ঃ আমি ভোরে রোযা রেখেছিলাম। তালহা বলেন, আমি এ হাদীসটি মুজাহিদের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, এটা (এভাবে নফল রোযা ভেঙে ফেলা) এমন ব্যক্তির সাথে তুল্য যে নিজের সম্পদ থেকে সদকা বের করে। তারপর সে ইচ্ছা করলে তা দিতেও পারে আর রেখেও দিতে পারে।

وحدثنا أبو بكر

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ

২৫৮১। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে 'হাইস'

হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে তা দেখাও; অবশ্য আমি সকালে রোযার নিয়াত করেছি। অতঃপর তিনি তা খেলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

ভুলে পানাহার করলে বা সংগম করে বসলে তাতে রোযা ভংগ হয় না।

وحدثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ

২৫৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।

টীকা ঃ (ক) "তাহলে আমি রোযা রাখলাম"– দ্বারা বুঝা যায় যে, নফল রোযার নিয়ত দিনেও করা যায়। ইমাম, আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমাদের এটাই মত।

(খ) "তিনি খেলেন" এথেকে বুঝা যায় যে, নফল রোযা বিনা ওজরে ভাঙা যায়। ইমাম আবু হানিফা ছাড়া প্রায় সকল ইমামই এতে একমত পোষণ করেন। আর ওজরে ভাংলে আবু হানিফার মতে রোযা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক বলেন, শুধু বিনা ওজরে ভাঙলে কাযা করা ওয়াজিব। আর শাফেয়ীর মতে কোন অবস্থায়ই ওয়াজিব নয়।

(গ) অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে ভুলে পানাহার অথবা স্ত্রী সহবাস করলে তাতে রাযা নষ্ট হয় না। ইমাম আবু হানিফা এবং শাফেয়ী এই মত। ইমাম মালিকের মতে ভুলে এসব কাজ করে বসলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর পরিবর্তে পুনরায় রোযা থাকতে হবে, তবে কাফফারা দিতে হবে না। 'আতা' লাইস এবং আওযায়ীর মতে সংগমের ক্ষেত্রে রোযার কাযা করতে হবে, পানাহারের ক্ষেত্রে নয়। ইমাম আহমাদের মতে সংগমের ক্ষেত্রে পুনরায় রোযাও রাখতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে, কিন্তু পানাহারের ক্ষেত্রে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে প্রথম মতই শক্তিশালী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

রমাযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা রাখার বর্ণনা। প্রত্যেক মাসেই কিছু রোযা রাখা উত্তম।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ

وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ

২৫৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, খোদার শপথ! তিনি আজীবন রমাযান ছাড়া অন্য কোন সময় পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি। আর এমন কোন মাসও অতিবাহিত হয়নি যাতে তিনি অন্তত কিছু রোযা রাখেননি।

وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৫৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো একটি পূর্ণ মাস (নফল) রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, আমার জানা মতে তাঁর ইনতেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস রোযা রাখননি। আর এমন কোন মাসও কাঁটেনি যে মাসে তিনি (দু'একটি) রোযা রাখেননি।

وحدثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ

২৫৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি একাধারে রোযা রেখে যেতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি অনেক রোযা

রেখেছেন, তিনি অনেক রোযা রেখেছেন। আর কখনো তিনি একাধারে পানাহার (রোযা না রেখে) কাটিয়ে দিতেন। যাতে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি অনেক দিন যাবত রোযা রাখেননি, তিনি অনেক দিনে রোযা রাখেননি। আয়েশা (রা) আরো বলেন, তিনি মদীনায় আসার পর আমি তাঁকে রমাযান মাস ছাড়া কখনো পূর্ণ একটি মাস রোযা রাখতে দেখিনি।

وحدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا

২৫৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সনদে অধঃস্তন রাবী হিশাম ও মুহাম্মদের নাম উল্লেখ নাই।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

২৫৮৭। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রাখতে থাকতেন। ফলে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা ভংগ করবেন না। আবার এমনভাবে তিনি ক্রমাগত রোযা ছাড়তে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম তিনি বুঝি আর (এ মাসে) রোযা রাখবেন না। আমি তাঁকে কখনো রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেও দেখিনি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

২৫৮৮। আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, কখনো কখনো একাধারে রোযা রেখে যেতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি রোযা রেখে যাচ্ছেন (হয়ত আর বিরত হবেন না)। আবার তিনি কখনো কখনো একাধারে রোযা না রেখে অতিবাহিত করতেন যে, আমরা বলতাম, হয়ত তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি তাঁকে শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি পুরো শা'বান মাসেই রোযা রাখতেন; (অর্থাৎ) কয়েক দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ

২৫৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে যত রোযা রাখতেন সারা বছরে অন্য কোন মাসে তিনি এত অধিক রোযা রাখতেন না। আর তিনি (লোকদের উদ্দেশ্যে) বলতেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী যত বেশী পার আমল করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা (তোমাদেরকে সওয়াব দানে) ক্লান্ত বা বিরক্ত হবেন না যতক্ষণ তোমরা অক্ষম হয়ে না পড়বে। তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে যা কোন বান্দাহ অব্যাহতভাবে করে থাকে। যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ

ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَ كَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ

২৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাস ছাড়া আর কখনো পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না। তিনি যখন রোযা রাখতেন তখন ক্রমাগত রোযা রেখে যেতেন। ফলে লোকেরা বলতো, আল্লাহর কসম! হয়ত তিনি আর রোযা ভংগ করবেন না। আবার যখন তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন একাধারেই বিরতি দিতে থাকতেন। এমনকি লোকেরা বলতো আল্লাহর কসম! তিনি হয়ত আর রোযা রাখবেন না।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

২৫৯১। শু'বা থেকে আবু বিশরের সূত্রে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে 'নবী (সা) মদীনায় আসার পর কখনো একাধারে এক মাস (নফল) রোযা রাখেননি'।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ

২৫৯২। উসমান ইবনে হাকীম আনসারী বলেন, আমি রজব মাসের রোযা সম্পর্কে সাঈদ ইবনে যুবায়েরকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রাখতে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর রোযা ছাড়বেন না। আবার তিনি এমনভাবে ক্রমাগত রোযা না রেখে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর (এ মাসে) রোযা রাখবেন না।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَـذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

২৫৯৩। উসমান ইবনে হাকীম থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني زهير بن حرب

وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ

২৫৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে যেতেন, এমনকি বলা হত তিনি অনেক রোযা রেখেছেন, তিনি অনেক রোযা রেখেছেন। আবার তিনি রোযা থেকে এমনভাবে বিরত থাকতেন যে, বলা হত তিনি অনেক দিন রোযা থেকে বিরত রয়েছেন, অনেক দিন বিরত রয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

সারা বছর ধরে রোযা রাখা নিষেধ। কারণ এতে স্বাস্থ্যহানি হওয়ার এবং জরুরী কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। একদিন পরপর রোযা রাখার ফযীলত।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ الَّذِى تَقُولُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّكَ لَاتَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ «عَلَيْهِ السَّلَامُ» وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَاَنْ اَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْاَيَّامَ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَهْلِى وَمَالِى

২৫৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলো যে, আমি বলছি, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো সারা রাতে নামায পড়ব এবং সর্বদা দিনের বেলা রোযা রাখবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এই কথা বলেছো? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি এ কাজ করতে পারবে না, কারণ তোমার সেই সামর্থ্য নাই। অতএব, তুমি মাঝে মাঝে রোযা রাখো আবার মাঝে মাঝে রেখো না। (রাতে) নামাযও পড়, নিদ্রাও যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন করে রাখো। কেননা প্রত্যেক নেক কাজের জন্য দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা জীবন রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। রাবী বলেন, আমি আরয করলাম, আমি এর চেয়েও বেশী করার সামর্থ রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখো এবং তারপর দু'দিন রোযা থেকে বিরত থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়েও বেশী আমল করতে সক্ষম।' তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন বিরত থাক। এটাই দাউদ আলাইহি-সালামের রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত তিন দিনের রোযা রাখাকে যদি আমি গ্রহণ করে নিতাম তাহলে এটা আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চেয়েও পছন্দনীয় হতো।

وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا اليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج الينا فقال إن تشاؤا أن تدخلوا وإن تشاؤا أن تقعدوا ههنا قال فقلنا لا بل نقعد ههنا فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فاما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يانبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فان بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان أعبد الناس قال قلت يانبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال واقرإ القرآن في كل شهر قال قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قال قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قال قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد علي قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.

২৫৯৬। ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আবু সালামার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অবশেষে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে

পৌঁছলাম। তার বাড়ির সামনেই ছিল একটি মসজিদ। আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম এবং তাকে খবর দেয়ার জন্য একটি লোক পাঠালাম। তিনি বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে ঘরে গিয়েও বসতে পার অথবা এখানেও বসতে পারো। আমরা বললাম, অবশ্যই আমরা এখানে বসবো। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) আমার কাছে বলেছেন ঃ আমি সর্বদা রোযা রাখতাম এবং প্রতি রাতেই (রাতভর) কুরআন তিলাওয়াত করতাম। পরে হয়তোবা আমার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করা হয়েছে অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি নিজেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি গিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন ঃ আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি সর্বদা রোযা রাখ এবং প্রতি রাতেই (সারারাত) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী! আমি কল্যাণ লাভ করার উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। তিনি বললেন ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ (এরূপ করো না)। কেননা তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, যারা তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে তাদেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। আর তোমার ওপর তোমার দেহেরও হক আছে। তাই তুমি আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস্ সালামের রোযা অনুসরণ কর। কেননা তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাউদের (আ) রোযা কি? তিনি বললেন ঃ দাউদ (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রাখতেন না (অর্থাৎ একদিন পরপর রোযা রাখতেন।
তিনি (আরো) বললেন ঃ তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী পড়ার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম করো। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে প্রতি দশ দিনে একবার কুরআন খতম করো। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়ে বেশী পারি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি সাতদিন অন্তর কুরআন খতম কর, তবে এর চেয়ে বেশী পড়ো না। কেননা তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার সাক্ষাত-প্রার্থীদেরও তোমার ওপর হক আছে, আর তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (সর্বদা রোযা রেখে) নিজের ওপর কঠোরতা করেছি। ফলে (আমার ওপরও) কঠোরতা চেপে বসেছে। তিনি আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ তোমার জানা নেই, হয়তোবা তুমি দীর্ঘায়ূ লাভ করবে (তখন তোমার পক্ষে এত বেশী আমল করা অসম্ভব হয়ে পড়বে)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন বাস্তবে তাই হলো। আমি যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়লাম তখন অনুশোচনা করে বলতাম, "হায়! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া অবকাশটুকু গ্রহণ করতাম!

وحدثنيه

زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الاسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزورك عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا

২৫৯৭। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর কর্তৃক এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে 'প্রতিমাসে তিনদিন করে রোযা রাখাই যথেষ্ট'– এ কথার পরে আরো আছে ঃ "কেননা প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময়ে তার দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়, আর এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য গণ্য হয়"। তিনি তার বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন ঃ "আমি বললাম, আল্লাহর নবী দাউদের (আ) রোযা কি (ছিল)? তিনি বললেন ঃ বছরের অর্ধেক (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা ভাঙা)। তিনি (এ হাদীসে) কুরআন তিলাওয়াত প্রসংগে কিছুই উল্লেখ করেননি। এ বর্ণনায় তিনি "তোমার সাক্ষাত-প্রার্থীদেরও তোমার ওপর হক আছে"– এ কথাটির উল্লেখ করেননি। বরং এতে আছে ঃ তোমার সন্তানেরও তোমার ওপর হক আছে।

حدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرإ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في عشرين ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك

২৫৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি প্রতি মাসে একবার করে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ কর। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, আরো বেশী পড়ার

সামর্থ রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি বিশ দিন অন্তর একবার কুরআন খতম কর। রাবী বলেন, আমি আবার আরয করলাম, আমার আরো (বেশী পাঠ করার) শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি সাত দিন অন্তর একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ কর। তবে এর চেয়ে বেশী (তিলাওয়াত) করো না। (কারণ এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কুরআন শরীফ খতম করলে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করার ফুরসত হয় না)।

وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي

حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم ابن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل

২৫৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ, (বেশী বেশী রাত জেগে) তুমিও অমুক ব্যক্তির মত হয়ে যেওনা। সে রাত জেগে জেগে নামায পড়তো, অতঃপর রাত জেগে ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت

عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي

بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ » قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ « فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ .

২৬০০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, আমি অনবরত রোযা রাখি এবং রাতভর নামায পড়ি। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁর সাথে দেখা করি। তিনি বললেন ঃ আমি খবর পেয়েছি, তুমি অনবরত রোযা রাখ, বিরতি দাওনা, আর রাতভর নামায পড়। এরপর আর এরূপ করবে না। কেননা তোমার ওপর তোমার চোখের অংশ আছে তোমার দেহ ও আত্মার অংশ আছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনেরও অংশ আছে। কাজেই তুমি রোযাও রাখ, বিরতিও দাও, নামাযও পড়, ঘুমও যাও। তুমি দশ দিনে একদিন রোযা রাখ, তাহলে বাকি ন'টি দিনেরও সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি নিজের মধ্যে এর চেয়েও অধিক রোযা রাখার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ আলাইহিস্ সালামের মত রোযা রাখ।

তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! দাউদ (আ) কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি (নবী) বললেন ঃ দাউদ (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এ জন্যেই (দুর্বল হতেন না এবং) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) পালাতেন না। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ ব্যাপারে কে আমার দায়িত্ব নেবে? আতা' বলেন, আমি জানি না, অনবরত রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনায় আসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি অনবরত রোযা রাখলো সে যেন কোন রোযাই রাখেনি। যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখল সে যেন রোযাই রাখেনি, যে ব্যক্তি সদাসর্বদা রোযা রাখল সে যেন রোযাই রাখেনি।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ
أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ » قَالَ مُسْلِمٌ « أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ

২৬০১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ
ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ

وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

২৬০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখ এবং সারারাত নামায পড়? আর তুমি এরূপ করলে তোমার চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখলো সে রোযাই রাখলো না। প্রতি মাসে তিন দিন করে রোযা রাখা সমগ্র মাস রোযা রাখার শামিল। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী রোযা রাখার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে দাউদের (আ) মত রোযা রাখ। দাউদ (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন, ফলে তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) পালাতেন না।

وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ

২৬০৩। হাবীব ইবনে আবু সাবিত থেকে এ সনদে ওউপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ বর্ণনায় আছে ঃ স্বাস্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়বে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ

২৬০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, তুমি সর্বদা

দিনে রোযা রাখ আর রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হাঁ, আমি এরূপ করি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি এভাবে করতে থাক তাহলে তোমার চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ ক্ষীণ হয়ে যাবে। তোমার চোখেরও হক আছে, তোমার দেহেরও হক আছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনেরও হক আছে। তাই তুমি (রাতে) নামাযও পড়ো এবং ঘুমও যাও, রোযাও রাখ আবার বিরতিও দাও।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

২৬০৫। আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা’আলার কাছে দাউদ আলাইহিস সালামের (নফল) রোযাই সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা এবং তাঁর নামাযই সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায। তিনি (দাউদ আ.) রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন, তিন ভাগের একভাগ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন, আবার রাতে ছ’ভাগের এক ভাগ সময় ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন।

وحدثني مُحَمَّدُ

بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ

২৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো দাউদ আলাইহিস-সালামের রোযা। তিনি বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন। আর মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামাযও হলো দাউদ আলাইহিস-সালামের নামায। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন, আবার শেষ রাতের দিকে ঘুমাতেন। অতএব রাতের প্রথমার্ধে ঘুমিয়ে কাটানোর পর তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় নামাযে কাটাতেন। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আমর ইবনে দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, "তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমিয়ে কাটানোর পর রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় নামাযে কাটাতেন"– আমর ইবনে আওস কি একথা বলতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

২৬০৭। আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল মালীহ আমাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি তোমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) কাছে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তিনি আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁর জন্য একটি চামড়ার বালিশ রাখলাম। এর ভিতরে ছিল খেজুর গাছের বাকলের ছোবরা। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন এবং ঐ বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝখানে থাকল। তিনি আমাকে বললেন ঃ মাসে তিন দিন রোযা রাখা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমি এর চেয়ে বেশী সংখ্যক রোযা রাখতে সক্ষম)। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি মাসে পাঁচটি করে রোযা রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ তাহলে সাতটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! তিনি বললেন ঃ তাহলে ন'টি? আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ তাহলে এগারটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দাউদ আলাইহিস-সালামের রোযার চেয়ে আর উত্তম রোযা হয়না। তিনি বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন। এতে একদিন রোযা রাখার পরে একদিন বিরতি থাকতো।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

২৬০৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি (প্রতি মাসে) একদিন রোযা রাখ, অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব পেয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশী রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দু'দিন করে রোযা রাখ, অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখ, অবশিষ্ট দিনের সওয়াবও পেয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশী রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তা'হলে তুমি চারদিন রোযা রাখ, বাদবাকি দিনগুলোরও সওয়াব তুমি পাবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তুমি সবচেয়ে উত্তম রোযা রাখ। আল্লাহ-তা'আলার নিকট দাউদ আলাইহিস-সালামের রোযাই হচ্ছে উত্তম রোযা। তিনি (দাউদ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন (একদিন পরপর রোযা রাখতেন)।

وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة

২৬০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি সর্বদা দিনে রোযা রাখ এবং (রাতে) নামাযে কাটাও। এরূপ আর করবে না। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার চোখেরও তোমার ওপর অংশ রয়েছে, আর তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে। তাই রোযাও রাখ বিরতিও দাও। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ, এটাই সারা বছরের রোযার সমতুল্য হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার শক্তি আছে (আমাকে অনুমতি দিলে আরো রোযা রাখতে পারি)। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ আলাইহিস সালামের ন্যায় রোযা রাখ। অর্থাৎ একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনা করে বলতেন, হায়! আমি যদি (রাসূলের দেয়া) অবকাশ গ্রহণ করতাম তাহলে কতই না ভাল হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

প্রতি মাসে তিন দিন, আরাফাতের দিন আশুরার দিন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত।

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم

قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

২৬১০। মু'আযাতাল্ আদবিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশার (রা) কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন কোন দিন তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তিনি কোন নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন বোধ করতেন না বরং মাসের যে কোন দিন তিনি রোযা রাখতেন।

وحدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ

حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ ، يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

২৬১১। ইমরান ইবনে হুসাঈন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা (রাবীর সন্দেহ) অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেন আর তিনি তা শুনতে পান ঃ "হে অমুক! তুমি কি এ মাসের মধ্যে কোন রোযা রেখেছো?" সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ "যখন তুমি রোযা রাখনি তখন দু'দিন রোযা রেখে নাও।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ

يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذٰلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ
صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي
طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى
رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ. أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

২৬১২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কিরূপে রোযা রাখেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। উমার (রা) তাঁর অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে নিজেদের দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে (সা) আমাদের নবীরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট আছি। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই।" উমার (রা) এ বাক্যগুলো তাঁর অসন্তুষ্টির ভার দূর হওয়া পর্যন্ত বারবার বলতে থাকলেন। অতঃপর তাঁর অসন্তুষ্টির ভাব দূর হয়ে গেলে উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে তার কাজ কেমন? তিনি বললেন ঃ সে রোযাও রাখেনি এবং পানাহারও করেনি। অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে কখনো রোযা রাখেওনি এবং রোযা ছাড়েওনি। উমার (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি দু'দিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযা ছাড়ে তা কেমন? তিনি বললেন ঃ কেউ কি এরূপ রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে? উমার (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং এক দিন বিরতি দেয় তা কেমন? তিনি বললেন ঃ এটা দাউদ আলাইহিস্-সালামের রোযা। পুনরায় উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং দুইদিন রাখেনা তা কেমন? তিনি বললেন ঃ আমি আশা করি আমাকে এরূপ শক্তি দেয়া হোক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন, এবং এক রমাযান থেকে পরবর্তী রমাযান, এ হলো পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমান। আর আরাফাতের দিনের রোযা– আমি আল্লাহর নিকট আশা করি তা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বছরের গুনাহসমূহ মুছে দিবে। আর আশুরার দিনের রোযা– আমি আল্লাহর নিকট আশা করি তা পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহ মুছে দেবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى . قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللّٰهَ قَوَّانَا لِذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا

২৬১৩। আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। উমার (রা) তাঁর অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আমরা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে (সা) রাসূল হিসেবে এবং আমাদের বাইআতকে বাইআত হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর সব সময় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখলো সে মূলতঃ রোযাও রাখেনি এবং পানাহারও করেনি। অতঃপর একদিন পরপর দুইদিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এরূপ শক্তি কার আছে? অতঃপর দুইদিন পরপর একদিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে এরূপ করার শক্তি দান করতেন তাহলে কতইনা ভাল হতো! অতঃপর একদিন পরপর একদিন রোযা রাখা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন ঃ এটাই আমার ভাই দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা। অতঃপর সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এ দিনেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এবং এ দিনেই আমি নবুয়ত লাভ করেছি বা এ দিনেই আমার ওপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ "প্রতি মাসে তিন দিন রোযা এবং রমযানের একমাস রোযা

সারা বছরের রোযার সমান। রাবী বলেন, আরাফাতের দিন রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এরপর আশুরার দিনের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আশুরার রোযা পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মুছে দেয়। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, এই হাদীসে ইমাম শু'বার একটি ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রয়েছে যে, তাকে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। কিন্তু আমরা (ইমাম মুসলিম) বৃহস্পতিবার সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছি। কেননা আমরা এটাকে বর্ণনার ভুল হিসাবে পেয়েছি।

وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

২৬১৪। শু'বা থেকে এ সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ

২৬১৫। গাইলান ইবনে জারীর থেকে এ সূত্রে শু'বার হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে তিনি এই সূত্রে সোমবারের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ

২৬১৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিনেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিন-ই আমার ওপর ওহী (কুরআন) নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

শা'বান মাসের রোযার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا

مِنْ هَدَّابٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

২৬১৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অথবা (রাবীর সন্দেহ) অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি মধ্য শা'বানে রোযা রেখেছো? তিনি বললেন, না। নবী (সা) বললেন, তুমি যখন রোযা রাখনি তাহলে দুটি রোযা রেখে নাও।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ

২৬১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এ মাসের (শা'বান) মধ্যভাগে কোন রোযা রেখেছো? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি রমাযান মাসের রোযা শেষ করে এর পরিবর্তে দুইদিন রোযা রেখে নিও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ ، قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ

২৬১৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ এ মাস অর্থাৎ শা'বানের মধ্যভাগে তুমি কি রোযা রেখেছিলে? সে বলল, না। রাবী বলেন, তিনি (নবী) তাকে বললেন ঃ যখন তুমি রমযানের রোযা শেষ করবে তখন একদিন অথবা দুইদিন রোযা রেখ। এ ব্যাপারে শু'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমার ধারণা তিনি দুইদিনের কথা বলেছেন।

وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قالا أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن هانيء بن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله

২৬২০। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

মুহাররম মাসের রোযার ফযীলত।

حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

২৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পরে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ফরয নামাযের পর রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযই সর্বশ্রেষ্ঠ নামায।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم

২৬২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফরয নামাযের পরে কোন্ নামায সর্বোৎকৃষ্ট এবং রমযানের রোযার পরে কোন্ রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ ফরয নামাযের পর মধ্য রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) এবং ফরয রোযার পর আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা সর্বোৎকৃষ্ট।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير

بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِى ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

২৬২৩। আবদুল মালেক ইবনে উ'মাইর থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও রোযা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

রমযানের পরপর শাওয়াল মাসে ছ'টি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

২৬২৪। আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা রেখেছে এবং তার সাথে শাওয়াল মাসেও ছ'টি রোযা রেখেছে– এটা তার জন্য সারা বছর রোযা রাখার সমান হবে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

২৬২৫। আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি.... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

২৬২৬। উমার ইবনে সাবিত বলেন, আমি আবু আইউব আনসারীকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবীকে এক রাতে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, কদরের রাত রমাযানের শেষ সপ্তাহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন একইরূপ– সুতরাং যে ব্যক্তি অন্বেষণ করে সে যেন শেষ রাতে অন্বেষণ করে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر

২৬২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবীকে এক রাতে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, কদরের রাত রমাযানের শেষ সপ্তাহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই রকম– শেষ সাত রাতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অন্বেষণ করে সে যেন শেষ সাত রাতে অন্বেষণ করে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر

২৬২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (রমাযানের) শেষ সপ্তাহের মধ্যে কদরের রাত খোঁজ করো।

وحدثنى عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه رضى الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبى صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم فى العشر الأواخر فاطلبوها فى الوتر منها

২৬২৯। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখতে পেল, লাইলাতুল কদর (রমাযানের) সাতাশতম রাতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি দেখছি তোমাদের স্বপ্নগুলো রমাযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে মিলিত হচ্ছে। অতএব, তোমরা তা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأرى ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر .

২৬৩০। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে স্বপ্নে রমাযানের প্রথম সপ্তাহের রাতগুলোতে কদরের রাত দেখানো হয়েছে, অপর কিছু সংখ্যক লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তা (রমাযানের) শেষের সাত দিনের মধ্যে নিহিত আছে। অতএব, তোমরা তা শেষ দশ দিনের মধ্যে খোঁজ কর।

وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي

২৬৩১। উকবা ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা (রমযানের) শেষের দশ রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" আর কেউ যদি (রমাযানের প্রথম দিকে) শিথিলতা এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকে সেও যেন শেষের সাত রাত কদর খোঁজার ব্যাপারে মোটেই অলসতা না করে।

وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

২৬৩২। জাবালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাত অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন (রমযানের) শেষ দশ রাতে তা অনুসন্ধান করে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ قَالَ فِى التِّسْعِ الْأَوَاخِرِ

২৬৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (রমাযানের) শেষ দশকে লাইলাতুল কদর খোঁজ কর, অথবা তিনি বলেছেন ঃ শেষের সাত দিনে অর্থাৎ শেষ সপ্তাহে তা অনুসন্ধান কর।

حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ وَقَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيتُهَا

২৬৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বপ্নযোগে আমাকে 'লাইলাতুল কদর' দেখানো হয়েছিল। অতঃপর আমাকে আমার পরিবারের কেউ সজাগ করল। ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা রমাযানের শেষ দশকে খোঁজ কর। হারমালার বর্ণনায় আছে, 'আমি তা ভুলে গেছি'।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الَّتِى فِى وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِى عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِى شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِى كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى كُنْتُ أُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَبِتْ فِى مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِى أَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِى مُصَلَّى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً

২৬৩৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের দ্বিতীয় দশকেই ইতেকাফে বসতেন! অতঃপর বিশ তারিখ অতিবাহিত হয়ে একুশ তারিখ আসলে তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন। তাঁর সাথে যারা ইতেকাফে বসতেন তারাও ঐ দিন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। একবার তিনি পূর্বের নিয়মেই ইতেকাফে বসলেন। যে রাতে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন– সেই রাত আসলে তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি এই দশ দিন ইতেকাফ করতাম। এখন আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমি এই শেষ দশ দিনেই ইতেকাফ করব। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতেকাফ করতে চায় সে যেন নিজের ইতেকাফের স্থানে রাত কাটায়। আমি এ রাতে স্বপ্নে (লাইলাতুল কদর) দেখেছি। কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোয় অনুসন্ধান কর। আমি এও স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার উপর সিজদা দিচ্ছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং মসজিদের ছাদ দিয়ে পানি গড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থানে পড়েছিল। আমি ভোরে দেখেছি, তিনি ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা (কপালে) পানি ও কাদা লেগে আছে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَالَ وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً

২৬৩৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে মধ্যের দশকে ইতেকাফে বসতেন... হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে এতটুকু ব্যতিক্রম রয়েছে যে, নবী (স) বলেছেন, সে যেন তার ইতেকাফের স্থানে স্থির থাকে। আর আবু সাঈদ (রা) বলেছেন, তঁর কপালে কাদা ও পানি লেগেছিলো।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

২৬৩৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের প্রথম দশদিন ইতেকাফ করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যের দশকে একটি তুর্কী তাঁবুর ভিতরে ইতেকাফ করলেন। এর দরজায় খেজুর পাতার তৈরী একটি মাদুর ঝুলানো ছিলো। তিনি নিজ হাতে মাদুরটি খুলে তাঁবুর এক পাশে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁবুর ভিতর থেকে মাথা বের কারে লোকদের সাথে আলাপ করলেন। তারা তাঁর নিকটে এগিয়ে আসলে তিনি বললেন, আমি এ রাতের খোঁজ করতে গিয়ে প্রথম দশদিন ইতেকাফ করেছি। অতঃপর মাঝের দশকেও ইতেকাফ করেছি। অবশেষে আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বলেছে যে, তা শেষ দশকে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা ইতেকাফ করতে চায় তারা যেন (শেষ দশকে) ইতেকাফ করে। অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ইতেকাফ করলো। তিনি আরো বলেছেন, আমাকে তা বেজোড় রাতের মধ্যে দেখানো হয়েছে। আমি ঐ রাতের শেষে (প্রভাতে) কাদা ও পানির মধ্যে নিজেকে সিজদা করতে দেখেছি। (রাবী বলেন), একুশ তারিখে তিনি সারা রাত নামায পড়েছেন এবং এ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এর ফলে পানি পড়ে মসজিদে যে কাদা ও পানি হয়েছিলো তা আমি দেখেছি। ভোরে ফজরের নামায সমাপ্ত করে তিনি (নবী) বাহিরে আসলেন। তখন তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানি লেগে ছিল। আর এটা ছিলো (রমাযানের) শেষ দশকের একুশের রাত।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا أَوْ أُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

২৬৩৮। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নিজেদের মধ্যে কদরের রাত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর আমি আমার বন্ধু আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে এসে বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে যাবেননা? তিনি একটি চাদর পরিধান করে বের হলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাসূল (সা)-কে কদরের রাত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমরা রমাযানের দ্বিতীয় দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইতেকাফ করেছিলাম। অতঃপর আমরা বিশ তারিখ ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রাসূল (সা) আমাদের উদ্দ্যেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাদের কদরের রাত দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি বা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোয় খোঁজ কর। আমি স্বপ্নে আরো দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। অতএব, যেসব লোক রাসূল (সা)-এর সাথে ইতেকাফরত ছিলো তারা যেন (ইতেকাফের স্থানে ফিরে যায়)। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা ফিরে গেলাম এবং আমরা আসমানে একখণ্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু হঠাৎ মেঘ এসে এমন বৃষ্টি হলো যে, ছাদ গড়িয়ে মসজিদের মধ্যে পানি পড়লো। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিলো। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রাসূল (সা)-কে কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্নও দেখেছি।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق

أخبرنا معمر ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو المغيرة حدثنا

الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الاسناد نحوه وفي حديثهما رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين

২৬৩৯। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার ও আওয়ায়ীর বর্ণনায় আছে : রাসূল (সা) যখন (ফজরের নামায শেষে) ফিরলেন, আমি তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

حدثنا محمد بن المثنى

وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد

الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من

رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِمَانِ

২৬৪০। আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইলাতুল কদর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) একবার রমাযানের মাঝের দশকে কদরের সন্ধানে ইতেকাফ করলেন। মাঝের দশকের রাতগুলো অতিবাহিত হলে তিনি তাঁবু খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। অতএব তাঁবু খুলে ফেলা হলো। অতঃপর তাঁর কাছে প্রতীয়মান হল যে, তা শেষ দশকে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হল। অতঃপর তিনি লোকদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন : হে (উপস্থিত) লোকজন! আমি কদরের সংবাদ দেয়ার জন্যই বেরিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যে দুই ব্যাক্তি ঝগড়া করতে করতে আসলো এবং তাদের সাথে শয়তানও এসেছিলো তখন আমি তা ভুলে গিয়েছি। অতএব, তোমরা রমাযানের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান কর বিশেষ করে নবম, সপ্তম ও পঞ্চম তারিখে। রাবী (আবু নাদরা) বলেন : আমি বললাম, হে আবু সাঈদ! আপনি আমাদের চেয়ে হিসাব নিকাশ ভাল বোঝেন। তিনি বললেন, হাঁ, আমি এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে যে পটু এটা ঠিক কথা। এবার আমি বললাম, তাহলে বলুন তো, নবম, সপ্তম, ও পঞ্চম দ্বারা কি বুঝায়? তিনি (আবু সাঈদ) বললেন, একুশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বাইশ তারিখ আসে, নবম বলে এখানে সেই বাইশ তারিখ রাতকে বুঝানো হয়েছে। তেইশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যে রাত আসে, সপ্তম বলে সে রাতকে বুঝানো হয়েছে। আর পঁচিশ রাত অতিবাহিত হবার পর যে রাত আসে অথ্যাৎ ছাব্বিশ রাতকেই পঞ্চম বলে বুঝানো হয়েছে। রাবী খাল্লাদের বর্ণনায় يحتقان শব্দের স্থলে يختصمان উল্লেখ আছে (অর্থ একই)।

টীকা : এখানে শেষের দিক থেকে গণনা করা হয়েছে। যখন একুশটি রাত অতিবাহিত হয়ে যায় রমাযানের আর নয়টি রাত অবশিষ্ট থাকে। যখন তেইশ রাত অতিবাহিত হয়ে যায়– সাত রাত অবশিষ্ট থাকে এবং যখন পঁচিশটি রাত শেষ হয়ে যায় তখন রমযানের আর পাঁচটি রাত অবশিষ্ট থাকে।

وحدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ ابْنِ إِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

২৬৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমাকে স্বপ্নযোগে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল। অতঃপর আমি তা ভুলে গেছি। আমি স্বপ্নে আরো দেখেছি যে, ঐ রাতের ভোরে আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। রাবী বলেন, তেইশতম রাতে আমাদের ওপর বৃষ্টি হলো এবং আমাদের নিয়ে রাসূল (সা) (ফজরের) নামায পড়লেন। নামায সমাপনের পর তিনি যখন ফিরলেন তাঁর কপাল ও নাকে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিলো। আর আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রা) তেইশের রাতকেই কদরের রাত বলতেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْتَمِسُوا وَقَالَ وَكِيعٌ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

২৬৪২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকে কদরের রাত খোঁজ কর। ইবনে নামীরের বর্ণিত হাদীসে اِلْتَمِسُوْا এবং ওয়াকীর বর্ণিত হাদীসে تَحَرُّوْا শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها

২৬৪৩। আবদাহ এবং আসেম ইবনে আবু নুজূদ থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে যির ইবনে হুবায়েশকে বলতে শুনেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর প্রতি রাতে জাগতে পারবে কেবল সে-ই লাইলাতুল কদর পাবে। অতঃপর উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন! এ কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষ যেন এর উপর ভরসা করে নিশ্চেষ্ট না থাকে। অন্যথায় তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমাযান মাসে রমাযানের শেষের দশ রাতে অর্থাৎ সাতাশের রাতে। তিনি (উবাই) ছয়ভাবে শপথ করে বললেন, কদর নিশ্চয়ই সাতাশের রাতে। তখন আমি (যির) বললাম, হে আবু মুনজির! আপনি একথা কোন সূত্রে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে যে আলামত বা নিদর্শন বলেছেন সেইসূত্রে। আর তা হলো– যে রাতে কদর অনুষ্ঠিত হয় তারপর সকালে সে সূর্য ওঠে তার কিরণ থাকেনা।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين وإنما شك

شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ

২৬৪৪। যির ইবনে হুবায়েশ থেকে উবাই ইবনে কাবের (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কদরের রাত সম্বন্ধে উবাই (রা) বলেছেন, খোদার শপথ! এ সম্বন্ধে আমি সবচেয়ে ভাল জানি। শু'বা বলেন, অধিকাংশ বর্ণনায় আমার কাছে একথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূল (সা) আমাদেরকে যে রাতে জাগরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিলো সাতাশের রাত। আর বর্ণনাকারী শু'বা এ বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, রাসূল (সা) আমাদেরকে এ রাতে জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, মহানবীর এ কথাটুকু আমার এক বন্ধু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ

২৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ ব্যপারে আলাপ করছে? চাঁদ যখন আলোর টুকরার মত হয়ে উদয় হয় তখনই কদর অর্থাৎ মাসের শেষ দিকে কদর অনুষ্ঠিত হয়।

টীকা : উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায়, লাইলাতুল কদর রমাযান মাসে। বিশেষ করে রমাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে। আবু সাঈদ খুদরী, আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস ও যির ইবনে হুবাইশ (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ২১, ২৩, ২৭ ইত্যাদি যে কোন বেজোড় রাতে কদর হতে পারে এবং প্রতি বছর একই তারিখে না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন তারিখেও হতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
কিতাবুল ই'তিকাফ

অনুচ্ছেদ ঃ ১
ই'তিকাফের বর্ণনা।

حدثنا محمد بن مهران الرازى حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان

২৬৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) রমাযান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন।

টীকা : ইতেকাফ শব্দের অর্থ কোন স্থানে স্থির থাকা, অবস্থান করা বা আবদ্ধ থাকা। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ঃ নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য বিশেষত রমাযান মাসের শেষ দশকের জন্য মসজিদে অবস্থান করা। ইতেকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে– কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে গভীরভাবে নিমগ্ন রাখা। ইতেকাফ ওয়াজিব নয় এ বিষয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের মতে ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। রোযার মাসের বাইরেও তা করা যায়। তাঁর মতে, সামান্য সময়ের জন্যও ইতেকাফ করা যেতে পারে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও মালিকের মতে ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। রোযাবিহীন অবস্থায় ইতেকাফ সহীহ নয়। ইমামদের নিজ নিজ মতের পক্ষে দলীল এই অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসের মধ্যেই নিহিত আছে। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, দাউদ যাহেরী এবং জমহুর আলেমদের মতে, ইতেকাফের জন্য মসজিদ শর্ত। অর্থাৎ মসজিদের মধ্যেই ইতেকাফ করতে হবে, এর বাইরে কোথাও জায়েয নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, স্ত্রী লোকেরা নিজেদের ঘরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ইতেকাফ করতে পারে, কিন্তু পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং জমহুরের মতে, যে কোন মসজিদে ইতেকাফ করা যায়। ইমাম আহমাদের মতে, জামে মসজিদে অর্থাৎ যে মসজিদে জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হয় তাতে ইতেকাফ বসতে হবে, অন্যথায় ইতেকাফ শুদ্ধ হবেনা। ইমাম আবু হানীফার মতে, এমন মসজিদে ইতেকাফ করতে হবে যেখানে জুমআর নামায এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায অনুষ্ঠিত হয়। ইতেকাফের জন্য কোন সময়-সীমা নির্ধারিত নেই। দুই একদিনের জন্যও হতে পারে, আবার সারা রমাযানের জন্যও হতে পারে।

وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أرانى عبد الله رضى الله عنه المكان الذى كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد

২৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন। নাফে' বলেন, রাসূল (সা) মসজিদের যে স্থানটিতে ইতেকাফ করতেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাকে তা দেখিয়েছেন।

وحدثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

২৬৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) রমাযান মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ «وَاللَّفْظُ لَهُمَا» قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

২৬৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) রমাযান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

২৬৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরই রমাযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর স্ত্রীগণ ইতেকাফ করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال

২৬৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইতেকাফে বসার ইচ্ছা করলে ফজরের নামায পড়ার পর ইতেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি রমাযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফে বসার জন্য তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁবু খাটানো হলো। তারপর যয়নাব (রা) তাঁর তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিলে তার জন্যও তাঁবু খাটানো হলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরাপর স্ত্রীগণও তাদের তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলেন। অতএব, তাদের জন্যও তাঁবু খাটানো হলো। এরপর রাসূল (সা) ফজরের নামায শেষ করে কয়েকটি তাঁবু খাটানো দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ এরা কি সওয়াবের আশায় এসব করেছে? তিনি তাঁর তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হলো। তিনি রমাযান মাসে আর ইতেকাফ করলেন না। অতঃপর তিনি শাওয়াল মাসের প্রথম দশদিন ইতেকাফ করলেন।

وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان ح وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن الحارث وابن إسحق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف

২৬৫২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে আমরার সূত্রে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে আবু মু'আবিয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে উয়াইনা, আমর ইবনে হারিস ও ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, এই তাঁবুগুলো আয়েশা (রা), হাফসা (রা) ও যয়নাব (রা) ইতেকাফের জন্য লাগিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২

রমাযানের শেষ দশ দিন বেশী বেশী ইবাদত করা উচিত।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر

২৬৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রমাযানের) শেষ দশক শুরু হলে রাসূল (সা) নিজে সারা রাত ইবাদতে কাটাতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও ঘুম থেকে তুলে দিতেন। (ইবাদতের জন্য) এ সময় তিনি ইবাদতের কঠোর অনুশীলনের জন্য নিজের মধ্যে শক্তি ও উৎসাহ সৃষ্টি করতেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره

২৬৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) রমযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য যে কঠোর সাধনা করতেন অন্য কোন সময় এতটা করিতেন না।

অনুচ্ছেদ : ৩

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার বর্ণনা।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق وقال إسحق أخبرنا وقال الآخران

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

২৬৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূল (সা)-কে (যিল্হজ্জ মাসের) প্রথম দশ দিনে কোন রোযা রাখতে দেখিনি।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ

২৬৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশ দিনে কখনও রোযা রাখেননি।

টীকা : অনেকগুলো হাদীসে যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখের রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা)-এর এই রোযা না রাখার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। এক. তিনি হয়তোবা অসুস্থ ছিলেন– এর ফলে রোযা রাখতে পারেননি। দুই. তিনি এই ঐচ্ছিক রোযা রাখা সম্ভব হয়নি। অথবা তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পালন করার জন্য দেহে শক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে রোযা রাখেননি। এও হতে পারে যে, তিনি রোযা রেখেছেন কিন্তু আয়েশা (রা) তা অবহিত ছিলেন না।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
কিতাবুল হজ্জ

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মুহরিম (হজ্জের জন্য ইহরামকারী) ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ

২৬৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, "মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারে তবে সে মোজা পরিধান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তাকে পায়ের গোছার নীচ থেকে মোজার ওপরের অংশ কেটে ফেলতে হবে। আর যে কাপড়ে জাফরান অথবা ওয়ার্স রং লাগানো হয়েছে ইহরামকারীগণ সে কাপড়ও পরিধান করবে না।

টীকা ঃ হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জ শব্দের অর্থ اَلْقَصْدُ কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় "আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কতগুলো নির্দিষ্ট কাজসহকারে বাইতুল হারাম তথা কা'বা ঘরের যিয়ারতের সংকল্প করাই হচ্ছে হজ্জ।"

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেছেন, "আল্লাহর ঘরের সম্মান ও মহত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারত করার সংকল্প গ্রহণই হচ্ছে হজ্জ।"

আল্লামা কিরমানী লিখেছেন, "কা'বা ঘরের অনুষ্ঠানাদি পালন এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়াই হচ্ছে হজ্জ।"

কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরাতের পূর্বেই হজ্জ ফরয হয়েছিল। কিন্তু এটা সর্বজনগ্রাহ্য কথা নয়। ইমাম কুরতুবীর মতে পঞ্চম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে ষষ্ঠ হিজরী সনে হজ্জ ফরয হয়। কেননা এ বছরই وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর– সূরা বাকারা ঃ ১৯৬) আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লামা মাওআর্দির মতে, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা অধিক সঠিক।

উমরাহ শব্দের অর্থ যিয়ারত। অর্থাৎ সাক্ষাতের জন্য বা দেখার জন্য উপস্থিত হওয়া। শরীয়াতের

পরিভাষায়– "পরিচিতি ও সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান প্রমাণিত নিয়ম-পদ্ধতিতে পালন করার নাম উমরাহ" (শওকানী)।

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারীর মতে, "আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানোই হচ্ছে উমরাহ।"

হজ্জের জন্য সময় ও দিন-তারিখ নির্দিষ্ট আছে (শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ)। সেই নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া হজ্জ হয়না। কিন্তু উমরার জন্য কোন সময় এবং দিন, তারিখ নির্দিষ্ট নেই। বছরের যে কোন সময় তা করা যায়।

وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضى الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

২৬৫৮। সালিম থেকে পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহরিমের পোশাক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপি, পাজামা এবং যে কাপড়ে ওয়ার্স বা জাফরানের রং লাগানো আছে তা পরিধান করবে না। সে মোজাও পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তবে সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু তাকে মোজার উপরের অংশ পায়ের গোছার নীচ থেকে কেটে ফেলতে হবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

২৬৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান ও ওয়ার্স দিয়ে রং করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। তবে মোজার উপরিভাগ পায়ের গোছার নীচ দিয়ে কেটে নিতে হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

২৬৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ "কোন মুহরিম ব্যক্তি (সেলাই বিহীন) লুঙ্গী না পেলে পাজামা পরিধান করতে পারবে আর জুতা না পেলে মোজা পরিধান করতে পারবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

২৬৬১। আমর ইবনে দীনার থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের প্রারম্ভ নিম্নরূপ ঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ প্রসংগে বলতে শুনেছেন ঃ ... অতপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ

২৬৬২। আমর ইবনে দীনার থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে "আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণের" কথাটি একমাত্র শো'বা ছাড়া আর কারো বর্ণনায় নেই।

وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

২৬৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি জুতা না পেলে মোজা পরিধান করবে এবং লুঙ্গী না পেলে পাজামা পরিধান করবে।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ ـ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ ـ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ ـ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ

২৬৬৪। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে মুনিয়্যাহ্ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলো, তার পরিধানে জুব্বা ছিল এবং তাতে খোশবু লাগানো ছিলো। অথবা (রাবী বলেছেন) তাঁর ওপর কিছুটা হলুদ বর্ণের দাগ ছিলো। অতঃপর সে বললো, আপনি আমাকে উমরাহ্ করার সময় কি কি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছেন? রাবী বলেন, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো এবং তিনি একখানা কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে নিলেন।

ইয়া'লা (রা) বলতেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার আমার সখ ছিলো। তখন উমার (রা) বললেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তুমি কি আনন্দিত হতে চাও? অতঃপর উমার (রা) কাপড়ের এক খোঁট তুলে ধরলেন এবং আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন এবং নাক ডাকছেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় এটা ছিল উঠতি বয়সের উটের নাসিকা ধ্বনির অনুরূপ। অতঃপর ওহী নাযিল হওয়া সমাপ্ত হলে তিনি বললেন ঃ উমরাহ সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? (লোকটি সাড়া দিলে তিনি বললেন) হলুদ রং ধুয়ে ফেল। অথবা তিনি বললেন, খোশবু ধুয়ে ফেল এবং তোমার জুব্বাটিও শরীর থেকে খুলে ফেল। অতঃপর হজ্জে যা কিছু করে থাক উমরায়ও তা-ই কর।

وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات «يعني جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلى هذا وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

২৬৬৫। সাওফয়ান ইবনে ইয়া'লা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার গায়ে ছিলো জুব্বা এবং এতে ছিল সুগন্ধি লাগানো। অতঃপর সে বললো, আমি উমরাহ করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি। আমার পরিধানে এই পরিচ্ছদ রয়েছে এবং আমি খোশবুও ব্যবহার করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি হজ্জ করার সময় যা কর উমরায়ও তাই করবে। (অর্থাৎ হজ্জের সময় যেভাবে সেলাই করা কাপড় ও খোশবু ব্যবহার নিষেধ উমরার সময়ও এগুলো করা নিষেধ। এবার লোকটি বললো, আমি আমার গা থেকে এ কাপড়গুলো খুলে ফেলি এবং খোশবু ধুয়ে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি হজ্জে যা কর উমরাতেও তা-ই কর।

حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَاتَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَاتَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

২৬৬৬। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা থেকে বর্ণিত। ইয়া'লা (রা) উমারকে (রা) বলতেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন ওহী নাযিল হয় তখন যদি তাঁকে দেখার সুযোগ পেতাম। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানায় অবস্থান করছিলেন এবং একখানা কাপড়ের সাহায্যে তাঁর ওপর ছায়া দেয়া হয়েছিল। তাঁর সাথে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীও ছিলেন এবং তাদের মধ্যে উমারও (রা) ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসলো। তার গায়ে ছিলো জুব্বা এবং তাতে খোশবু লাগানো ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি নিজের জুব্বায় খোশবু লাগিয়ে তা পরিধান করে উমরার ইহরাম বাঁধে তার সম্পর্কে আপনার কি মত?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এবং চুপ করে রইলেন। তাঁর কাছে ওহী আসলো। তখন উমার (রা) ইয়া'লাকে (রা) হাতের ইশারায় ডাকলেন। তিনি এসে কাপড়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা (ওহীর প্রভাবে) লাল হয়ে গেছে এবং তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানছেন। অতঃপর এই অবস্থার অবসান হলে তিনি বললেন ঃ এই মাত্র আমার কাছে যে লোকটি

উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায়? লোকটিকে খুঁজে আনা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল, আর জুব্বা খুলে ফেল। তোমরা হজ্জে যা কিছু করে থাক উমরায়ও তা-ই কর।"

وحدثنا عقبة بن مكرم العمى ومحمد بن رافع «واللفظ لابن رافع» قالا حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبى قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يارسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك

২৬৬৭। ইয়া'লা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানায় অবস্থানকালে এক ব্যক্তি উমরার ইহরাম করে দাড়ি ও মাথায় হলুদ রঙের খোশবু মেখে এবং গায়ে জুব্বা পরিধান করে তাঁর কাছে এসে বললো– "হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম করেছি, কিন্তু আমি কি অবস্থায় আছি তা আপনি দেখছেন।" তখন তিনি বললেন ঃ "তুমি তোমার পরিধানের জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হলুদ রং ধুয়ে ফেল। আর তুমি যেভাবে হজ্জ আদায় কর উমরাও সেভাবেই কর।"

وحدثنى إسحق ابن منصور أخبرنا أبو على عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبى معروف قال سمعت عطاء قال أخبرنى صفوان بن يعلى عن أبيه رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يارسول الله إنى أحرمت بعمرة فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحى يظله فقلت لعمر «رضى الله عنه» إنى أحب إذا أنزل عليه الوحى أن أدخل رأسى معه فى الثوب

فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ «رضى الله عنه» بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ

২৬৬৮। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলো। তার গায়ে জুব্বা ছিল এবং তাতে খোশবুর চিহ্ন ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছি। এখন আমি কিভাবে তা সমাপন করবো? তখন তিনি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। উমার (রা) তাঁকে ঢেকে দিলেন। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত উমার তাঁকে ঢেকে দিতেন। আমি উমারকে (রা) বললাম, তাঁর ওপর যখন ওহী নাযিল হয় তখন আমার মাথা তাঁর কাপড়ের ভিতরে ঢুকিয়ে তাঁর এ সময়কার অবস্থা দেখার খুবই বাসনা রয়েছে। এবার আমি তাঁর কাছে এসে উমারের (রা) সাথে তাঁর কাপড়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। তাঁর ওপর থেকে ওহীর প্রভাব কেটে গেলে তিনি বললেন ঃ উমরাহ সম্বন্ধে এই মাত্র যে লোকটি জানতে চেয়েছিলো সে কোথায়? তখন সে লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পরিধানের জামাটি খুলে ফেল এবং খোশবুর যে চিহ্ন রয়েছে তা ধুয়ে ফেল। আর যে নিয়মে হজ্জ কর অনুরূপভাবে উমরাহ কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

২৬৬৯। আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য জুহফা, নজদের অধিবাসীদের জন্য কারন এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হজ্জ উমরার জন্য) মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, উল্লেখিত স্থানগুলো এই লোকদের জন্য যেমন ইহরামের স্থান অনুরূপভাবে যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এইসব এলাকার বাইরে থেকে আসে তাদের জন্যও মীকাত। আর যারা এসব স্থানের অভ্যন্তরে বাস করে তাদের ঘরই তাদের জন্য ইহরামের স্থান। এমনিভাবে, (অর্থাৎ যারা যত নিকটে হবে) এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

টীকা ঃ হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে সফরকারীদের যে স্থানে বা তার কাছাকাছি পৌছে ইহরাম (হজ্জের পোশাক) বাঁধতে হয় তাকে মীকাত বলে। মীকাতের অপর নাম মুহাল। মদীনা এবং এদিক থেকে যারা হজ্জে আসবে তাদেরকে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌছে ইহরাম বাঁধতে হবে। স্থানটির বর্তমান নাম 'আব্‌ইয়ারু আলী'। স্থানটি মদীনা থেকে পাঁচ মাইল এবং মক্কা থেকে ২৯৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এটাই দূরতম মীকাত।

সিরিয়া এবং এতদঞ্চল থেকে আগত লোকদের মীকাত হল জুহফা। মিসরবাসীদের মীকাতও এটাই। এটা রাবিগ এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম এবং মক্কা থেকে ১৫০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

নজদ ও এতদঞ্চল থেকে আগত লোকদের মীকাত হচ্ছে 'কারনুল মানাযিল'। বর্তমানে এ স্থানটি 'সায়েল' নামে পরিচিতি এবং মক্কা থেকে প্রায় ৫০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

'ইয়ালামলাম' তিহামা পাহাড়ের অংশ বিশেষ। ইয়ামান এবং এতদঞ্চল থেকে আগত লোকদের এটাই হচ্ছে মীকাত। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মীকাতও এটাই। মক্কা থেকে এ স্থানটির দূরত্ব (স্থলপথে) ৬০ মাইল।

'যাতুল-ইরক' ইরাকবাসীদের মীকাত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৭৭ মাইল। ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করলে দম্ বা কাফ্ফারা হিসাবে একটি পশু কোরবানী করতে হয়।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

২৬৭০। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার অধিবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য জুহফা, নজদের অধিবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এসব স্থান উল্লেখিত স্থানের লোকদের জন্য মীকাত, আর যারা এসব স্থানের অধিবাসী নন (অর্থাৎ এর বাইরে থেকে আগমনকারী) তারা যদি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এই স্থান বরাবর অতিক্রম করে তাহলে তাদের জন্যও এগুলো ইহরামের স্থান।

আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই (ইহরাম বেঁধে) শুরু করবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم

২৬৭১। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহফা থেকে এবং নজদবাসীগণ কারন থেকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন যে, ইয়ামনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

وحدثنى زهير بن حرب وابن أبى عمر قال ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر رضى الله عنهما وذكر لى ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم

২৬৭২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "মদীনাবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান হল যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য মাহইআহ অর্থাৎ জুহফা এবং নজদবাসীদের জন্য কারন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আরো বলেন, লোকেরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়ামানের অধিবাসীদের জন্য মীকাত হল ইয়ালামলাম কিন্তু আমি নিজে এ কথা তাঁর কাছ থেকে শুনিনি।

وحدثني حرملة بن يحي

أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر «رضى الله عنهما» وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولم أسمع ذلك منه» قال ومهل أهل اليمن يلملم

২৬৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদেরকে যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদেরকে জুহফা এবং নজদের অধিবাসীদেরকে কারন নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমাকে এ মর্মে খবর দেয়া হয়েছে যে, তিনি (নবী) বলেছেন, "ইয়ামনবাসীরা ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।"

حدثنا يحيى بن يحي ويحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قال يحي أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر «رضى الله عنهما» قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر «رضى الله عنهما» وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم

২৬৭৪। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনাবাসীরা যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীরা জুহফা থেকে

এবং নজদবাসীরা কারন থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়ামানের অধিবাসীরা ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।" কিন্তু এ কথা আমি নিজে তাকে বলতে শুনিনি।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৬৭৫। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কাছে মীকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমি শুনেছি...। অতঃপর আবু যুবায়ের হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। আবু যুবায়ের বলেন, জাবির (রা) এ হাদীসটি সরাসরি নবী (সা)এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

২৬৭৬। আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে মীকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি সম্ভবতঃ বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মদীনাবাসীর জন্য ইহরামের স্থান হল যুল্-হুলাইফা, অন্য পথে অর্থাৎ সিরিয়ার পথে আগমন করলে জুহফা, ইরাকবাসীদের জন্য যাতু-ইরক, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম (ইহরামের স্থান)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
তালবিয়া পাঠ এবং এর বৈশিষ্ট্য ও তা পাঠের সময়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ «رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا» يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

২৬৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া হল, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা, লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতালাকা, ওয়াল মুলকা, লা-শারীকালাকা"– অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি হাযির, আমি হাযির। তোমার কোন অংশীদার নেই। সকল প্রশংসা ও নে'আমতের মালিক একমাত্র তুমিই। রাজত্ব ও বাদশাহী কেবলমাত্র তোমার-ই। তোমার কোন শরীক নেই। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর সাথে একথাগুলোও বলতেন– 'আমি হাযির, আমি হাযির, সকল প্রকার সুখ ও সৌভাগ্য তোমার নিকটে, কল্যাণ তোমার দু'হাতে, আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাযির আছি। আর আমার সকল বাসনা-কামনা ও আমল তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ «رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا» يَقُولُ هٰذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ «رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ» يَزِيدُ مَعَ هٰذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

২৬৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মসজিদে যুল-হুলাইফার কাছে যখন তাঁর সাওয়ারী (উট) সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তিনি এই তালবিয়া পড়লেন– "লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান-নি'মাতালাকা ওয়াল মুলকা,

লা-শারীকালাকা"। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া। নাফে' (রা) বলেছেন, রাসূলের উল্লিখিত তালবিয়ার সাথে আবদুল্লাহ (রা) এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলতেন- "লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, ওয়া সা'দাইকা, ওয়াল-খাইরা বিয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার-রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল-আমালু।"

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحي يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم

২৬৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে তালবিয়া শিখেছি। অতঃপর তিনি উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني حرملة

ابن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فان سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لايزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر «رضي الله عنهما» كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر «رضي الله عنهما» يقول كان عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» يهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل

২৬৮০। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়াল-নি'মাতালাকা, ওয়াল মুলকা, লা-শারীকালাকা" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির আছি। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত আছি, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত, সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই)। তিনি একটি কথার অধিক কিছু বলেননি। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফায় দু'রাকাত নামায পড়লেন, তারপর যখন মসজিদে যুল-হুলাইফার নিকট তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তিনি এসব শব্দ দ্বারা তালবিয়া পড়লেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন যে, উমার ইবনে খাত্তাব (রা)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লিখিত তালবিয়া পড়তেন এবং তিনি আরো বলেন– আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু ফী ইয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার-রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল 'আমালু– অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি; আমি তোমার খেদমতে উপস্থিত আছি, আমি তোমার সমীপে হাযির এবং তোমার সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে, আমি হাযির, আমার সকল কামনা-বাসনা তোমার নিকট এবং সকল আমল তোমার হুকুমে।

টীকা ঃ তালবিয়া ঃ ইহরামের সময় হাজীগণ যে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...' দোয়াটি পাঠ করেন, সেটিই হলো তালবিয়া। হানাফী মতে তালবিয়া ছাড়া ইহরাম হয় না। আর তালবিয়া ইহরামের শর্ত। প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তিকেই চলার পথে চড়াই-উতরাই অতিক্রমের সময়, কোন কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে বা পথ চলার মাঝে মাঝে এ কথাগুলো সর্বদা পাঠ করতে হয়। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফ তৈরীর পর আল্লাহর নির্দেশে হজ্জের জন্য বিশ্বের মানবগোষ্ঠিকে যে কালজয়ী আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশ্বের মানুষ তাতে সাড়া দিয়ে আজও হজ্জ করতে উপস্থিত হয়। তাই তারা যেন তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে বলে ওঠে– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ডেকেছ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে হাযির আছি ঃ যে আদেশ তুমি কর তা-ই পালন করতে প্রস্তুত আছি।

وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون (لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قدقد فيقولون، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك) يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت

২৬৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা তালবিয়াতে বলতো– "হে খোদা! হাযির আছি, তোমার কোন শরীক নেই"। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক, থাম, থাম! (আর অগ্রসর হয়ো না! কিন্তু তারা আগে বেড়ে বলতো)– "অবশ্য যে শরীক তোমার আছে এবং যার তুমি মালিক এবং সে তোমার মালিক নয়।" মুশরিকরা একথা বলে বলে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মদীনাবাসীদের যুল-হুলাইফা মসজিদের কাছে ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ

২৬৮২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, "এ 'বায়দা' এমন একটি স্থান যে সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করে থাক। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট থেকেই ইহরাম বাঁধতেন।"

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ «رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا» إِذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ

২৬৮৩। সালেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমারকে যদি বলা হত 'বায়দা' থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়, তাহলে তিনি বলতেন, বায়দা এমন একটি স্থান যে সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করে থাক। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যখন তাঁর উট (যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট) গাছটির কাছে সোজা হয়ে দাঁড়াতো তখনই তিনি ইহরাম বাঁধতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
সওয়ারী মক্কার দিকে রওয়ানা হলে তখন ইহরাম বাঁধা এবং তৎপূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া উত্তম।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

২৬৮৪। উবাইদ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি যা আপনার বন্ধুমহলে অন্য কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে জুরাইজ! সে কাজগুলো কি? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জুরাইজ) বললেন, প্রথমতঃ আমি আপনাকে তওয়াফের সময় কেবল ইয়ামানের দিকের দুটি কোণ বা স্তম্ভ স্পর্শ করতে দেখেছি, কা'বার অন্য কোন কোণ আপনি স্পর্শ করেন না। দ্বিতীয়তঃ আপনাকে পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করতে দেখছি, তৃতীয়তঃ আপনি মাথা ও দাড়ির চুল রঙ্গীন করে থাকেন। চতুর্থতঃ আপনি যখন মক্কায় অবস্থান করেন তখন এর অধিবাসীরা চাঁদ দেখে তালবিয়া পড়ে অথচ আপনি আটই জিলহজ্জের পূর্বে তালবিয়া পাঠ করেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, স্তম্ভ স্পর্শ না করার কারণ হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু ইয়ামানের দিকের দুটি স্তম্ভকেই স্পর্শ করতে দেখেছি। (তাই আমিও

শুধু ঐ দুটিকে তাওয়াফের সময় স্পর্শ করি)। আর পাকা চামড়ার জুতা ব্যবহার করার কারণ হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন জুতা ব্যবহার করতে দেখেছি যাতে পশম নেই এবং তা পরিধান করেই তিনি ওযু করতেন। তাই আমিও এ ধরনের জুতা পরিধান করতে পছন্দ করি। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ (হলুদ) রং দিয়ে চুল রাঙাতে দেখেছি তাই আমিও ঐ রং দিয়েই আমার চুল রাঙানো পছন্দ করি। আর তালবিয়া পড়ার ব্যাপারে কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তাঁর উট (যুল-হুলাইফার নিকট) রওয়ানা করার পূর্বে তাঁকে তালবিয়া পড়তে দেখিনি, তাই আমিও তা পড়িনা।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ

২৬৮৫। উবাইদ ইবনে জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাবের (রা) সাথে ১২ বার হজ্জ ও উমরা করেছি। তখন আমি তাঁকে বলেছি, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনার চারটি অভ্যাস লক্ষ্য করেছি।... তালবিয়ার প্রসঙ্গ ছাড়া হাদীসের বাকি অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। আর তালবিয়ার ব্যাপারে ইবনে কুসাইত (ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত) মাকবুরীর বর্ণিত বক্তব্যের বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

২৬৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফায় যখন তাঁর পা সওয়ারীর রিকাবে (সওয়ারীর জিনের সাথে পা রাখার লোহার আংটি) রাখতেন এবং তাঁর উট তাঁকে নিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

وحدثني هرون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح ابن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة

২৬৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যখন তাঁর উষ্ট্রী সোজা হয়ে দাঁড়াতো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني

يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة

২৬৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখলাম। অতঃপর সওয়ারী যখন তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনি তালবিয়া পড়া শুরু করলেন।

وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها

২৬৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের শুরুতে যুল-হুলাইফায় রাত কাটালেন এবং সেখানকার মসজিদে নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
ইহরাম বাঁধার পূর্বে শরীরে সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

২৬৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর ইহরাম খোলার জন্য কা'বা শরীফ তওয়াফ করার পূর্বে খোশবু লাগিয়েছি।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

২৬৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ হাতে তাঁর ইহরাম বাঁধার এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ (তাওয়াফ ইফাদা) করার পূর্বে ইহরাম খোলার সময় সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

২৬৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার সময় এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফের (তাওয়াফে ইফাদা) পূর্বে ইহরাম খোলার সময় আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ

২৬৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম অবস্থায় তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ

২৬৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার ও খোলার সময় যারীর'র (এক প্রকার সুগন্ধি) মাধ্যমে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

টীকা ঃ ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈ, জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ফিকাহবিদ, যেমন– সাদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে যুবায়ের (রা), মুআবিয়া (রা), আয়েশা (রা), উম্মে হাবীবা (রা), ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, আবু ইউসুফ, আহমাদ, আবু দাউদ প্রমুখ মনীষীদের এই মত। তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে এবং জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর সুগন্ধি লাগানো জায়েয। কিন্তু ইমাম মালিকের মতে তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ

২৬৯৫। উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার সময় কি ধরনের

সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন? জবাবে তিনি বললেন, সর্বোত্তম সুগন্ধির মাধ্যমে (অর্থাৎ কস্তুরীর মাধ্যমে)।

وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ

২৬৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার সময় যতদূর সম্ভব উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম, অতঃপর তিনি ইহরাম বাঁধতেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ

২৬৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরাম খোলার সময় তওয়াফের পূর্বে যতদূর সম্ভব উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ

২৬৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথির ওপর সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, অথচ তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। আর রাবী খালফ তার বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরামরত অবস্থার কথা বলেননি বরং তিনি বলেছেন, তা ছিল তাঁর ইহরামের সুগন্ধি।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ

২৬৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথির উপর সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি আর তিনি তখনও তালবিয়া পাঠ করছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي

২৭০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

২৭০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

২৭০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম অবস্থায় আমি যেন তাঁর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

২৭০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে তাঁর ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحق بن أبي إسحق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك

২৭০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য যেটি পেতেন তা মেখে নিতেন। দাড়িতে তেলের ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করেছি।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

২৭০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কস্তুরী ব্যবহার করতেন, আমি যেন তাঁর সিঁথিতে এখনো তার চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৭০৬। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني أَحْمَدُ ابْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ

২৭০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর দিন কা'বা শরীফ তওয়াফ করার পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ

يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

২৭০৮। মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলাম, যে সুগন্ধি লাগানোর পর ভোরে ইহ্‌রাম বাঁধে। (অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার করে ইহ্‌রাম করলে তার হুকুম কি তাই জানতে চাইলাম)। তিনি বললেন, সুগন্ধি লাগিয়ে ভোরে কেউ ইহ্‌রাম বাঁধুক আর তার ঘ্রাণ ছড়াতে থাকুক এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। বরং এরূপ সুগন্ধি ব্যবহারের চেয়ে আলকাতরা ব্যবহার করাকে আমি ভাল মনে করি। পরে আমি আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে জানালাম যে, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, "আমি ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে ভোরে ইহ্‌রাম পরে সুগন্ধি ছড়ানোর চেয়ে নিজের শরীরে আলকাতরা ব্যবহার করাটা অধিক ভাল মনে করি।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি দ্রব্য লাগিয়ে দিয়েছি, তারপর তিনি তাঁর বিবিগণের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং ভোরে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا

২৭০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি দ্রব্য লাগিয়ে দিতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীগণের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। অতঃপর ভোরে ইহ্‌রাম বাঁধতেন এবং সুগন্ধি ছড়াতেন।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ «رضى الله عنهما» يَقُولُ لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ «رضى الله عنها» فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

২৭১০। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি সকাল বেলা মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ছড়ানোর চাইতে আলকাতরা মাখা অবস্থায় ভোরে উপনীত হওয়াকে অধিক পছন্দ করি। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আয়েশার (রা) কাছে গেলাম এবং তাকে ইবনে উমারের (রা) বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি, অতঃপর তিনি নিজ স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
মুহরিম ব্যক্তির জন্য স্থলচর হালাল প্রাণী শিকার করা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

২৭১১। সা'ব ইবনে জ্বাসসামা আল্-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবওয়া বা ওদ্দান নামক স্থানে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা উপহার দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা ফেরত দিলেন। যখন তিনি আমার চেহারায় মলিন ভাব লক্ষ্য করলেন, তিনি বললেন, যেহেতু আমরা মুহরিম তাই তোমার প্রদত্ত উপহার ফেরত দিলাম, অন্যথায় ফেরত দিতাম না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ

২৭১২। যুহরী থেকে এ সূত্রেও সা'ব ইবনে জাস্‌সামার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনার ভাষা নিম্নরূপ ঃ আমি তাঁকে একটি বন্য গাধা উপহার দিলাম– মালিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর লাইস ও সালেহ'র বর্ণনায় আছে ঃ সা'ব ইবনে জাস্‌সামা তাকে অবহিত করেছেন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ

২৭১৩। যুহরী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁকে বন্য গাধার কিছু গোশত উপঢৌকন দিলাম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

২৭১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইবনে জাস্‌সামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা উপহার দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুহরিম থাকায় তা ফেরত দিয়ে বললেন, আমরা যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় না থাকতাম তাহ্‌লে অবশ্যই তোমার এ উপহার কবুল করতাম।

وحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ

২৭১৫। হাকাম থেকে বর্ণিত। সা'ব ইবেন জাস্‌সামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্য গাধার একটি পা উপঢৌকন দিয়েছিলেন। হাকামের সূত্রে বর্ণিত শু'বার বর্ণনায় বন্য গাধার নিতম্বের কথা উল্লেখ আছে এবং তখনো তা থেকে রক্ত ঝরছিলো। আর হাবীবের সূত্রে বর্ণিত শু'বার অপর বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্য গাধার এক টুকরা গোশত উপহার দেয়া হয়েছিল। তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ

২৭১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আসলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম অবস্থায় যে শিকার করা পশুর গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিলো সে সম্পর্কে তুমি আমার কাছে বর্ণনা কর। তিনি বললেন, তাঁকে শিকার করা পশুর গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি তা ফেরত দিয়ে বলছিলেন, "যেহেতু আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি তাই খাব না।"

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ

২৭১৭। সালেহ ইবনে কাইসান বলেন, আমি আবু কাতাদার মুক্ত করা গোলাম আবু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, তিনি (তার মালিক) আবু কাতাদাকে বলতে শুনেছেন– "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (উমরা পালনের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে "কাহাহ" নামক স্থানে পৌঁছলাম। আমাদের কেউ ইহরাম অবস্থায় ছিল আর কেউ তখনও ইহরাম বাঁধেনি। আমি আমার সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা কি যেন দেখছে। আমিও সেদিকে তাকালাম এবং একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি আমার ঘোড়ার ওপর জিন (বা গদি) লাগিয়ে এবং বল্লম সংগে নিয়ে সওয়ার হলাম। পথে আমার চাবুক পড়ে গেলে আমার মুহরিম সাথীদেরকে বললাম, তোমরা আমার চাবুকটি তুলে দাও। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে এ কাজে কোনরূপ সাহায্য করব না। অতঃপর আমি নীচে নেমে তা তুলে নিলাম। গাধাটি টিলার পিছনে আশ্রয় নিলে আমি পিছন দিক থেকে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং বল্লম দিয়ে এটাকে আহত করলাম। এবার তা নিয়ে আমার সাথীদের কাছে আসলে তাদের কেউ কেউ বললেন, এটা খাও। আর কেউ কেউ বললেন, খেয়ো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ছিলেন। আমি আমার ঘোড়া দ্রুত হাঁকিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন, এটা হালাল, কাজেই তা খাও।

وحدثنا يحيى

ابن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرىء عليه عن أبى النضر عن نافع مولى أبى قتادة عن أبى قتادة رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هى طعمة أطعمكموها الله

২৭১৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (উমরার সাথী) ছিলেন। পথে মক্কার কোন এক রাস্তায় তিনি তার কিছু সংখ্যক সাথীকে নিয়ে পিছনে রয়ে গেলেন। এদের সকলেই মুহরিম ছিলেন কিন্তু আবু কাতাদা তখনও ইহরাম বাঁধেনি। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং সাথীদেরকে চাবুক তুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা এ কাজে অসম্মতি জানালেন। তারপর বল্লম চাইলে তারা তাতেও রাযী হননি। অবশেষে তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং ঘোড়া দ্রুত বেগে হাঁকিয়ে গাধাটিকে হত্যা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী এর গোশত খেলেন আর কেউ কেউ খেতে অসম্মতি জানালেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটি (শিকার করা গাধাটি) একটি খাদ্য, যা মহান আল্লাহ তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।

وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى قتادة رضى الله عنه فى حمار الوحش مثل حديث أبى النضر غير أن فى حديث زيد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شىء

২৭১৯। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। বন্য গাধা শিকার করা সম্বন্ধে এ হাদীসটি আবু নযরের বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তবে যায়েদ ইবনে আসলামের বর্ণিত হাদীসে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কাছে এর গোশত আছে কি?

وحدثنا صالح بن

مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون

২৭২০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর অমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়েছিলেন। তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন, কিন্তু আবু কাতাদা ইহরাম বাঁধলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল যে, "গইকা" নামক স্থানে শত্রু রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হয়ে গেলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তাঁর সাহ-াবীদের সাথেই ছিলাম। এ সময় তাঁদের কেউ কেউ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। আমি তাকিয়েই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি এটাকে আক্রমণ করলাম এবং বর্শা মেরে মাটিতে ফেলে দিলাম। এরপর তাদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অসম্মতি জানালো (কারণ তারা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিল)। আমরা

এর গোশত খেলাম এবং এজন্য বিলম্ব হওয়ার কারণে নবী (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে অগ্রসর হলাম। আমি কখনোও আমার ঘোড়াকে দ্রুত হাঁকাচ্ছিলাম আবার কখনো ধীরে। অতঃপর রাতের মধ্যভাগে আমি বনী গিফার গোত্রের এক লোকের সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তোমার দেখা হয়েছে? সে বললো, আমি তাঁকে তা'হিন নামক স্থানে রেখে এসেছি। তিনি সুকইয়াতে দুপুর অতিবাহিত করার ইচ্ছা রাখেন। তারপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং আপনার জন্য আল্লাহর রহমতের দু'আ করেছে। তারা সকলেই আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তাই তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকার করেছি এবং আমার সাথে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, "তোমরা সবাই (এর গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

২৭২১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তাদের একদলকে অন্য পথে পাঠানো হয় যার মধ্যে আবু কাতাদাও (রা) ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আমার সাথে মিলিত হবে। রাবী বলেন, তারা সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হল তখন একমাত্র আবু কাতাদা ছাড়া সকলেই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। পথে তারা কিছু সংখ্যক বন্য গাধা দেখতে পেল। আবু কাতাদা এগুলোর ওপর আক্রমণ করে একটি গর্দভীকে আহত করলো। তখন সকলেই সওয়ারী থেকে অবতরণ করে তার গোশত খেল। এরপর তারা বললো, আমরা তো ইহরাম অবস্থায় গোশত খেয়েছি। অতএব, গর্দভীর অবশিষ্ট গোশত তারা সাথে নিয়ে রওয়ানা হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পথে আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় কিছু সংখ্যক বন্য গাধা দেখতে পাই। আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিল না। তাই সে আক্রমণ করে এর একটি গর্দভীকে আহত করে ফেলে। আমরা সওয়ারী থেকে নেমে তার গোশত পাকিয়ে খাওয়ার পর (মনে সন্দেহ জাগায়) বললাম, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করা পশুর গোশত খাচ্ছি। (এটাতো বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না)। সুতরাং আমরা এর বাকি গোশত সাথে করে নিয়ে এসেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ কি জন্তুটির ওপর তাকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছে বা কোন কিছুর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছে? তারা সবাই বললো, না। তিনি (নবী) বললেন, তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খাও।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ أَشَرْتُمْ
أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَدْرِي قَالَ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ

২৭২২। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব থেকে এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। শায়বানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে পশুটির ওপর হামলা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, অথবা এদিকে ইঙ্গিত করেছে? শু'বার বর্ণনায় আছে যে, তোমরা কি

ইঙ্গিত করেছ, অথবা সাহায্য করেছ, অথবা শিকার করেছ? শু'বা বলেন, আমি জানিনা, 'তোমরা সাহায্য করেছ' বা 'শিকার করেছ' এ দু'টি শব্দের কোনটি তিনি বলেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ

২৭২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (আবু কাতাদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি ছাড়া সকলেই উমরাহ করার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করে আমার সাথীদেরকে এর গোশত খাওয়ালাম। আর তারা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলাম যে, আমাদের কাছে শিকারকৃত গাধার গোশত এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, "তা তোমরা খাও।" অথচ তারা তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا

২৭২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলেন। তাদের সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলো, কেবল আবু কাতাদা ছিলেন ইহরাম ছাড়া। হাদীসের বাকি অংশ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, "অতঃপর তিনি (নবী)

বললেন, তোমাদের সাথে কি এর কিছু গোশত অবশিষ্ট আছে? জবাবে তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে এর পা আছে। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেটি নিয়ে খেলেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا قتيبة وإسحق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا

২৭২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুহরিম ব্যক্তিদের একটি কাফেলায় আবু কাতাদাও (রা) ছিলেন। তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর রাবী হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি (নবী) বললেন, তোমাদের কেউ কি এদিকে ইঙ্গিত করেছে বা এ কাজের জন্য কেউ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে? তাঁরা বললেন, না হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তা খাও।

حدثني زهير بن حرب حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

২৭২৬। মুআয ইবনে আবদুর রহমান ইবনে উসমান আত্‌তাইমী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুর রহমান) বলেন, আমরা তালহা ইবনে 'উবাইদিল্লার সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। তাকে একটি শিকার করা পাখি (রান্না করে) উপহার দেয়া হল। তালহা (রা) তখন ঘুমে ছিলেন। আমাদের কেউ কেউ তা খেলেন এবং কিছু সংখ্যক খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। তালহা (রা) সজাগ হয়ে তাদের পক্ষ অবলম্বন ও সমর্থন করলেন যারা তা খেয়েছিলেন। আর তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ধরনের (শিকার করা জীবের) গোশত খেয়েছি।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
মুহরিম ও অমুহরিম ব্যক্তি হেরেমের ভেতরে বা বাইরে কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে?

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا

২৭২৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ চারটি জীব অনিষ্টকারী। এগুলো হিল ও হেরেম উভয় স্থানেই হত্যা করা যেতে পারে। যথা চিল, কাক, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। রাবী বলেন, আমি কাসেমকে বললাম, বলনুতো সাপকে কি করতে হবে? তিনি বললেন, অবজ্ঞার সাথে কষ্ট দিয়ে মারতে হবে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا

২৭২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী জীব ইহরামহীন ও ইহরামের অবস্থায় হত্যা করা যায়। আর এ পাঁচ প্রকার হল– সাপ, বিচিত্র বর্ণের কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

২৭২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা করা যায়। এগুলো হচ্ছে বিছা, ইঁদুর, চিল, কাক এবং খেপা কুকুর।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

২৭৩০। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

২৭৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি প্রাণী ইহরাম অবস্থায়ও হত্যা করা জায়েয। এগুলো হচ্ছে ঃ ইঁদুর, বিছা, কাক, চিল এবং হিংস্র কুকুর।

وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

২৭৩২। যুহরী থেকে এ সূত্রে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ইহরাম অবস্থায় পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযীদ ইবনে যুরাই কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ

২৭৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী রয়েছে যার প্রতিটিই অনিষ্টকারী। এগুলোকে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরেও হত্যা করা যায়। এগুলো হচ্ছে– কাক, চিল, হিংস্র কুকুর, বিছা এবং ইঁদুর।

وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَقَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ فِى الْحُرُمِ وَالْاِحْرَامِ

২৭৩৪। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী রয়েছে যেগুলো কোন ব্যক্তি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং ইহরাম অ[illegible] হত্যা করলে তার কোন গুনাহ হবে না। প্রাণীগুলো হচ্ছে ঃ ইঁদুর, বিছা, কাক, চিল এবং হিংস্র কুকুর। ইবনে আবী উমার তার বর্ণনায় বলেছেন ঃ মুহরিম এবং ইহরাম অবস্থায়।

حدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَاحَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

২৭৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের স্ত্রী হাফসা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী আছে যার প্রত্যেকটিই অনিষ্টকারী। যে ব্যক্তি এগুলো হত্যা করে তার কোন গুনাহ হবে না। বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকর।

টীকা ঃ এই প্রাণীগুলো হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে এবং তার বাইরে ইহরাম অবস্থায়ও হত্যা করা জায়েয। এ ব্যাপারে জমহুর আলেমগণ একমত। তাদের মতে এসব ক্ষেত্রে ও অবস্থায় হত্যা করা জায়েয। ইমাম শাফেঈর মতে, এই পর্যায়ের যেসব প্রাণী খাওয়া হয় না সেগুলো মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করতে পারে। ইমাম মালিকের মতে, এই পর্যায়ের যেসব প্রাণী অনিষ্টকর কেবল সেগুলোই ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা জায়েয এবং যেগুলো অনিষ্টকর নয় সেগুলো হত্যা করা জায়েয নয়। 'কালবুল উ'কূর'-এর অর্থ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কতকের মতে এর অর্থ কুকুর। আবার কতকের মতে এর অর্থ হিংস্র জন্তু। কেননা অভিধানে হিংস্র জন্তুকে কালবুল উ'কূর বলা হয়েছে। আওযাঈ, আবু হানীফা এবং হাসান ইবনে সালেহর মতে এর অর্থ কুকুর। তারা নেকড়ে বাঘকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম যুফারের মতে শব্দটির অর্থ কেবল নেকড়ে বাঘ। জমহুরের মতে শব্দটির দ্বারা যে কোন আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। যায়েদ ইবনে আসলাম, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উ'য়াইনা, শাফেঈ এবং আহমাদেরও এই মত।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ

২৭৩৬। যায়েদ ইবনে যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমারের কাছে জিজ্ঞেস করলো, "মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি (নবী) ইঁদুর, বিছা, চিল, খেপা কুকুর ও কাক হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন বা তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا

২৭৩৭। যায়েদ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী আমার কাছে বলেছেন, তিনি (নবী) খেপা কুকুর, বিছা, ইঁদুর, চিল, কাক, সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, এমনকি নামাযের মধ্যে থাকলেও হত্যা করা যাবে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ

عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

২৭৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহরাম অবস্থায় পাঁচ প্রকার জন্তু হত্যা করায় কোন গুনাহ নেই। যথা- কাক, চিল, বিছা, ইঁদুর ও খেপা কুকুর।

وحدثنا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا

سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ

وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

২৭৩৯। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে'র কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ইবনে উমারের (রা) কাছে ইহরাম অবস্থায় কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করা হালাল শুনেছেন? নাফে' আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জীবজন্তুর জগতে এমন পাঁচটি জন্তু আছে যার হত্যাকারীর ওপর হত্যার কোন পাপ হয় না। আর এ পাঁচ প্রকার জন্তু হল– কাক, চিল, বিছা, ইঁদুর ও খেপা কুকুর।

وحدثناه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا» سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَقَ . وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

২৭৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইহরাম অবস্থায় পাঁচটি জন্তুর যে কোন জন্তুকে হত্যা করায় কোন প্রকার গুনাহ নাই। হাদীসের বাকি অংশ আগের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا «وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى»

২৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিছা, ইঁদুর, খেপা কুকুর, কাক ও চিল– এ পাঁচটি প্রাণী হত্যা করবে তার এ কাজের জন্য কোন গুনাহ হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

মুহরিম ব্যক্তির মাথায় কোন রোগ দেখা দিলে বা আহত হলে তা মুড়ানো জায়েয। কিন্তু এজন্য ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব এবং এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ « قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ » قِدْرٍ لِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذٰلِكَ بَدَأَ

২৭৪২। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমি আমার রান্নার হাঁড়ির তলায় আগুন ধরাচ্ছিলাম এবং উকুন আমার কপালে গড়িয়ে পড়ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। (আমার এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন, তোমার মাথার এই পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছ'জন মিসকনকে আহার করাও অথবা একটি পশু কোরবানী কর। বর্ণনাকারী আইউব বলেন, মুজাহিদ উল্লিখিত তিনটি জিনিসের কোনটি আগে বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

২৭৪৩। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَظُنُّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ

২৭৪৪। কা'ব ইবনে উজ্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন বা মাথার অসুখে আক্রান্ত সে যেন (মাথা কামানোর ক্ষেত্রে) রোযা অথবা সদকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করে"– (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, আমার কাছে আস। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আবার বললেন, আরো কাছে আস। আমি আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমার পোকা কি তোমাকে খু কষ্ট দেয়? ইবনে আওন বলেন, আমি মনে হয় তিনি 'হ্যাঁ' বলেছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে রোযা, সদকা এবং কোরবানীর মধ্যে যেটা আমার পক্ষে সহজ তার মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করার নির্দেশ দিলেন।

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ

২৭৪৫। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে থামলেন। তখন আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিলো। তিনি বললেন, তোমার মাথার পোকা কি তোমাকে কষ্ট দেয়? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তাহলে তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল।" আমার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন বা মাথার অসুখে আক্রান্ত (এবং মাথা মুড়িয়ে

ফেলবে) তাকে রোযা অথবা সদকা বা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করতে হবে।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার সুবিধামত তুমি তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছ'জন মিসকীনের মধ্যে এক "ফারক" (অর্থাৎ তিন সা') খাদ্যদ্রব্য সদকা করে দাও অথবা একটি কোরবানী কর।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ «وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ» أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً

২৭৪৬। কা'ব ইবনে উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি (কা'ব) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন এবং মক্কায় প্রবেশের পূর্বে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন এবং একটি রান্নার হাঁড়ির তলায় আগুন ধরাচ্ছিলেন। আর উকুন তার মুখমণ্ডলের ওপর গড়াচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি (নবী) বললেন, তোমার পোকা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (নবী) বললেন, "তুমি তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছ'জন মিসকীনকে এক ফারাক খাদ্যদ্রব্য দাও অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা একটি পশু কোরবানী কর।" উল্লেখ্য যে, তিন সা'-এ এক 'ফারক' হয়। ইবনে আবু নাজীহের বর্ণনায় "অথবা একটি ছাগল জবেহ কর।"

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ

২৭৪৭। কা'ব ইবনে উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার ঘটনাকালে আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল, অতঃপর একটি ছাগল কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছ'জন মিসকীনকে তিন সা' খেজুর খেতে দাও।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب «رضي الله عنه» نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة

২৭৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বের কাছে বসলাম, তিনি মসজিদের ভিতরে ছিলেন। আমি তার কাছে فَفِدْيَةٌ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। কা'ব (রা) বললেন, আমার মাথায় যে দুর্যোগ ছিল সে সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, আর তখন আমার মুখমণ্ডল ভর্তি উকুন ছিল। তিনি (নবী) বললেন, আমি দেখছি তোমার কষ্টের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তোমার কি একটি ছাগী কুরবানী করার মত সমর্থ্য আছে? আমি বললাম, না। তখন–

فَفِدْيَةٌ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতটি অবতীর্ণ হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তিন দিনের রোযা অথবা ছ'জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে খাদ্য দান।" কা'ব (রা) বলেন, এ আয়াত বিশেষ করে আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ হুকুম তোমাদের জন্যও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

وحدثنى أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكرياء بن أبى زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى حدثنى عبد الله بن معقل حدثنى كعب بن عجرة رضى الله عنه أنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل اليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ماأقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة .

২৭৪৯। কা'ব ইবনে উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহ্‌রাম অবস্থায় রওয়ানা হলেন। তার মাথা ও দাড়ি উকুনে আক্রান্ত হল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি এক নাপিতকে ডাকালেন। সে তার মাথা কামিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কুরবানী করার মত কোন পশু আছে কি? তিনি বললেন, আমার সে সমর্থ্য নেই। তিনি তাকে তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছ'জন মিসকীনের প্রতি দু'জনকে এক সা' করে খাদ্য দান করতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ করলেন فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا তারপর এ আয়াতের হুকুম সাধারণভাবে সকলের ওপর প্রযোজ্য হল।

টীকা ঃ কোন অসুবিধার কারণে (যেমন মাথায় উকুন হলে, ঘা, খোসপাঁচড়া ইত্যাদি হলে) ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা কামানো হলে এজন্য ফিদিয়া হিসাবে তিনদিন রোযা রাখতে হবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্যদ্রব্য দান করতে হবে অথবা একটি পশু কুরবানী করতে হবে। মুহরিম ব্যক্তি তার সুবিধামত এই বিকল্পগুলোর যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্যদ্রব্যের মোট পরিমাণ হচ্ছে তিন সা' খেজুর। (প্রতি মিসকীনকে অর্ধ সা' করে)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ সা' গম বা আটা দিতে হবে। এটা খেজুর অথবা বার্লির মাধ্যমে দিলে মাথাপিছু এক সা' দিতে হবে। ইমাম নববীর মতে একথা হাদীসের পরিপন্থী। কেননা হাদীসে ছ'জন মিসকীনের জন্য তিন সা' খেজুরের কথা উল্লেখ আছে। ইমাম আহমাদের মতে প্রতি মিসকীনকে এক মুদ গম অথবা অর্ধ সা' অন্য যে কোন খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে। হাসান বসরী এবং আরো কতিপয় সালাফী বিশেষজ্ঞের মতে দশজন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা দশদিন রোযা রাখা ওয়াজিব। নববীর মতে এ বক্তব্যও হাদীসের পরিপন্থী। উট, ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির মাধ্যমে এই কুরবানী করা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগানো জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

২৭৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষম করিয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ

২৭৫১। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাওয়ার পথে মাথার মধ্য ভাগে শিংগা লাগিয়ে রক্তমোক্ষম করিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
মুহরিম ব্যক্তির জন্য চোখের চিকিৎসা করানো জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ

وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ

২৭৫২। নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবান ইবনে উসমানের (রা) সাথে রওনা হয়ে 'মালাল' নাম স্থানে পৌছলে উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর দুটি চোখই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন আমরা 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছলাম, তার চোখের ব্যথা আরো তীব্রতর হল। তখন তিনি এ ব্যাপারে আবান ইবনে উসমানের কাছে জানতে চেয়ে লোক পাঠালেন। তিনি (আবান) মুসাব্বর দ্বারা পট্টি বাঁধার জন্য পরামর্শ দিলেন। কেননা উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় চোখের বেদনা অনুভব করলে সে মুসাব্বর দ্বারা পট্টি বাঁধতে পারে।

وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ

২৭৫৩। নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মারের চোখে বেদনা অনুভূত হলে তিনি তাতে সুরমা লাগাবার ইচ্ছা করলেন। আবান ইবনে উসমান তাকে সুরমা লাগাতে নিষেধ করলেন এবং ঘৃতকুমারী লাগাতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
ইহরাম অবস্থায় শরীর ও মাথা ধোয়া জায়েয।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبَّاس يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

২৭৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরাম (রা) থেকে বর্ণিত। আবওয়া নামক স্থানে (মুহরিম ব্যক্তির মাথা ধোয়া সম্পর্কে) উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুতে পারে। আর মিসওয়ার (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন) আবু আইউব আনসারীর (রা) কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাকে কুয়ার দু'টি খুঁটির মাঝে কাপড়ের আড়ালে বসে গোসলরত দেখতে পেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে এখানে? জবাবে আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার কাছে জানতে পাঠিয়েছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধুতেন?

আবু আইউব (রা) কাপড়ের ওপর তাঁর হাত রাখলেন এবং এমনভাবে মাথা নত করলেন যাতে আমি তার মাথা দেখতে পাই। অতঃপর যে ব্যক্তি তার গায়ে পানি ঢালছিল তাকে তিনি পানি ঢালতে বললেন। সে তার মাথায় পানি ঢাললো। আর তিনি তার উভয় হাত দিয়ে মাথা সামনে পিছনে সবদিক ভালভাবে ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا

২৭৫৫। যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আছে ঃ আবু আইউব (রা) তার সম্পূর্ণ মাথায় উভয় হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

মাথার সম্মুখ ভাগ ও পিছনের ভাগ ধুলেন। অতঃপর মিসওয়ার (রা) ইবনে আব্বাসকে (রা) বললেন, আমি আর কখনো আপনার সাথে মতবিরোধ করব না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
মুহ্‌রিম ব্যক্তি মারা গেলে কি করতে হবে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا

২৭৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল। এতে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দিয়ে তার ইহ্‌রামের কাপড় দুটি দিয়ে কাফন দাও, কিন্তু তার মাথা ঢেকনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه «قال أيوب» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا «وقال عمرو» فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي ،

২৭৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে সে তাঁর উট থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা (তার মৃত্যু সংবাদ) জানানো হলো। তিনি বললেন, তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে

গোসল দাও এবং ইহরামের দুটি কাপড় দিয়ে তাকে কাফন পরাও। কিন্তু তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগাবে না। আর তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন। (এ হাদীসে আইউব ও আমর ইবনে দীনারের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।)

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ

২৭৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (আরাফাতে) অবস্থান করছিল। হাদীসের বাকি অংশ হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত আইয়ুবের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

২৭৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাওয়ার পথে নিজের উট থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। ফলে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল করাও এবং তার দু'টি কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তার মাথা ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا» قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ

২৭৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিল। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। আর সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা) সে লোকটি যেখানে পড়েছিল সে স্থানের নাম উল্লেখ করেননি।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

২৭৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির উষ্ট্রী তার ঘাড় ভেংগে দেয়। ফলে সে মারা যায়। লোকটি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দাও। অতঃপর তার ইহ্‌রামের কাপড় দু'টি দিয়ে কাফন দাও। কিন্তু তোমরা তার মুখমণ্ডল এবং মাথা আবৃত করবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে ইহ্‌রামের অবস্থায় উঠানো হবে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

২৭৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। তার উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। ফলে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল করাও। অতঃপর তার ইহরামের কাপড় দু'টি দিয়ে কাফন পরাও। তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে চুল আচড়ানো অবস্থায় উঠানো হবে।

وحَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

২৭৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল। তার উট পিঠ থেকে তাকে নীচে ফেলে দেয়। এতে তার ঘাড় মটকে যায় (ফলে সে মারা যায়)। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন– কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেয়ার জন্য, সুগন্ধি না লাগানোর জন্য এবং মাথা না ঢাকার জন্য। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ

ابْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفَّنَ فِى ثَوْبَيْنِ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا خَارِجَ رَأْسُهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

২৭৬৪। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইহরাম অবস্থায় আসল। অতঃপর সে তার উট থেকে পড়ে গেলো। এতে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল করাতে নির্দেশ দিলেন এবং দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে বললেন। তবে খোশবু লাগাতে নিষেধ করলেন, আর মাথা কাফনের বাইরে রাখতে হুকুম দিলেন। বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, পরে আবু বিশর আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, "মাথা এবং মুখমণ্ডল বাইরে রেখো, কেননা কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল আচড়ানো অবস্থায় উঠানো হবে।" অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় জীবিত করা হবে।

حدثنا هرون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه «حسبته قال» ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل

২৭৬৫। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যুবায়েরকে বলতে শুনেছি, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তিকে তার সওয়ারী (পিঠ থেকে ফেলে দিল) তার ঘাড় মটকে দেয় (এবং সে মারা যায়)। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সংগীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেয় এবং তার মুখমণ্ডল ও মাথা যেন অনাবৃত রাখে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي

২৭৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলো। তার উষ্ট্রী পিঠ থেকে তাকে ফেলে দিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। এতে সে মারা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাকে গোসল দাও এবং তাকে খোশবু দিওনা, আর তার মাথা ঢেকো না। কেননা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।

টীকা ঃ ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে, ইহরামের কাপড় দিয়েই তাকে কাফন দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং আওযাঈর মতে তাকে সাধারণ মৃতদের ন্যায়ই কাফন দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

রোগব্যাধি বা অন্য কোন ওজর বশতঃ ইহরাম ভংগ করার শর্ত আরোপ করা জায়েয।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ

২৭৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা'আ বিনতে যুবায়েরের (রা) কাছে গিয়ে তাকে বললেন ঃ তুমি কি হজ্জ করার ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হজ্জের সংকল্প কর এবং শর্ত করে একথা বল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানে আটকে দেবে সেটাই আমার ইহরাম খোলার স্থান।' আর তিনি মিকদাদের (রা) স্ত্রী ছিলেন।

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, ইহরাম ভংগ করার শর্ত আরোপ করে ইহরাম বাঁধা জায়েয। কেউ এ শর্ত আরোপ না করে থাকলে ইহরাম ভংগ করতে পারবেনা। উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী, ইবনে মাসউদ (রা) এবং অপরাপর সাহাবা ও একদল তাবেঈর এটাই মত। ইমাম শাফেঈ, আহমদ এবং ইসহাকেরও এটাই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালিক এবং কতিপয় তাবেঈর মতে ইহরামের মধ্যে শর্ত আরোপ করা জায়েয নয়। তারা এ হাদীসকে বিশেষ একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করেন। কাযী আইয়ায ও অন্যান্যরা এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। উসায়লয়ী বলেছেন, শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে কোন হাদীসই সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ইমাম যুহরীর সূত্রে মা'মার ছাড়া আর কেউই এ হাদীস মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। কিন্তু ইমাম নববী এটাকে সহীহ হাদীস প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুসলিম শরীফ ছাড়াও বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق

أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله

عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يارسول الله إني أريد الحج

وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبستني

২৭৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা'আ বিনতে যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করেছি অথচ আমি অধিকাংশ সময়ই রুগ্ন থাকি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হজ্জ কর এবং এ বলে শর্ত কর, (হে আল্লাহ!) তুমি যেখানে আমাকে আটকে দেবে সেখানেই আমি ইহরাম খুলে ফেলবো।"

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن

عائشة رضي الله عنها مثله

২৭৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد

وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم «واللفظ له»

أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا وعكرمة مولى

ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني

قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت

২৭৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত দুবা'আ বিনতে যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি একজন রুগ্ন মহিলা এবং হজ্জ করার বাসনা রাখি। এখন আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ তুমি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর, (আল্লাহ!) তুমি আমাকে যেখানে আটকে দেবে সেখানে আমি ইহরাম ভেঙ্গে ফেলবো। রাবী বলেন, তিনি হজ্জ করতে পেরেছিলেন (এবং ইহরাম খোলার প্রয়োজন হয়নি)।

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৭৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুবা'আ (রা) হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শর্ত আরোপ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী ইহরামে শর্ত আরোপ করলেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضُبَاعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي وَفِي رِوَايَةِ إِسْحٰقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ

২৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা'আকে বললেন ঃ হজ্জ করার সংকল্প কর এবং শর্ত আরোপ কর যে, (হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে যেখানে আটকে দেবে সেটাই আমার ইহরাম ভংগ করার স্থান। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি দুবা'আকে নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

হায়েয-নিফাস সম্পন্ন মহিলাদের ইহরাম বাঁধা এবং ইহরাম বাঁধার জন্য তাদের গোসল করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

২৭৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে উমায়েস (রা) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে আবু বাক্‌রের পুত্র মুহাম্মাদকে প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌রের (রা) মাধ্যমে তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে হায়েয বা নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েয। আর এ অবস্থায় ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। আবু হানীফা, শাফেঈ, মালিক ও জমহুরির আলেমদের এটাই অভিমত। কিন্তু হাসান বসরী ও আহলি জাওয়াহিরের মতে, এসব মহিলাদের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা ওয়াজিব। তওয়াফ ও তওয়াফের দু'রাকাত নামায ছাড়া অন্য সব অনুষ্ঠান তাদেরকে পালন করতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

২৭৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে আসমা বিনতে উমায়েসের (রা) সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি বর্ণিত। তিনি যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে বাচ্চা প্রসব করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌রকে (রা) হুকুম দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি আসমাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে হুকুম দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

বিভিন্ন ধরনের ইহরাম। ইফরাদ হজ্জ অথবা তামাত্তু অথবা কিরান– এর প্রত্যেকটিই জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

২৭৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। প্রথমে আমরা উমরার ইহরাম করেছিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে কোরবানীর জন্তু আছে সে যেন উমরার সাথে হজ্জের ইহরামও করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষ না করে ইহরাম না ভাঙ্গে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌছলাম এবং কা'বা প্রদক্ষিণ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তাই আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনী ব্যবহার কর। আর উমরার ইহরাম ছেড়ে দিয়ে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর আমরা হজ্জ সমাপন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবদুর আহমান ইবনে আবু বাক্‌রের সাথে তানঈম পাঠালেন এবং আমি তখন

উমরা করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটাই তোমার পূর্বের বাদ পড়ে যাওয়া উমরার পরিপূরক। তারপর যারা উমরার ইহরাম করেছিলেন, তারা আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ (দৌড়) করে ইহরাম খুলে ফেললেন। এরপর মিনা থেকে হজ্জ সমাপন করে এসে তারা আরো একটি তাওয়াফ করলেন। আর যারা হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম করেছিলেন তারা শুধু একবারই তাওয়াফ করেছিলেন।

টীকা ঃ হজ্জ তিন প্রকার। যথা ঃ ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান।

(ক) শুধু হজ্জের নিয়াত করে ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে ইফরাদ হজ্জ বলা হয়।

(খ) একই বছরে হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে তা আদায়ের পরে পুনর্বার হজ্জের ইহরাম বেঁধে তা আদায় করাকে তামাত্তু হজ্জ বলা হয়।

(গ) হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলা হয়। আর যদি কেউ উমরার ইহরাম করে এবং তাওয়াফের পূর্বে এর সাথে হজ্জের ইহরাম করে তাহলে এটাও কিরান হজ্জ বলে গণ্য হবে। আর যদি কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর উমরার ইহরাম বাঁধে তাহলে তার এ হজ্জ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈর মতে এ উমরা সহীহ হবে না। তাঁর অপর মতে হজ্জের ইহরাম খোলার পূর্বে উমরার ইহরাম বাঁধলে উমরাও ঠিক হবে এবং এ হজ্জকে কিরান হজ্জ বলে গণ্য করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে উপস্থিতির আগেই উমরার ইহরাম করতে হবে। কেউ বলেছেন, হজ্জের ফরয কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, তাওয়াফে কুদুমের

وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضى الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها

২৭৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, আর কেউ কেউ হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। এ অবস্থায় আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম করেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি সে যেন উমরাহ শেষে ইহরাম খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম করেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, সে যেন এই পশু কুরবানী করার পূর্বে ইহরাম না খোলে। আর যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম করেছে সে যেন হজ্জ সমাপন করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং আরাফার দিন পর্যন্ত হায়েয অবস্থায়ই ছিলাম, আর আমি শুধু উমরার ইহরামই করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাথার চুল খুলে ফেলতে এবং চিরুনী করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতে এবং উমরার ইহরাম খুলে দিতেও হুকুম দিলেন। সুতরাং আমি তা-ই করলাম। আমার হজ্জ সমাপন করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরকে পাঠালেন। তিনি আমাকে তানঈম থেকে উমরার ইহরাম করার জন্য নির্দেশ দিলেন যেখানে আমি উমরাহ (ত্যাগ করে) হজ্জের ইহরাম করেছিলাম।

وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا

২৭৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি উমরার ইহরাম

করলাম এবং কুরবানীর পশু সাথে নিলাম না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধে এবং উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষ না করে ইহরাম না খোলে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি আরাফাতের রাতে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো শুধু উমরার ইহরাম করেছিলাম, এখন কিভাবে হজ্জ করব? তিনি বললেন ঃ তুমি মাথার চুল খুলে ফেল, চুল আচড়াও, উমরাহ থেকে বিরত থাক এবং হজ্জের জন্য ইহরাম কর। আমি হজ্জ পর্ব সমাপন করলে তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাকরকে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি তানঈমে আমার পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে পুনরায় উমরা করিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة

২৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করতে চায় তারা যেন তাই করে। আর যারা শুধু হজ্জের ইহরাম করতে চায় তারা যেন তাই করে। আর যারা শুধু উমরা করার ইচ্ছা রাখে তারা যেন সে জন্যই ইহরাম করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম করলেন এবং তার সাথে আরো অনেকে হজ্জের ইহরাম করলেন। আর কিছু সংখ্যক লোক হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধলেন। আর কিছু সংখ্যক লোক শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। যারা শুধু উমরার জন্য ইহরাম করেছিলেন আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة

قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلَا أَنِّى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِى فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى وَخَرَجَ بِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِى ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ

২৭৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যিলহজ্জ মাসের কাছাকাছি সময় বিদায় হজ্জের জন্য রওয়ানা হলাম। বর্ণনাকারিণী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা উমরার জন্য ইহরাম করতে চায় তারা তা করতে পারে। আর আমি যদি সাথে করে কুরবানীর জন্তু না নিতাম তাহলে অবশ্যই উমরার জন্য ইহরাম করতাম। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কাফেলার সদস্যদের মধ্যে কেউ উমরার জন্য ইহরাম করল আর কেউ কেউ হজ্জের জন্য ইহরাম করল। যারা উমরার জন্য ইহরাম করল আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তারপর আমরা মক্কায় আসলাম। আরাফাতের দিন আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আর তখনো আমি উমরার ইহরাম ছাড়িনি। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, তুমি তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার চুল খুলে দাও, চুল আচড়াও এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। আমি তা-ই করলাম। তারপর আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হয়ে গেলে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে হজ্জ পর্ব সমাপন হলে তিনি আমার সাথে আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাকরকে পাঠালেন। আর তিনি আমাকে তা উটের পিছনে করে তানঈমে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা আদায়ের তৌফিক দিলেন। আর এজন্য আমাদের ওপর রোযা, কুরবানী বা সদকা কিছুই ওয়াজিব হয়নি।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ

২৭৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা শুধু উমরার জন্য ইহরাম করতে চায় তারা যেন তাই করেন।.... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِى ذٰلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللّٰهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِى ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ

২৭৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদয় হওয়ার সাথে সাথে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধল, কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য ইহরাম বাঁধল, আর কেউ শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার জন্য ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। উরওয়া বলেন, আল্লাহ তাকে (আয়েশা) হজ্জ এবং উমরা উভয়টিই সমাপন করার তৌফিক দিলেন। হিশাম বলেন, এজন্য তাকে কুরবানীও করতে হয়নি, রোযাও রাখতে হয়নি এবং দান-খয়রাতও করতে হয়নি।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ

أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

২৭৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হজ্জ ও উমরাহ দুটোর উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন এবং কেউ শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু উমরার ইহরাম করেছিলেন তারা উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেললেন। আর যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে বা শুধু হজ্জের ইহরাম করেছিলেন তারা কুরবানীর দিনের পূর্বে ইহরাম খুলতে পারেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنَفِسْتِ «يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

২৭৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। যখন আমরা "সারফ" নামক স্থানে বা তার কাছাকাছি পৌছলাম, আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা সকল আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন তুমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কর্তব্য পালন কর। আর তুমি (হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে) গোসল করার পর তাওয়াফ করবে। বর্ণনাকারিণী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করলেন।

حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَالَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِّى لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فَتُصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا

২৭৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুধুমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। "সারফ" নামক স্থানে যখন আমরা পৌছলাম আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, তখন আমি ক্রন্দনরত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এ বছর যদি

আমি বের না হতাম তাহলেই ভাল ছিল। তিনি বললেন, বোধ হয় তোমার হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আদম-কন্যাদের সবার জন্যই মহান আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখন তাওয়াফ ছাড়া হাজীরা যা যা করে তুমিও তা-ই কর, আর তওয়াফ করবে পবিত্র হয়ে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন মক্কায় আসলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত কর। সুতরাং লোকেরা উমরাহ শেষ করে ইহরাম খুলে ফেললো। কিন্তু যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল তারা ইহরাম খুললো না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র, উমার ও অন্যান্য সচ্ছল লোকদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। অতঃপর যারা উমরার পর ইহরাম খুলে ফেলেছিল তারাও হজ্জের জন্য রওয়ানা করার সময় ইহরাম করলো। রাবী বলেন, কুরবানীর দিন এলে আমি পবিত্র হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তাওয়াফে ইফাদা আদায় করলাম। রাবী বলেন, আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হলে আমি বললাম, এ কিসের গোশত? লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন। তারপর আইয়্যামে তাশরীক গত হয়ে গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা হজ্জ ও উমরাহ করে ফিরছে, আর আমি শুধু হজ্জ করেই ফিরে যাচ্ছি! আয়েশা (রা) বলেন, তারপর তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে নির্দেশ দিলে তিনি আমাকে তার উটের পিঠে তার পিছনে বসিয়ে নিলেন। আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে তখন আমি উঠতি বয়সের যুবতী ছিলাম। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। ফলে আমার মুখমণ্ডল হাওদার খুঁটির সাথে ধাক্কা খাচ্ছিল। এভাবে আমরা তানঈম পৌঁছে গেলাম। অতঃপর এখান থেকে আমি সেই উমরার ইহরাম করলাম যা অন্যরা আগেই আদায় করে নিয়েছিল।

وحدثنى أبو أيوب الغيلانى حدثنا بهز حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس فى حديثه فكان الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وذوى اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهى مؤخرة الرحل

২৭৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা "সারফ" নামকস্থানে পৌঁছলাম আমার হায়েয হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, আর তখন আমি কাঁদছিলাম।... হাদীসের বাকি অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ তবে হাম্মাদের বর্ণনায় নিম্নের কথাগুলো উল্লেখ নেই ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও অনান্য সচ্ছল সাহাবীগণের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। আর (যারা উমরার ইহরাম খুলে ফেলেছিল) তারাও (হজ্জের জন্য) ইহরাম বাঁধলো।" আর তিনি একথাও উল্লেখ করেননি– "আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন উঠতি বয়সের যুবতী ছিলাম। আমি তন্দ্রায় ঢুলছিলাম। ফলে হাওদার কাঠ আমার চেহারার সাথে বারবার স্পর্শ করছিল।"

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني خالي مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج

২৭৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জকে ইফরাদ করেছেন।

টীকা ঃ আয়েশা (রা) ও ইবনে উমার (রা)-এর বর্ণনায় أفرد الحج কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এর তিনটি অর্থ হতে পারে। (১) শুধু হজ্জের ইহরাম করেছেন। (২) কার্যত ইফরাদ করেছেন। অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা একই তাওয়াফ ও একই সা'ঈ-এর মাধ্যমে আদায় করেছেন। (৩) হিজরতের পর শুধুমাত্র একবার হজ্জ করেছেন। আর উমরা আদায় করেছেন চারবার। এখানে দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। ইবনে উমারের (রা) বর্ণিত হাদীস একথারই সাক্ষ্য বহন করে। আর বিশেষ করে এ কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত কর্মপদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তিনি সর্বদা উম্মাতের জন্য যা সহজ তারই ব্যবস্থা করতেন। আর একই ইহরামে একবার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ'র মাধ্যমে হজ্জ ও উমরা দুটোই আদায় করা উম্মাতের জন্য সহজতর।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه

مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا فَمِنْهُمُ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ وَمَا لَكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هٰهُنَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ

২৭৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের মাসে, হজ্জের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং হজ্জের দিনে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। "সারফ" নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি তাঁর সাহাবাগণের কাছে এসে বললেন, "যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই সে উমরা করা ভাল মনে করলে যেন উমরা করে নেয়। আর যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু আছে তারা এরূপ করবে না।" সুতরাং যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না তাদের কেউ কেউ এ নির্দেশের ওপর আমল করলেন, আর কেউ কেউ তা করলেন না। কিন্তু শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সংখ্যক সচ্ছল সাহাবীর সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। এরপর একসময় রাসূলুল্লাহ আমার কাছে আসলেন, আমি তখন কাঁদছিলাম। এ দেখে তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন আমি তা শুনেছি। আপনি উমরা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা শুনেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি নামায পড়তে পারছি না। তিনি বললেন, "এতে তোমার ক্ষতি নেই, তুমি হজ্জের অবস্থায়ই থাক। আশা করা যায় আল্লাহ

এটাও (উমরা) তোমাকে দান করবেন। তুমিও তো আদমের (আ) কন্যাদের একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত ছিল তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে।" কাজেই আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং যখন মিনায় উপস্থিত হলাম তখন পবিত্র হলাম। তারপর বায়তুল্লাহ (কা'বা) তওয়াফ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাসসাবে উপনীত হলে আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্রকে ডেকে বললেন, "তুমি তোমার বোনকে নিয়ে হেরেমের বাইরে চলে যাও। তারপর সে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে এসে যেন বায়তুল্লার তাওয়াফ করে। আর আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষায় থাকব।" আয়েশা (রা) বলেন, আমরা বের হয়ে গিয়ে ইহরাম বেঁধে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করলাম। মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন সে স্থানেই ছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি কি শেষ করে এসেছো?" আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি সাহাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন। সকলে রওয়ানা হল এবং বায়তুল্লাহ হয়ে ফজরের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে মদীনার অভিমুখে যাত্রা করল।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ

২৭৮৮। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ ইফরাদ হজ্জের জন্য, কেউ কিরানের জন্য, আর কেউ কেউ তামাত্তু'র জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً

২৭৮৯। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) হজ্জের ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন।

টীকা : আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু মাসিক ঋতু হওয়ার কারণে উমরা আদায় করতে পারেননি। তাই মক্কায় এসে হজ্জের ইহরাম করেন। কাজেই "তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন" বলা ভুল নয়। কারণ তিনি উমরা আদায়ের পরে যদি হজ্জও আদায় করতে পারতেন তাহলে আমরা এ হজ্জকে তামাত্তু' হজ্জ বলে অভিহিত করতাম।

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيي وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضى الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضى الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ماهذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحي فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه

২৭৯০। আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, যিল্‌কাদ মাসের পাঁচদিন বাকি থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের তখন হজ্জ করার-ই উদ্দেশ্য ছিল। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর কুরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কিসের গোশত? লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরু কুরবানী করেছেন। রাবী ইয়াহইয়া বলেন, আমি এ হাদীস সম্বন্ধে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ? এ বর্ণনা যথাযথ হয়েছে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحي بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضى الله عنها ح وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحي بهذا الاسناد مثله

২৭৯১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن ابن عون عن

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا « قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا » وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ «قَالَ» نَفَقَتِكِ

২৭৯২। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ মক্কা থেকে দু'টি ইবাদত করে (হজ্জ ও উমরাহ) প্রত্যাবর্তন করে আর আমি শুধু একটি করেই ফিরছি। তিনি বললেন "তুমি অপেক্ষা করতে থাক, এরপর যখন পবিত্র হবে, তানঈমে গিয়ে (উমরার) ইহরাম করে অমুক স্থানে এসে আমাদের সাথে মিলিত হবে।" তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, আগামীকাল (অমুক স্থানে এসে আমাদের সাথে মিলবে) আর সে উমরায় তুমি যে পরিমাণ কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করবে সে অনুপাতে সওয়াব পাবে।

وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

২৭৯৩। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা দু'টি ইবাদত করে প্রত্যাবর্তন করল।... অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ

فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ لاَ بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا وَقَالَ إِسْحَقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ

২৭৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমাদের হজ্জ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রা) বলেন, যাদের সাথে কুরবানী পশু ছিলনা তারা ইহরাম খুলে ফেললেন। আর তাঁর স্ত্রীগণের সাথেও কুরবানীর পশু ছিলনা। তাই তাঁরাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি এ সময় হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম তাই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারলাম না। অতঃপর লাইলাতুল হাসবা (কংকর নিক্ষেপের দিন) উপস্থিত হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অন্যান্য লোকেরা হজ্জ ও উমরা (দু'টিই) করে প্রত্যাবর্তন করবে আর আমি শুধু হজ্জ করেই ফিরব (অর্থাৎ আমার ভাগ্যে উমরাহ জুটল না)। তিনি বললেন, যে রাতে আমরা মক্কায় এসেছি সে রাতে কি তুমি তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তানঈম গিয়ে উমরার ইহরাম করে আস এবং উমরা আদায় করে অমুক স্থানে আমাদের সাথে মিলিত হও। সাফিয়্যাও (রা) বললেন, আমার মনে হয় আমার কারণেই তোমাদেরকে অপেক্ষা ও বিলম্ব করতে হবে। (অর্থাৎ আমারও হায়েয হয়েছে, তাই আমার বিদায়ী তাওয়াফ আদায় পর্যন্ত সকলকে অপেক্ষা করতে হবে।) তিনি বললেন, নিষ্কর্মা ও হতভাগী নেড়ে মাথা। তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করনি? তিনি (সাফিয়্যা রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি (নবী) বললেন, বিদায়ী তাওয়াফ না করায় হায়েযগ্রস্তদের জন্য কোন ক্ষতি নেই। এবার রওয়ানা হও। আয়েশা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে উঁচুর দিকে আরোহণের সময় আমার সাথে এসে মিলিত হলেন আর আমি তখন সেখান থেকে নীচের দিকে নামছিলাম। অথবা আমি উঁচুর দিকে আরোহণ করছিলাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে অবতরণ করছিলেন। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, "আমি ও তিনি উভয়ই অবতরণ করছিলাম।"

وحَدَّثَنَاه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ

২৭৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে হজ্জ অথবা উমরাহ কোনটিই নির্দিষ্ট করিনি।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা মানসূর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا

عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ «قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ» وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا

২৭৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসে চার অথবা পাঁচ তারিখে (মক্কা) পৌছলেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কে আপনাকে রাগান্বিত করেছে? আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করুন! তিনি বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, আমি লোকদেরকে একটি কাজের আদেশ করেছি আর তারা

সে ব্যাপারে সংশয়ভাব প্রকাশ করছে? রাবী হাকামের বর্ণনায় আছে, আমার মনে হয় তারা (আমার নির্দেশ সত্ত্বেও) যেন সংশয়ের মধ্যে আছে। তিনি আরো বললেন, আমি পরে যা অবগত হয়েছি তা যদি আগে জানতাম তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না বরং মক্কায় এসে কিনে নিতাম। আর অন্যান্য লোকেরা যেভাবে ইহরাম খুলে ফেলেছে আমিও অনুরূপভাবে ইহরাম খুলে ফেলতাম।

টীকা ঃ এ হাদীসের পটভূমি অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে ইসলাম-পূর্ব যুগের হজ্জ করার কিছু নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত হতে হবে। জাহেলী যুগে লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে (শাওয়াল, যিলকাদ, যিলহজ্জ) উমরাহ করা কঠিন গুনাহের কাজ মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল হজ্জের মাসসমূহে হজ্জের আগে বা পরে উমরাহ করা জায়েয নয়। এটা অন্যসব মাসে করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভ্রান্ত আকীদার মূলোৎপাটন করতে চাইলেন এবং বিদায় হজ্জের সময় তা খতম করে দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায় বাঁধতে পারে (এটা ইফরাদ হজ্জ)। আর যারা শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে চায় তারাও তা করতে পারে। তবে তারা মক্কায় পৌঁছে উমরাহ পালন করার পর পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে (এটা তামাত্তু হজ্জ)। এছাড়াও তিনি হজ্জ এবং উমরা উভয়ের জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধারও অনুমতি দিলেন (এটা কিরান হজ্জ)। এতে কতিপয় লোকের মধ্যে জাহেলী যুগের ধারণা-বিশ্বাস অনুযায়ী সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তারা একই সময়ে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধতে ইতস্ততঃ করছিলেন। সাহাবী হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) জিজ্ঞেস করেই বসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের মাসে উমরাহ করার এই অনুমতি কি শুধু এ বছরের জন্যই দেয়া হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ এটা চিরস্থায়ী নির্দেশ। তিনি হাত উঁচু করে বললেন ঃ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ، উমরাকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্দেশের পরও কতিপয় সাহাবীর মধ্যে সংশয়ভাব লক্ষ্য করেই রাগান্বিত হয়েছিলেন। কারণ কোন ব্যাপারে আল্লাহর নবীর সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান থাকার পর তাতে সংশয় প্রকাশের কোন অবকাশ থাকে না।

وحدثناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ

২৭৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ বা ৫ম তারিখে মক্কায় আগমন করলেন। হাদীসের বাকি অংশ গুনদার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে বর্ণনাকারী হাকামের বর্ণনায় যে সন্দেহের উল্লেখ রয়েছে এ হাদীসে তার উল্লেখ নেই।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ

وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

২৭৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলেন। তিনি মক্কায় এসে পৌছলেন কিন্তু মাসিক ঋতু হবার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন না। অতঃপর হজ্জের ইহরাম করে সকল অনুষ্ঠানাদি পালন করলেন। এরপর মিনা থেকে যাত্রা করার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার তাওয়াফ হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একথা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হতে না পারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবদুর রাহমানের সাথে তানঈম পাঠালেন। তিনি (সেখানে ইহরাম বেঁধে) হজ্জের পরে উমরাহ আদায় করলেন।

وحدثني حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

২৭৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "সারফ" নামক স্থানে হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর আরাফাতে পৌছে পবিত্র হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, সাফা-মারওয়ার তাওয়াফই (সা'ঈ) তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَتْ فَأَرْدَفَنِي

خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ

২৮০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা দু'টি সওয়াব লাভ করে ফিরে যাবে আর আমি শুধু একটি সওয়াব নিয়ে ফিরব। তখন তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে আমাকে নিয়ে তানঈম যাবার নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রাহমান আমাকে তার উটের পিছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। আমার গলায় যে ওড়না ছিল আমি তা খুলে দিলাম। এ কারণে তিনি আমার পায়ের ওপর এমনভাবে মারছিলেন যাতে অন্যরা মনে করে তিনি তার উটকে মারছেন। আমি বললাম, আপনি কি এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন? (অর্থাৎ এখানে তো অন্য কোন লোক নেই তাই আমার মাথা খুলে দিয়েছি।) আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি উমরার ইহরাম বেঁধে তা সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। আর তিনি তখন হসবায় অবস্থান করছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

২৮০১। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার উটের পিছনের দিকে বসিয়ে আয়েশাকে (রা) নিয়ে তানঈম থেকে উমরা করিয়ে আনার নির্দেশ দেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ

لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا رَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِى فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِى أَنِّى قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ أَهِلِّى بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى أَنِّى لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ

২৮০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে যাত্রা করলাম। আর আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বাঁধলেন। আমরা যখন "সারফ" নামক স্থানে পৌঁছলাম, তিনি (আয়েশা) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি আমরা মক্কায় এসে কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সমাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, আমরা বললাম, কিভাবে ইহরাম খুলব? তিনি বললেন, সম্পূর্ণভাবে ইহরাম খুলে ফেলবে। তারপর আমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, সুগন্ধী ব্যবহার করলাম এবং কাপড় পরিধান করলাম। তখন আরাফাতের দিনের মাত্র চারদিন বাকি ছিল। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ আমরা (হজ্জের জন্য) ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার (রা) কাছে গেলেন। তাকে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার হায়েয হয়েছে। লোকেরা ইহরাম খুলে ফেলেছে আমি এখনো ইহরাম খুলিনি। বায়তুল্লাহ তাওয়াফও করিনি। আর লোকেরা এখন হজ্জের জন্য যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা আদমের (আ) কন্যাদের ওপর আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি গোসল কর এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। অতঃপর তিনি তাই করলেন এবং মাসিক ঋতু ভাল না হওয়া পর্যন্ত অবস্থানের স্থানে অবস্থান করলেন। অবশেষে পবিত্র হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন। অতঃপর তিনি (নবী) বললেন, তোমার হজ্জ ও উমরার

ইহরাম পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি (আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে একটি কথা পীড়া দিচ্ছে– আর তা হলো, হজ্জের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার সুযোগ পেলামনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবদুর রাহমান! তাহলে তুমি একে নিয়ে তানঈম থেকে উমরাহ করিয়ে নিয়ে আস। আর এ ঘটনাটি মুহাসসাবে অবস্থানকালে ঘটেছিল।

وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث

২৮০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার (রা) কাছে উপস্থিত হলেন। তখন ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন।... অবশিষ্ট অংশ শেষ পর্যন্ত লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এ সূত্রে লাইস বর্ণিত হাদীসের প্রথম অংশ উল্লেখিত হয়নি।

وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم

২৮০৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে যাওয়ার সময় উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসে আরো আছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। যখন আয়েশা (রা) কোন ব্যাপারে বায়না ধরতেন তিনি তা মেনে নিতেন। সুতরাং তিনি তাঁকে আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রের সাথে তানঈম পাঠালেন। তিনি (আয়েশা) সেখান থেকে উমরার ইহরাম করলেন। রাবী মাতার বলেন, আবু যুবায়ের বলেছেন, পরবর্তীকালে আয়েশা (রা) যখনই হজ্জ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেভাবে হজ্জ আদায় করেছিলেন ঠিক সেভাবেই করতেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَ قُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

২৮০৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে মহিলা এবং শিশুরাও ছিল। মক্কায় পৌঁছে আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, যার সাথে কুরাবানীর পশু নেই সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। রাবী বলেন, আমরা বললাম, কিভাবে ইহরাম খুলে ফেলব? তিনি বললেন, সম্পূর্ণভাবে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা আমাদের স্ত্রীগণের সান্নিধ্যে এলাম, কাপড় পরিধান করলাম এবং খোশবু ব্যবহার করলাম। অতঃপর যখন ৮ই যিলহজ্জ উপনীত হল, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম এবং প্রথমবারের সাফা ও মারওয়ার সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট হল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উট ও গরুতে সাত সাতজন শরীক হয়ে কুরবানী করতে নির্দেশ দিলেন।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح

২৮০৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম খুলে ফেলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মিনার দিকে রওয়ানা হয়ে (অর্থাৎ ৮ই যিলহজ্জ) ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, অতএব আমরা "আবতাহ" নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে নিলাম।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول

২৮০৭। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা ও মারওয়া শুধুমাত্র একবারই দৌড়িয়েছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্রের বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হয়েছে– শুধু প্রথমবারের তাওয়াফ।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم

يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَقَالَ لأَبَدٍ

২৮০৮। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথে কিছু সংখ্যক লোক জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ "আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম" 'আতা বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে মক্কায় পৌঁছে আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিলেন। রাবী 'আতা জাবিরের (রা) মাধ্যমে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ইহরাম খুলে ফেল এবং স্ত্রীদের কাছে যাও।" 'আতা আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ জন্য বাধ্য করলেন না বরং স্ত্রীদের তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। তখন আমরা বললাম, যখন আমাদের ও আরাফাতে উপস্থিত হবার মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার অনুমতি দিলেন। আমরা আরাফাতে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলাম যে, এই কিছুক্ষণ পূর্বেও আমরা সহবাস করেছি।

রাবী বলেন, এ সময় জাবির তার হাত নেড়ে ইংগিত করলেন। আমি যেন তার হাত নেড়ে ইঙ্গিত করার দৃশ্য এখনো দেখতে পাচ্ছি। জাবির বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা তো জান, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী এবং তোমাদের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভাল কাজ করি। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে না আসতাম তাহলে আমিও তোমাদের ন্যায় ইহরাম খুলে ফেলতাম। আর আমি যদি আমার ব্যাপারে পূর্বেই বুঝতাম যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না।" সুতরাং তারা ইহরাম খুলে ফেললো এবং আমরা সকলেই তাঁর কথা

শুনলাম ও মনেপ্রাণে মেনে নিলাম। 'আতা বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, এ সময় আলী (রা) তার কর্মস্থল থেকে আসলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি (জবাবে) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ইহরাম বেঁধেছেন আমিও তারই ইহরাম বেঁধেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তাহলে তুমি কুরবানী দিও এবং এখন ইহরাম অবস্থায় থাক। রাবী বলেন, আলী (রা) তার নিজের জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। এ সময় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ নিয়ম কি আমাদের এ বছরের জন্য না বরাবরের জন্য? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চিরদিনের জন্য।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীসে "শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম" দ্বারা জাবির (রা) নিজের ও তার সাথীদের কথা বলেছেন, সকল সাহাবীর কথা নয়। কারণ আয়েশার (রা) হাদীসে বলা হয়েছে, আমাদের কেউ হজ্জের ও কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

২৮০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তিনি আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিণত করতে নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ আমাদের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হল এবং এতে আমাদের মানসিক অনীহা সৃষ্টি হল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল। তবে তা কিভাবে পৌঁছল, তিনি কি আসমানী কোন নির্দেশের মাধ্যমে জানলেন না লোক মারফত পেলেন, তা আমরা বলতে পারি না। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমার সাথে কুরবানীর পশু না

থাকলে আমিও তোমাদের মত করতাম। (অর্থাৎ– হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতাম)। জাবির (রা) বলেন, আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম, এমনকি নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসও করলাম এবং হালাল ব্যক্তি (ইহরামবিহীন বা স্বাভাবিক অবস্থায়) যা যা করতে পারে আমরাও তাই করলাম। তারপর ৮ই যিলহজ্জ আসলে মক্কাকে পিছনে রাখলাম অর্থাৎ মিনা অভিমুখ যাত্রা করলাম এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى

ابن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا

২৮১০। মূসা ইবনে নাফে' বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জের উদ্দেশ্যে উমরার ইহরাম করে যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছলাম। লোকেরা বলল, এখন আপনার হজ্জ তো মক্কাবাসীদের মত হয়ে গেল। অতএব আমি 'আতা ইবনে আবু রিবাহ্-র কাছে উপস্থিত হলাম এবং তার কাছে ফতোয়া জানতে চাইলাম। 'আতা বললেন, আমাকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সে বছর হজ্জ করেছিলেন, যখন তিনি কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ বিদায় হজ্জের বছর)। লোকেরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেল, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ কর, চুল কেটে ফেল এবং ইহরামবিহীন বা স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে আস। যখন ৮ই যিলহজ্জ আসবে তখন পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধবে আর তোমরা যে ইহরাম বেঁধে এসেছ তাঁকে মুত'আয় পরিণত কর। (অর্থাৎ যদিও তোমরা হজ্জের ইহরাম করেছ, এখন উমরা শেষ করে ইহরাম খুলে ফেল এবং পরে হজ্জ করে নিও। তাহলে এ হজ্জ তামাত্তু হজ্জে পরিণত হবে। লোকেরা বলল, আমরা তো হজ্জের নাম উল্লেখ করেই ইহরাম বেঁধেছি এখন কি করে তা মুত'আয় পরিণত করব? তিনি বললেন, আমি যে নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা তা-ই কর। কেননা আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে না আনতাম তাহলে তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছি আমিও তাই করতাম। কিন্তু এখন কুরবানীর পশু তার যথাযথ স্থানে পৌছার (অর্থাৎ যবেহ হবার) আগে আমি ইহরাম খুলতে পারছি না। অতঃপর লোকেরা তাই করল।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً

২৮১১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে আসলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সে (হজ্জের) ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে এবং (উমরাহ করার পর) ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, তাঁর (নবী) সাথে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি তাঁর ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে পারেননি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ

وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ .

২৮১২। আবু নাদরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদেরকে মুত'আ (প্রথমে উমরার ইহরাম, তা সম্পন্ন করে পুনরায় হজ্জের ইহরাম) করার নির্দেশ দিতেন। আর ইবনে যুবায়ের (রা) এরূপ করতে নিষেধ করতেন। রাবী বলেন, আমি একথা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, এ হাদীস তো আমার মাধ্যমেই লোকদের মাঝে ছড়িয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তামাত্তু করেছি। তারপর উমার (রা) খলীফা হয়ে বললেন, "আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যা চান ও যে জন্য চান, তা হালাল করেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের হুকুম নাযিল হয়েছে। কাজেই আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা সেভাবে হজ্জ ও উমরা পালন কর। আর এসব মহিলাদের (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেসব মহিলাদের বিবাহ করা হয়েছে) সাথে বিবাহ স্থায়ী করে নাও। আর কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য বিবাহকারী কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে আনা হলে আমি তাকে পাথর মেরে হত্যা করে ছাড়ব।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ

২৮১৩। কাতাদা (রা) থেকে এ সনদে উল্লিখিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি তার হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন– উমার (রা) আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করে নাও। কেননা এতে তোমাদের হজ্জও পূর্ণাঙ্গ হবে এবং উমরাও পরিপূর্ণ হবে।

টীকা ঃ হজ্জের যে তিনটি পদ্ধতি (ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু) রয়েছে তার যে কোন পদ্ধতিতে হজ্জ করা জায়েয। এ ব্যাপারে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে কোন পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে উত্তম এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেঈ এবং আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে ইফরাদ হজ্জ সর্বোৎকৃষ্ট, অতঃপর তামাত্তু, অতঃপর কিরান। ইমাম আহমদ ও একদল ফকীহের মতে তামাত্তু হজ্জ সর্বোৎকৃষ্ট। ইমাম আবু হানিফা ও একদল বিশেষজ্ঞের মতে কিরান হজ্জ সর্বোৎকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিন পদ্ধতির মধ্যে কোন্ পদ্ধতিতে হজ্জ করেছেন তা নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে।

উমার (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমরা নিজেদের হজ্জকেও পূর্ণাঙ্গ কর এবং উমরাকেও পূর্ণাঙ্গ কর। অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা পৃথক পৃথকভাবে কর। তিনি ইফরাদ হজ্জকেই সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন এবং লোকদের সেটাই করতে উৎসাহ দিতেন। এটাই হযরত উমারের নিষেধাজ্ঞার অর্থ। অন্যথায় যেসব বিষয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন

করেছেন তা নিষিদ্ধ করার এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা বৈধ করার অধিকার তার ছিল না। ১৮নং অনুচ্ছেদের সর্বশেষ হাদীসে উমারের দৃষ্টিভংগী পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।

মুত'আ শব্দের আভিধানিক অর্থ উপভোগ, আমোদ, উপকৃত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে– একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কোন মহিলাকে সাময়িকভাবে বিয়ে করা। নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এ বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায় মুসলমানদের মধ্যেও তা সাময়িকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সুন্নী বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য অনুযায়ী খাইবারের যুদ্ধের দিন অথবা মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোষণার মাধ্যমেই এই প্রথাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন। শিয়া মুসলমানদের মধ্যে এই কুপ্রথা বর্তমানেও চালু আছে। এই প্রথার বৈধতা সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে– সুন্নী বিশেষজ্ঞগণ সেগুলোকে মানসুখ (রহিত) প্রমাণ করেছেন, কিন্তু শিয়া বিশেষজ্ঞরা এগুলোকে মানুসখ মনে করেননা।

وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً

২৮১৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে আসলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সে ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের বর্ণনা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا

بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى
بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ
الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ
وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ
عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»
لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا
وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ «وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ» كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ
فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ «رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا» مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهٰذَا قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنِّى أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِى قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِى أَتَى بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ

مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ
تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ
ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ
الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ
هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ
مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ
فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ
مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ
اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ
اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ
وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ
رَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى
الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ
وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ

الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ
حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ
الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ
وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ
الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ
الآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى
الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا
وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ
فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوا
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ
مِنْهُ

২৮১৫। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) বাড়ীতে গেলাম। তিনি উপস্থিত লোকদের সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অবশেষে আমার পালা আসলো। আমি বললাম, আমার নাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন।[১]

একথা শুনে তিনি তার (স্নেহসিক্ত) হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে ওপরের ও পরে নীচের বোতাম খুলে দিলে তার হাতের তালু আমার বুকের মাঝে রাখলেন। তখন আমি উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাকে স্বাগতম জানাই। তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পার। আমি তার কাছে প্রশ্ন করলাম। আর তখন তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। এরপর নামাযের সময় হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি চাদর গায়ে দিলেন চাদরটি ছোট হবার কারণে যখনই তিনি তার কাঁধে তুলে নিতেন তা পড়ে যেত। আরেকটি চাদর নিকটেই আলনার ওপরে ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে (ইমাম হয়ে) নামায পড়লেন।[২] এবার আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন! তখন তিনি তাঁর হাতের মাধ্যমে "নয়" সংখ্যার ইংগিত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ন'টি বছর অতিবাহিত করলেন হজ্জ না করে। অতঃপর দশম বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্জে যাবেন। কাজেই মদীনায় অনেক লোক একত্রিত হল। প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি যেরূপ করেন তারাও সেরূপ করবেন। এবার রওয়ানা হয়ে আমরা যুল্‌হুলাইফা নামক স্থানে আসলে আসমা বিনতে উমায়েস (রা) মুহাম্মদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করলেন।

তাই তিনি (আসমা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, "এখন আমি কি করব?" তিনি (নবী) বললেন, "তুমি গোসল কর, কাপড় দিয়ে গোপন অংগ বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়ে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং তা বায়দা নামক স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমি (জাবির) আমার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম এর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম– আমার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর আরোহী ও পদাতিক লোকের সারি। আমার ডানে, বামে ও পিছনেও অনুরূপ লোকের ভিড় দেখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন। তাঁর ওপর কুরআন মজীদ নাযিল হচ্ছিল। তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ভালভাবেই জানতেন। তিনি যা করতেন আমরাও তা-ই করতাম। এবার তিনি এই বলে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিলেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, লা-শারীকা-লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাকা।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে হাযির আছি, আমি তোমার খেদমতে হাযির, আমি তোমার খেদমতে উপস্থিত আছি। তোমার কোন শরীক

নেই, আমি তোমার খেদমতে দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নে'আমত তোমার-ই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই)। লোকেরাও তাঁর তালবিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তালবিয়া পাঠ করল। তিনি এর কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের (উল্লিখিত) তালবিয়াই পাঠ করলেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি। কারণ হজ্জের সাথে যে উমরাও করা যেতে পারে তা আমাদের মধ্যে কারোর জানা ছিল না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ পৌছলাম, তিনি "হাজরে আসওয়াদ" চুমো খেলেন।[৩]

অতঃপর তিনবার দ্রুত পদক্ষেপে এবং চারবার ধীর পদক্ষেপে কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআন মজীদের এ আয়াত وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর" পাঠ করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর বায়তুল্লাহর মাঝখানে ছিল। রাবী বলেন, আমার পিতা বলতেন, সম্ভবত আমার জানা মতে তিনি নবী (সা) সম্পর্কেই বলেছেন– এখানে তিনি যে দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন তাতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" ও 'কুল ইয়া আয়ুহাল কাফিরুন" সূরাদ্বয় পড়েছেন। তারপর হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন 'সাফা' পর্বতের কাছাকাছি পৌছলেন, কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া এ দু'টি পর্বত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"। আর বললেন, "আল্লাহ যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।" কাজেই তিনি সাফা থেকে আরম্ভ করলেন এবং তার ওপর চড়লেন এবং আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, আর তিনি হচ্ছেন সর্বময় কর্তা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একা-ই সকল সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।" তিনি এরূপ তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দু'আ করলেন। তারপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করলেন এবং উপত্যকার সমতলে গিয়ে তাঁর পা ঠেকলো তারপর উপরের দিকে উঠার সময় দৌড়িয়ে উঠলেন এবং উপত্যকা অতিক্রম করলেন, তারপর মারওয়া পৌছা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন আর সেখানে তিনি সাফায় যেরূপ করেছিলেন অনুরূপ করলেন। এমনকি মারওয়ার ওপর শেষবারের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলে (লোকদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝতে পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে আমি আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং তাকে

(হজ্জের ইহরামকে) উমরায় পরিণত করতাম। কাজেই যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং তাকে উমরায় পরিণত কর। তখন সুরাকা ইবনে জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হুকুম কি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য, না চিরকালের জন্য? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, উমরাহ হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং চিরকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) ইয়ামন থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন এবং ফাতিমাকে (রা) ইহরাম খোলা, রঙ্গীন কাপড় পরা ও সুরমা লাগানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি এটা খারাপ মনে করলে ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা এ কাজ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে বলতেন, "ফাতিমার এ কাজে আমি বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানার জন্য গেলাম। সে (ফাতিমা) যা কিছু আমার সাথে আলাপ করেছে আর আমি যে তা অপছন্দ করেছি এটাও তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, ফাতিমা সত্যি বলেছে, সঠিক বলেছে, তুমি যখন হজ্জের সংকল্প করেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি বললেন– আমি বলেছি, হে আল্লাহ! তোমার রাসূল যার ইহরাম বেঁধেছে আমিও তার-ই ইহরাম বাঁধছি। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ইহরাম ভাঙবে না। কারণ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে যেসব কুরবানীর পশু সাথে এনেছিলেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে যা এনেছিলেন সব মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশ'। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আরো যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে ফেলল এবং মাথার চুল কাটালো। তারপর তালবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) আসলে তারা মিনার অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং (যারা উমরার পর ইহরাম খুলে ফেলেছিল) হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌছে সেখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন।[৪] তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং তাঁর জন্য "নামেরায়"[৫] একটি পশমের তৈরী তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা করলেন। কুরাইশদের ধারণা ছিল, অবশ্যি তিনি মাশআরুল হারামে[৬] অবস্থান করবেন। কারণ, জাহেলিয়াতের সময় কুরাইশরা এরূপ করে থাকত। (অর্থাৎ আভিজাত্যের দম্ভে তারা সাধারণের সাথে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করত না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং আরাফাতে পৌছে দেখতে পেলেন, নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। কাজেই তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং অবস্থান করলেন। সূর্য মধ্যাকাশে স্থির হলে তিনি তাঁর কাসওয়াকে (উষ্ট্রী) সাজাতে হুকুম দিলেন। এটা সাজানো হলে তিনি

উপত্যকার মাঝে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

"তোমাদের জান-মাল তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম (সম্মানের বস্তু) যেভাবে আজকের এদিনে এ মাস এবং এ শহর হারাম (মর্যাদাপূর্ণ)।

সাবধান! অজ্ঞতার যুগের সকল অপকর্ম আমার পদতলে পদদলিত।

জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের রক্তের দাবীর মধ্যে ইবনে রাবি'আ ইবনে হারিসের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম। সে বনি সা'দ গোত্রে দুধ পান অবস্থায় ছিল (লালিত হচ্ছিল)। এ অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

এভাবে জাহেলী যুগের সকল প্রকার সূদ রহিত করা হল, আর আমাদের সূদের মধ্যে যে সূদ আমি সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষণা করছি, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদ।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের গুপ্ত অংগকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের হক হল তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দেবেনা যাদের তোমরা অপছন্দ কর। আর যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে মারবে যাতে কঠিন আঘাত না লাগে। আর তোমাদের ওপর তাদের হক হল, যথারীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

আর আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক তাহলে তোমরা আমার পর কখনো গোমরাহ হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব।

হে লোক সকল! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললো ঃ আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং উপস্থিত জনতার দিকে ইংগিত করে তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। অতঃপর মুআয্যিন আযান দিল এবং একামত বলল। তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। পুনরায় ইকামত হল, তিনি আসর নামায পড়লেন। এর মাঝে কোন নফল পড়লেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে নিজের অবস্থান স্থলে পৌঁছলেন এবং কাসওয়ার পেট (জবলে রহমতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে চলার পথকে নিজের সামনে রেখে কেবলামুখী হলেন। এভাবে তিনি সূর্যাস্ত হয়ে হলদুবর্ণ কিছুটা চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি উসামাকে তার সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়ার নাকের রশি (মুহর) এমনভাবে টেনে ধরলেন যে, এর মাথা হাওদার মোড়কের সাথে লেগে গিয়েছিল। আর তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে আস্তে

আস্তে অগ্রসর হও। আর যখনই তিনি কোন বালু স্তূপের ওপর এসে উপনীত হতেন, বাহনের রশি কিছুটা ঢিলা করে দিতেন যাতে উষ্ট্রী ওপরে উঠতে পারে। এভাবে তিনি মুযদালিফায় এসে পৌছলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দু'টি একামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলেন এবং দু'টি নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত বা নফল পড়লেন না। অতঃপর ভোর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে থাকলেন এবং অন্ধকার কেটে গেলে আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর কাসওয়ায় আরোহণ করে "মাশআরে হারাম" নামক স্থানে পৌছে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন, আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন এবং সূর্য উঠার পূর্বে এখান থেকে রওয়ানা হলেন। এবার ফযল ইবনে আব্বাসকে (রা) তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। ফযল একজন সুন্দর চুল বিশিষ্ট সুঠাম ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাদের একটি দলও পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছিল। আর ফযল (রা) তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলের (রা) মুখমণ্ডলের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। ফযল তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে (আবারো) তাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর হাত পুনরায় ফযলের মুখের ওপর রাখলেন। এ অবস্থায় তিনি বাতনে মুহাস্‌সিরে[৭] এসে পৌছলেন এবং সাওয়ারীকে কিছুটা উত্তেজিত করলেন। তিনি মাঝের পথ ধরে জামরায় আকাবার দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর তিনি জামরার নিকট পৌছলেন যা গাছের কাছে অবস্থিত। উপত্যকার মাঝখান থেকে তিনি এখানে সাতটি কাঁকর মারলেন, কাঁকর মারার সময় "আল্লাহু আকবর" বললেন। অতঃপর কুরবানীর স্থানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু কুরবানী করলেন। এরপর যা বাকি রইল তা আলীকে (রা) দিলেন এবং তিনি তা কুরবানী করলেন।

তিনি (আলী রা.) নিজের কুরবানীর পশুতে শরীক করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক পশুর কিছু অংশ নিয়ে একটি হাঁড়িতে পাকানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। গোশত পাকানো হল এবং তাঁরা দু'জনেই তা থেকে খেলেন ও এর ঝোল পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ পৌছলেন এবং তাওয়াফে ইযাফা করে মক্কায় যোহরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি আপন গোত্র বনী মুত্তালিবের কাছে পৌছলেন। তারা যমযমের কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, হে বনী মুত্তালিব! তোমরা (পানি) টানতে থাক, তোমাদের পানি সরবরাহের অধিকার লোকেরা ছিনিয়ে নেবে বলে আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।

টীকা-১ ঃ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ) ছিলেন হুসাইন (রা)-এর নাতি। তিনি ইতিহাস ও ফিকাহর গ্রন্থসমূহে জাফর সাদেক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনে জাবির (রা) মহানবীর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী। তিনি বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৭৪ হিজরী সনে ৯৪ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। মদীনায় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ জীবিত সাহাবী।

টীকা-২ ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, অন্ধ ব্যক্তির নামাযে ইমামতি করা জায়েয। আর বাড়ির মালিক (আপ্যায়নকারী) ইমামতি করার অধিক হকদার– (ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭)।

টীকা-৩ ঃ "ইস্তেলামার রুক্না"– অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। এ অনুষ্ঠানকে ইস্তেলাম বলে।

টীকা-৪ ঃ হজ্জের জন্য ৮ যিলহজ্জ যাত্রা শুরু হয়। এই দিন ভোরবেলা হাজীগণ মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানে ৯ তারিখে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করেন।

টীকা-৫ ঃ নামেরা সেই স্থান যেখানে হেরেমের সীমা শেষ হয় এবং আরাফাতের এলাকা শুরু হয়। এ স্থানটি মক্কা থেকে নয় মাইল এবং মিনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। নামেরা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা-৬ ঃ প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের যেসব লোক হজ্জে আসত তারা ৯ যিলহজ্জ হেরেমের সীমার বাইরে চলে এসে আরাফাতে অবস্থান করত। আর কুরাইশরা, যারা নিজেদেরকে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক মনে করত, তারা এই নিয়ম অনুসরণ করতনা, তারা হেরেম শরীফের সীমায় মুযদালিফার মসজিদের কাছে "মাশআরে হারাম" নামক ছোট্ট পাহাড়ে অবস্থান করত। তারা ধারণা করেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাহাবাদের নিয়ে আরাফাতে অবস্থান করলেন। কারণ এটাই অবস্থানের সঠিক স্থান। ৯ তারিখ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। ১০ তারিখের ফজর পড়ে মাশআরে হারামে যেতে হয় এবং সূর্য উঠার সাথে সাথে এখান থেকে মিনার দিকে রওনা হতে হয়।

টীকা-৭ ঃ মুহাস্‌সির মুযদালিফা ও মিনার মাঝামাঝি একটি স্থানের নাম।

وحدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ اسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ

২৮১৬। জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বলেছেন, "আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।... হাদীসের পরবর্তী অংশ হাতেম ইবনে ইসমাঈলের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে, আরবদের মধ্যে (প্রাক ইসলামী যুগে) আবু সাইয়ারা নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে (লোকদেরকে মুযদালিফা থেকে মিনায়) নিয়ে আসত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মাশআরে হারামের দিকে রওয়ানা হলেন। কুরাইশদের ধারণা ছিল তিনি মাশআরে হারামে থামবেন এবং

সেখানেই তিনি অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকেও সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আরাফাতে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে অবস্থান নিলেন।

حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

২৮১৭। জা'ফর বলেন, আমার পিতা জাবির (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এখানে কুরবানী করেছি, আর মিনার সম্পূর্ণ এলাকাই কুরবানীর স্থান। কাজেই তোমরা তোমাদের অবতরণের স্থানেই কুরবানী কর। আর আমি এখানে অবস্থান করেছি। আরাফাতের পুরা এলাকাই অবস্থানের স্থান। আর আমি এখানে (মুযদালিফায়) অবস্থান করেছি এবং এর পুরা এলাকাই অবস্থানের স্থান।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

২৮১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন, হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু খেলেন এবং তিনবার ডান দিক থেকে রমল (দ্রুত প্রদক্ষিণ) করলেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে প্রদক্ষিণ করলেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

২৮১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এবং তাদের ধর্মমত অনুসরণকারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে 'হুমস' (অভিজাত) আখ্যায়িত করত। আর বাকি অন্যান্য আরববাসীরা আরাফাতে অবস্থান করত। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতে এসে অবস্থান করতে অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দিলেন। এটাই মহান আল্লাহর বাণী "যেখান থেকে অন্যান্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর"– এর তাৎপর্য।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ

২৮২০। হিশাম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত কিন্তু 'হুমস' অর্থাৎ কুরাইশ ও তাদের বংশধরগণ এরূপ করত না। লোকেরা যখন উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত তখন হুমসদের পুরুষগণ অন্যান্য পুরুষদেরকে এবং মহিলাগণ অন্যান্য মহিলাদেরকে কাপড় দান করত। আর হুমসগণ মুযদালিফা থেকে সামনে অগ্রসর হত না। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা সকলেই আরাফাতে যেত। হিশাম আরো বলেন, আমার পিতা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হুমসদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদের এ আয়াতটি ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ নাযিল করেছেন। হুমসগণ মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত এবং তারা বলতঃ "আমরা শুধু হেরেম থেকেই প্রত্যাবর্তন করব।" তারপর যখন উপরের আয়াতটি নাযিল হল তারা সকলেই আরাফাতে প্রত্যাবর্তন করল।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد

ابن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه

يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن

هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعد من الحمس

২৮২১। মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়ের ইবনে মুতই'ম তার পিতা যুবায়ের ইবনে মুত'ইম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার একটি উট হারিয়ে গেলে আমি তার খোঁজে আরাফাতের দিন বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! ইনি তো হুমস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কি ব্যাপার তিনি যে এখানে এসেছেন!

আর কুরাইশ গোত্রকে হুমস সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হত। (তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কারণ হুমসগণ মুযদালিফায় অবস্থান করেন, আরাফাতে আসেন না।

টীকা ঃ যুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মদীনায় হিজরাত করার পূর্বেও হজ্জ করেছেন এ বর্ণনা থেকে তাই জানা যাচ্ছে। তবে এ সময় মুসলমানদের ওপর হজ্জ ফরয হয়নি। (ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-২৯৭)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

অন্য লোকের ইহরামের অনুরূপ ইহরাম বাঁধার নিয়াত করা জায়েয। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি যে ধরনের হজ্জের ইহরাম বেঁধে আসবে ঠিক অনুরূপ ইহরাম বাঁধা। এক্ষেত্রে যার নামোল্লেখ করে ইহরাম বাঁধা হবে তা উল্লিখিত ব্যক্তির অনুরূপ হবে।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة

عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى

الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت

لَبَّيْكَ بِاِهْلَالٍ كَاِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ
رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي
مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ
إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

২৮২২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় "বাতহা" নামক স্থানে উট থামিয়ে অবস্থান করছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি হজ্জের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? রাবী বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ইহরাম বেঁধেছেন আমিও তার জন্য লাব্বাইক বলেছি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ভালই করেছ। তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়া সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। তিনি বললেন, "আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি এবং সাফা-মারওয়া দৌড়িয়েছি। তারপর আমি বনি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলে সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। রাবী বলেন, তারপর আমি এ ব্যাপারে লোকদেরকে ফতোয়া দিতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত উমারের (রা) খিলাফতের সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আবু মূসা! অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! তুমি কোন কোন বিষয়ে ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাক। কেননা তোমার পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জ সম্বন্ধে যেসব নতুন কথা বের করেছেন তা তোমার জানা নেই। তখন আবু মূসা বললেন, হে লোকেরা! (ইহরাম খুলে ফেলা সম্বন্ধে) আমি যে ফতোয়া দিয়েছি সে সম্বন্ধে তোমরা বিবেচনা করতে থাক। কেননা আমীরুল মুমিনীন এসে পড়বেন। কাজেই তিনি এসে পড়লে তোমরা তারই অনুসরণ করবে। রাবী বলেন, তারপর উমার (রা) আসলে আমি এ ব্যাপারে তার সামনে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করি তাহলে তা আমাদের হজ্জ ও উমরা দু'টোই সমাপন করার নির্দেশ দেয়। আর যদি সুন্নাতের

অনুসরণ করি তাহলে দেখি, কুরবানীর পশু কুরবানীর স্থানে পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম খুলেননি।

وحدثناه عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه

২৮২৩। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بم أهللت قال قلت أهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدى قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فاني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدى

২৮২৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাতহায় অবস্থান করছিলেন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "তুমি কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ইহরাম বেঁধেছেন আমিও অনুরূপ ইহরামের নিয়াত করেছি। তিনি বললেন, "তুমি কি কুরবানীর পশু সাথে এনেছ"? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল। আমি

বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করলাম। পরে আমি আমার গোত্রের এক মহিলার কাছে আসলাম এবং সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল এবং ধুয়ে দিল। এরপর আমি লোকদেরকে এভাবে আবু বাক্‌র (রা) ও উমারের (রা) খিলাফতের সময় ফতোয়া দিচ্ছিলাম। অতঃপর হজ্জের মওসুমে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, হজ্জ সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন কি নতুন কথা বলছেন হয়ত আপনি তা জানেন না। আমি বললাম, হে লোক সকল! কোন কোন ব্যাপারে আমি যে ফতোয়া দিয়েছি তোমরা সে সম্পর্কে অপেক্ষা করতে থাক। কারণ অনতিবিলম্বে আমীরুল মুমিনীন তোমাদের মাঝে এসে যাবেন। তোমরা তারই অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি এসে গেলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হজ্জ সম্পর্কে আপনি যে নতুন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তা কী? তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার কিতাব অনুসরণ করি তাহলে দেখতে পাই, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর। আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করি তাহলে দেখি, তিনি কুরবানীর পশু যবেহ করার আগে ইহরাম খুলেননি।

وحدثني إسحق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان

২৮২৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তিনি যে বছর হজ্জ করেছেন, আমি ঐ বছর তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মূসা! ইহরামের সময় তুমি বলে ইহরাম বেঁধেছ? রাবী বলেন, আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও অনুরূপ ইহরাম বাঁধলাম। তখন তিনি বললেন, "তুমি কি কুরবানীর পশু সাথে এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল।... হাদীসের পরবর্তী অংশ শু'বা এবং সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

و حدثنا محمد

ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم

২৮২৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুত'আর (পক্ষে) ফতোয়া দিতেন (অর্থাৎ হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করাকে জায়েয বলতেন)। পরে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, কোন কোন ফতোয়া থেকে আপনার বিরত থাক উচিত। কেননা পরবর্তীকালে আমীরুল মুমিনীন হজ্জ সম্পর্কে যে নতুন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা আপনি হয়ত জানেন না। অতঃপর তিনি উমারের (রা) সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আপনি তো জানেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এ কাজ করেছেন। কিন্তু আমার নিষেধ করার কারণ হল, লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে গাছের নীচে* সহবাসের পর ভেজা চুল ও মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়তে থাকা অবস্থায় হজ্জ করুক, এটা আমি পছন্দ করিনা।

টীকা* ঃ এর অর্থ 'আরাক নামক স্থানে'– এরূপও করা যায়, এটা আরাফাতের নিকটে একটি স্থানের নাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

তামাত্তু হজ্জ জায়েয হবার বর্ণনা।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين .

২৮২৭। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতেন আর আলী (রা) এজন্য নির্দেশ দিতেন। এতে উসমান (রা) আলীকে (রা) কিছু বললে আলী (রা) বললেন, আপনি তো জানেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তামাত্তু হজ্জ করেছি! তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমরা তখন শংকিত অবস্থায় ছিলাম।

টীকা ঃ সন্ত্রস্ত অবস্থার দ্বারা সম্ভবত উসমান (রা) সপ্তম হিজরীর কাযা উমরাকে বুঝিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৮২৮। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا

২৮২৯। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উসফান" নামক স্থানে আলী ও উসমান (রা) একত্রিত হলেন। আর তখন উসমান (রা) তামাত্তু বা উমরা করতে নিষেধ করছিলেন। এতে আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা করতে নিষেধ করার পিছনে আপনার কি উদ্দেশ্য রয়েছে? উত্তরে উসমান (রা) বললেন, তুমি আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় থাকতে দাও। তখন আলী (রা) বললেন, আপনাদের (কারণ না জানাবার পূর্বে) ছাড়া যায় না। তারপর আলী (রা) এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও উমরা দু'টির একত্রে ইহরাম বাঁধলেন।

وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

২৮৩০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ আদায় করা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ

২৮৩১। আবু যার (রা) বলেন, হজ্জের মধ্যে তামাত্তু করাটা আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ •

২৮৩২। আবু যার (রা) বলেন, দুই ধরনের মুত'আ করা আমাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয ছিল না। এর একটি হল– "নারীদের সাথে মুত'আ করা (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করা) আর অপরটি হল, তামাত্তু হজ্জ করা।

حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لٰكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذٰلِكَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ

২৮৩৩। আবদুর রাহমান ইবনে আবু শা'সা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখ'ঈ ও ইবরাহীম তাইমীর কাছে গিয়ে বললাম, আমি একই বছরে একত্রে হজ্জ ও উমরাহ করার ইচ্ছা করেছি। তখন ইবরাহীম নাখ'ঈ বললেন, "তোমার পিতা তো কখনো এরূপ ইচ্ছা করেনি।" কুতাইবা বলেন, আমার কাছে জরীর বর্ণনা করেছেন, তার

কাছে বায়ান, তার কাছে ইবরাহীম তাইমী এবং তার কাছে তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু যারের (রা) সাথে 'রাবযাহ' নামক স্থানে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি তাঁকে (আবু যারকে) হজ্জ ও উমরাহ একই বছরে করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "এটা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট (বিশেষ হুকুম) ছিল এবং তোমাদের অর্থাৎ সাহাবী ছাড়া অন্যদের জন্য (জায়েয) নয়।

وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهٰذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ

২৮৩৪। গুনাইম ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে (রা) মুত'আ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমরা তা করেছি। তখন সে (মুয়াবিয়া) কাফের ছিল এবং মক্কার কোন এক ঘরে বাস করত।

টীকা ঃ এ হাদীসে মুত'আ বলতে 'উমরাতুল কাযাকে' বুঝানো হয়েছে। ৭ম হিজরীতে এই উমরাহ পালন করা হয়। আর আমীর মুআবিয়া (রা) ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন।

وحدثنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ

২৮৩৫। সুলায়মান তাইমী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি তার বর্ণনায় মুআবিয়ার (রা) কথাও উল্লেখ করেছেন।

وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ

২৮৩৬। সুলায়মান তাইমী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সুফিয়ানের হাদীসে "আল-মুত'আতু ফিল হাজ্জি" কথাটুকুও উল্লেখ আছে।

وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف قال قال لى عمران بن حصين إنى لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله فى العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى

২৮৩৭। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, অবশ্যই আজ আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে পরবর্তীকালে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্যকে যিলহজ্জের প্রথম দশকের মধ্যে উমরাহ করিয়েছেন, অতঃপর এ হুকুম রহিত হওয়া সম্বন্ধে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। আর তিনি তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিষেধও করে যাননি। সুতরাং তাঁর অবর্তমানে যার যেটা পছন্দ সে তদনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু তা হবে তার ব্যক্তিগত অভিমত।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريرى فى هذا الإسناد وقال ابن حاتم فى روايته ارتأى رجل برأيه ماشاء يعنى عمر

২৮৩৮। জুরায়রী থেকে এ সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি তার নিজস্ব অভিমত অনুসারে বলছেন এবং তিনি হচ্ছেন উমার (রা)।

وحدثنى عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لى عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكى فعاد

২৮৩৯। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব। এর মাধ্যমে আশা করি আল্লাহ

তোমাকে উপকৃত করবেন। তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ এবং উমরাকে একত্রিত (করে আদায়) করেছেন, অতঃপর তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনো এরূপ করতে নিষেধ করেননি এবং তা হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদের কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। আর (অর্শ রোগ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা হিসেবে) গরম লোহার দাগ লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত আমাকে (ফেরেশতাগণ কর্তৃক) সালাম দেয়া হত। কিন্তু আমি যখন দাগ গ্রহণ করলাম তখন সালাম দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। আবার আমি দাগ লাগানো ছেড়ে দিলে পুনরায় আমাকে সালাম দেয়া আরম্ভ হল।

টীকা ঃ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) অর্শ রোগে ভুগছিলেন। তিনি এতে ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে থাকেন। কারণ তিনি রোগ যন্ত্রণায় ধৈর্যহারা হননি। রোগ আরো তীব্রতর হলে তিনি আগুনে লৌহদণ্ড গরম করে স্যাঁক দিতে থাকেন। ফলে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ তার ওপর আসা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন পুনরায় একই রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন সেই গরম স্যাঁক নিলেন না। ফলে তার ওপর আবার আল্লাহর অনুগ্রহ আসতে থাকে।

কিন্তু এ হাদীসের ভিত্তিতে কারো রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। বরং চিকিৎসা গ্রহণের সাথে সাথে রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। কেননা অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছে কেবল বার্ধক্য ব্যতীত" (আবু দাউদ, কিতাবুল তিব্ব)। অপর বর্ণনায় আছে, "অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর।" ইমরান (রা) যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন তা ইসলাম অনুমোদিত ছিল না। কেননা আগুন দিয়ে দেহের কোন অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে ঝলসানো জায়েয নয় যতক্ষণ এর বিকল্প ব্যবস্থা সহজলভ্য হয়।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ

২৮৪০। হুমাইদ ইবনে হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুতাররিফকে বলতে শুনেছি, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আমাকে বলেছেন...। এ হাদীসের বর্ণনা মুআয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا

نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ

২৮৪১। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) মারা গিয়েছিলেন তাতে আক্রান্ত অবস্থায় লোক মারফত তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ আমি তোমার কাছে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি, আশা করি আমার পরে আল্লাহ তোমাকে এর মাধ্যমে উপকৃত করবেন। তবে কথা হল, যদি আমি বেঁচে যাই তাহলে আমার এ কথাগুলো বর্ণনা করবে না বরং গোপন রাখবে। আর যদি আমি মারা যাই তাহলে এটা বলা না বলা তোমার ইচ্ছা। প্রথম কথা হল, আমাকে (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) সালাম দেয়া হয়। দ্বিতীয় কথা হল, আমি ভাল করেই জানি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ মৌসুমে) উমরা ও হজ্জকে একত্র করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে না আল্লাহ তাআলার বাণী নাযিল হয়েছে, আর না আল্লাহর নবী এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আর এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি (উমার) যা কিছু বলেছেন তা তার নিজস্ব অভিমতেরই প্রতিফলন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ

২৮৪২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ এবং উমরাকে একত্রিত করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করা থেকে আমাদের নিষেধ করেননি। এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে যা কিছু বলছেন তা তার নিজস্ব অভিমত।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ.

২৮৪৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তামাত্তু হজ্জ করেছি এবং এর সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়নি। এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে তার নিজের খুশিমত নিজের মত ব্যক্ত করছে।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ

২৮৪৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এ হাদীসে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু হজ্জ করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তামাত্তু করেছি।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

২৮৪৫। আবু রাজাআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে তামাত্তু হজ্জ পালন সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তামাত্তু হজ্জের আয়াত মানসুখকারী কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর জীবদ্দশায় আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। পরে এক ব্যক্তি (উমার) তার নিজের ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক। কিন্তু অন্য ধরনের হজ্জকারীদের হজ্জ চলাকালীন সময়ে তিনদিন এবং হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাতদিন রোযা রাখতে হবে। এই দশদিন রোযা রাখা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرَنَا بِهَا

২৮৪৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত।... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে আছে ঃ এটা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই করেছি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى

حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ.

২৮৪৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু হজ্জ করেছেন। তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধেছেন, অতঃপর হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন এবং পরে কুরবানী করেছেন। তিনি যুল হুলাইফা থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম দ্বারা শুরু করেছেন এবং পরে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন। অন্যান্য লোকেরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ করে তামাত্তু হজ্জ পালন করেছেন। কতক লোক কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিল আর কতক কুরবানীর পশু ছাড়াই এসেছিল। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তাদের কারুর জন্য হজ্জ সমাপনের পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ হারাম তার কোনটিও করা হালাল নয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে মাথা মুড়িয়ে ইহরাম খুলে ফেলে। তারপর তারা যেন হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং কুরবানী করে। তবে যাদের কুরবানী করার সামর্থ্য নেই তারা যেন হজ্জের মধ্যে তিনদিন এবং ঘরে প্রত্যাবর্তন করে সাতদিন (মোট দশদিন) রোযা রাখে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। সর্বপ্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। অতঃপর তিনি সাতবার তাওয়াফ করলেন। এর মধ্যে প্রথম তিনবার দ্রুতগতিতে এবং শেষের চারবার স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর তাওয়াফ শেষ হলে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে সাফায় এসে সাতবার সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর হজ্জ সমাপন করা, কুরবানীর দিন কুরবানী করা এবং মক্কায় ফিরে এসে তাওয়াফে ইফাদার আগ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ হারাম ছিল তা একটিও তিনি নিজের ওপর হালাল করলেন না। অতঃপর তিনি ইহরামের মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণ হালাল হলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেললেন)। আর যারা কুরবানীর জন্তু সাথে এনেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা করেছেন তারাও তাই করেছে।

وَحَدَّثَنِيهِ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৮৪৮। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথের লোকদের তামাত্তু হজ্জ আদায় করা সম্পর্কে যেভাবে আমাকে অবহিত করেছেন– তা আমাকে প্রদত্ত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক তাঁর পিতা আবদুল্লাহর সূত্রে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত তথ্যের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
কিরান হজ্জকারী ইফরাদ হজ্জকারীর সাথে ইহরাম খুলবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ «رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ» زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

২৮৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা ইহরাম খুলে ফেলেছে অথচ আপনি উমরার ইহরাম খুলছেন না এর কারণ কি? তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল একত্রিত করেছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় প্রতীক চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছি। কাজেই এখন কুরবানী করার পূর্বে ইহরাম খুলতে পারছি না।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ «رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ» قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ

২৮৫০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার আপনি যে ইহরাম খুলেছন না?... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا محمد بن المثنى

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ

২৮৫১। হাফসা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, লোকেরা ইহরাম খুলে ফেলেছে অথচ আপনি কেন উমরাহ থেকে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন, আমি আমার কুরবানীর জন্তুর গলায় প্রতীক চিহ্ন বেঁধেছি এবং আমার মাথার চুল একত্রিত করেছি। কাজেই এখন আমি হজ্জ সমাপ্ত না করে ইহরাম খুলতে পারছি না।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

২৮৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। হাফসা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!... মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। 'আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারব না।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ

ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَايَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

২৮৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, বিদায় হজ্জের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। হাফসা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, আপনি কেন ইহরাম খুলছেন না? তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল একত্রিত করে বেঁধে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় প্রতীক চিহ্ন বেঁধেছি। কাজেই এখন আমি আমার কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে ইহরাম খুলতে পারিনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

(হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে) প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয। কিরান হজ্জকারী এক তাওয়াফ ও এক সাঈর মাধ্যমে হজ্জ সংক্ষেপ করতে পারে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، خرج فى الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى

২৮৫৪। নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রাজনৈতিক অরাজকতা চলাকালীন সময়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন ঃ যদি আমরা বায়তুল্লার তাওয়াফে বাধাপ্রাপ্ত[ক] হই তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (বাধাপ্রাপ্ত হয়ে) যেরূপ করেছিলাম সেরূপ করব। অতঃপর যাত্রা করে উমরার ইহরাম বেঁধে অগ্রসর হলেন এবং 'বায়দা' নামক স্থানে পৌছে সাথীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের হুকুম এক। কাজেই আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি আমার নিজের ওপর উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব করেছি। এরপর আবার পথ চলা আরম্ভ করে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছে সাতবার তা (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ালেন। তিনি এর অতিরিক্ত কিছু করলেন না।[খ] আর এতটুকু করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন এবং কুরবানী করলেন।

টীকা (ক) ঃ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) নিহত হওয়ার বছরের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

টীকা (খ) ঃ কিরান হজ্জকারী একই ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ করতে পারে এবং উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ এবং সাঈ যথেষ্ট।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن

عبيد الله حدثنى نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل

الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ

২৮৫৫। নাফে' বর্ণনা করেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যে বছর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) [ইবনে উমার (রা.)কে] বলেন ঃ "আপনি এ বছর হজ্জ না করলে কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমাদের ভয় হচ্ছে, লোকদের মধ্যে হয়ত গৃহযুদ্ধ বাঁধতে পারে। ফলে আপনি ও অন্যান্য লোকেরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, যদি আমাদের ও কা'বার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে আমি সেরূপ করবো যেমনটি করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ কাফেরদের দ্বারা কা'বা শরীফ তাওয়াফে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে। আমি তখন তাঁর সাথেই ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার আরো বললেন, "তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমার ওপর উমরাহ ওয়াজিব করেছি। এবার তিনি রওয়ানা হয়ে 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌছে উমরার ইহরাম বেঁধে নিয়ে বললেন, যদি আমি সুযোগ পাই, উমরাহ আদায় করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ করব। আর তখন আমি তাঁর সাথেই ছিলাম। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" এরপর তিনি আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং "বায়দা" নামক স্থানে এসে বললেন– "হজ্জ ও উমরার একই হুকুম"। যদি উমরাহ আদায়ে বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে হজ্জ আদায়

করারও সুযোগ হবে না। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, "আমি উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়ত করেছি।" তারপর তিনি আবার পথ চলতে লাগলেন এবং 'কুদাইদ' নামক স্থান থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করলেন। তিনি হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের জন্য মাত্র একবার (৭ পাক) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে (৭ পাক) সাঈ করলেন। তারপর তিনি ইহ্রাম অবস্থায়ই রইলেন এবং হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন দু'টি (হজ্জ ও উমরাহ) থেকেই ইহরাম খুললেন।

وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

২৮৫৬। নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইবনে যুবায়েরের (রা) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন ইবনে উমার (রা) হজ্জ করার সংকল্প করেছিলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসের শেষাংশে তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছে (অর্থাৎ হজ্জে কিরানের ইহরাম বেঁধেছে– তাঁর জন্য একই তাওয়াফ যথেষ্ট এবং (হজ্জ ও উমরাহ) উভয়ের আনুষ্ঠানিকতা সমাপন না করা পর্যন্ত সে ইহরাম খুলবে না।"

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ اشْهَدُوا «قَالَ ابْنُ رُمْحٍ» أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا

اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৮৫৭। নাফে' বর্ণনা করেন, হাজ্জাজ যে বছর ইবনে যুবায়েরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল সে বছর ইবনে উমার (রা) হজ্জের সংকল্প করলে তাঁকে বলা হল, "লোকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। তাই আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আপনাকে হয়ত হজ্জ করতে দিবে না। তিনি বললেন– "রাসূলের জীবনের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন আমিও তা-ই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি নিজের ওপর উমরাহ ওয়াজিব করেছি। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছে বললেন, "হজ্জ ও উমরার হুকুম (নিয়মাবলী) একই। তোমরা সাক্ষী থাক" ইবনে উমারের বর্ণনায় আছে ঃ (তিনি বলেছেন), আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকেও ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি 'কুদাইদ' নামক স্থান থেকে কুরবানীর পশু কিনলেন। তারপর তিনি উমরাহ ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম বেঁধে অগ্রসর হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে কেবলমাত্র একবার বায়তুল্লার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ করলেন। আর তিনি কুরবানীর দিনের পূর্বে কুরবানী করেননি, চুল কাটেননি, মাথা মুড়াননি এবং ইহরামের মধ্যে যেসব কাজ করা হারাম তার কোন একটিও করেননি। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায়ই থেকে গেলেন। তারপর কুরবানীর দিন আসলে তিনি কুরবানী করলেন এবং মাথা মুড়ালেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, একই তাওয়াফে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের তাওয়াফ আদায় হয়ে যায়। ইবনে উমার (রা) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ

فِى آخِرِ الْحَدِيثِ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ

২৮৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে অপর একটি সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, এ হাদীসের প্রথমাংশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখ নাই। অর্থাৎ ইবনে উমারকে যখন বলা হল, গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিরা আপনাকে বায়তুল্লায় উপস্থিত হতে বাধা দেবে। তখন তিনি বললেন, যদি তাই হয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, আমিও তাই করব। এ হাদীসের শেষাংশেও এ কথাটুকু উল্লেখ নাই ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন।' লাইসের বর্ণনায়ই এটা উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

ইফরাদ ও কিরান হজ্জের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى رِوَايَةِ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

২৮৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুধুমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছি। ইবনে আওনের বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন।

وَحَدَّثَنِى سُرَيْجُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

২৮৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। বাক্‌র বলেন, আমি এ নিয়ে ইবনে উমারের (রা) সাথে আলাপ করলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। পরে আমি আনাসের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে ইবনে উমারের (রা) উক্তি সম্বন্ধে তাঁকে জানালে তিনি বললেন, তোমরা তো আমাদেরকে ছেলেমানুষ মনে করছো! আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (হে আল্লাহ! আমি) "তোমার সমীপে উমরাহ ও হজ্জ (উভয়)-এর জন্য উপস্থিত।" (অর্থাৎ তিনি কিরান হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন)।

وحدثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ ابْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا

২৮৬১। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করতে দেখেছেন। রাবী (বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ) বলেন, পরে এ সম্বন্ধে আমি ইবনে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলাম। তারপর আমি আনাসের (রা) কাছে ফিরে গিয়ে ইবনে উমারের বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, (তোমরা মনে কর) আমরা যেন ছেলেমানুষ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম ও তারপর সাঈ করা মুস্তাহাব।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

২৮৬২। আবরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইবনে উমারের (রা) কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আরাফাতের ময়দানে

যাবার আগে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে নেয়া কি আমার জন্য জায়েয? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে লোকটি বললো, ইবনে আব্বাস (রা) তো বলেন, আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। এবার ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছেন এবং আরাফাতে যাবার আগেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে রাসূলের বাণী গ্রহণ করবে, না ইবনে আব্বাসের কথা?

وحدثنا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

২৮৬৩। আবরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করল, আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি, আমি কি (এখন) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, তোমাকে কে তা করতে নিষেধ করছে? সে বলল, আমি অমুকের ছেলেকে এটা অপছন্দ করতে দেখেছি। আর আপনি আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়; আমরা লক্ষ্য করেছি দুনিয়া তাকে প্রলুব্ধ করেছে। তিনি বললেন, আমাদের বা তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক আছে যাকে দুনিয়া প্রলুব্ধ করেনি? তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে দেখেছি। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে অমুক ব্যক্তির সুন্নাত অনুসরণ করার পরিবর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করাই হচ্ছে তোমার কাজ।

حدثني زُهَيْرُ

بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٥

২৮৬৪। আমর ইবনে দীনার বলেন, আমি ইবনে উমারের (রা) কাছে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যে উমরার ইহরাম বেঁধে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ায়নি; সেকি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ালেন। বস্তুতঃ রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

২৮৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

উমরার ইহরামকারী তাওয়াফ করার পর এবং সাঈ করার পূর্বে ইহরাম খুলতে পারবে না। হজ্জের ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদূম করেই ইহরাম খুলতে পারবে না। কিরান হজ্জকারীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذٰلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذٰلِكَ قَالَ

بِئْسَ مَاقَالَ فَتَصَدَّانِى الرَّجُلُ فَسَأَلَنِى فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَمَاشَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلَا ذٰلِكَ قَالَ فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لَاأَدْرِى قَالَ فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِى بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِى أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا قُلْتُ لَاأَدْرِى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَتِى حِينَ تَقْدَمَانِ لَاتَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَاتَحِلَّانِ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِى أُمِّى أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِىَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذٰلِكَ

২৮৬৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাহমান বর্ণনা করেন, ইরাকের এক ব্যক্তি তাকে বলল, উরওয়াহ ইবনে যুবায়েরের কাছে আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করুন, এক ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষ করবে তখন কি সে হালাল হয়ে যাবে না ইহরাম অবস্থায় থাকবে? যদি তিনি আপনাকে বলেন, ইহরাম ভাংগবে না, তাহলে তাকে বলুন, এক ব্যক্তি তো এটাই (হালাল হয়ে যাওয়ার কথাই) বলেন। রাবী বলেন, তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হজ্জের ইহরামকারী হজ্জ সমাপনের

পূর্বে ইহরাম ভাংগে না। এবার আমি বললাম, এক ব্যক্তি তো এ কথাই বলেন, তিনি (উরওয়াহ) বললেন, সে যা বলেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক কথা। পরে সে ব্যক্তি (ইরাকী) এসে আমার সাথে দেখা করে উল্লিখিত বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। আমি তার কাছে উরওয়ার বক্তব্য তুলে ধরলাম। সে বলল, আপনি তাঁকে আবার বলুন– "এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেছেন, আর আসমা ও যুবায়ের (রা) উভয়েরই বা এরূপ করার পেছনে কি কারণ আছে?" রাবী বলেন, তারপর আমি উরওয়ার কাছে গিয়ে এ কথা বললে তিনি বললেন, কে বলেছে? আমি বললাম, আমি তাকে চিনি না। তিনি বললেন, সে নিজে এসে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করে না? আমার মনে হয় সে ইরাকের কোন লোক হবে। আমি বললাম, আমি জানি না। তিনি বললেন, সে লোক মিথ্যা বলেছে। কারণ আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের জন্য মক্কায় এসে সর্বপ্রথম ওযু করেছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তারপর আবু বাক্‌র (রা) হজ্জ করেছেন এবং তিনিও সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফের মাধ্যমে শুরু করেছেন। তিনি ভিন্ন কিছু করেননি। (অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেননি)। তারপর উমারও (রা) অনুরূপ করেছেন। এরপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। তখনও আমি তাকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের মাধ্যমে হজ্জের অনুষ্ঠান শুরু করতে দেখেছি, তিনিও ভিন্ন কিছু করেননি। অতঃপর মু'আবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) অতঃপর আমি আমার পিতা যুবায়ের ইবনে আও'আমের সাথে হজ্জ করেছি, তারাও সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফের মাধ্যমে হজ্জ শুরু করেছেন এবং অন্য কিছু করেননি। তারপর আমি মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়কে এ কাজ করতে দেখেছি, তারাও ভিন্নরূপ কিছু করেননি। সবশেষে আমি এ কাজ ইবনে উমারকে (রা) করতে দেখেছি। তিনিও হজ্জকে উমরায় পরিণত করে ইহরাম ভেঙ্গে দেননি। আর ইবনে উমার (রা) তো তাদের মাঝেই মওজুদ রয়েছে; তারা কেন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করছে না। এ ছাড়া যারা চলে গেছেন এদের সকলেই মক্কায় পদার্পণ করে সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, অতঃপর কেউই ইহরাম খুলে ফেলেননি। এমনকি আমি, আমার মা ও খালাকে দেখেছি, তারা মক্কায় এসে প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন এবং (হজ্জ ও উমরার কাজ সমাপনের আগে) ইহরাম খুলেননি। আর আমার মা আমাকে আরো জানিয়েছেন তিনি, তার বোন, যুবায়ের এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসেছেন এবং হজরে আসওয়াদে চুমা দেবার পর (অর্থাৎ উমরার অনুষ্ঠান শেষ করে) ইহরাম খুলে তাঁরা হালাল হয়েছেন। আর এ ব্যাপারে যা কিছু সেই ইরাকী লোকটি উল্লেখ করেছে তা (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর হালাল হওয়ার বর্ণনাটি) মিথ্যা।

টীকা ঃ মূল শব্দ হচ্ছে لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ অর্থাৎ "ভিন্ন কিছু নয়।" যদি শব্দটি لَمْ يُغَيِّرْهُ হয় তাহলে এর অর্থ হবে, "তিনি তা পরিবর্তন করেননি।"

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج خ وحدثني زهير ابن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدى فليحلل فلم يكن معي هدى فحللت وكان مع الزبير هدى فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك

২৮৬৭। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে।" আমার সাথে কুরবানীর পশু ছিলনা তাই আমি ইহ্‌রাম খুলে ফেললাম। আর (আমার স্বামী) যুবায়েরের (রা) সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাই তিনি ইহ্‌রাম খুলেননি। রাবী বলেন, আমি কাপড় পরলাম এবং বের হয়ে যুবায়েরের কাছে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে চলে যাও (কারণ আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি)! (এ কথা শুনে) আমি কৌতুকের ছলে বললাম, তোমার কি ভয় হচ্ছে যে, আমি তোমার গায়ে পড়ে কিছু ঘটিয়ে ফেলবো?

وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك

২৮৬৮। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম।... হাদীসের বাকি অংশ ইবনে জুরাইজ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এখানে রাবী আরো উল্লেখ করেছেন, যুবায়ের (রা) বললেন, তুমি আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও; দূরে চলে যাও। আমি (আসমা) বললাম, তোমার কি ভয় হচ্ছে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

وحدثني هرون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما ، حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال هرون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله

২৮৬৯। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আসমা বিনতে আবু বাক্‌রের মুক্ত করা গোলাম আবদুল্লাহ তাকে বলেছেন, আসমা যখনই হাজুন (পাহাড়ের)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তাকে এ কথা বলতে শুনতেন– "আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর শান্তি ও করুণা বর্ষণ করুন! আমরা তাঁর সাথে এখানে অবতরণ করেছি। সে সময় আমাদের সাথে আসবাব-পত্র, সওয়ারী ও রসদপত্র কম ছিল (অর্থাৎ আমরা সাদা-সিদাভাবে ও পার্থিব চিন্তা মুক্ত ছিলাম)। তারপর আমি ও আমার বোন আয়েশা, যুবায়ের ও অমুক, অমুক ব্যক্তি উমরাহ করলাম। যখন আমরা বায়তুল্লাহ স্পর্শ করলাম, (অর্থাৎ তাওয়াফ ও সাঈ সমাপন করলাম) ইহরাম খুলে ফেললাম। তারপর রাতে আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। বর্ণনাকারী হারুন তার বর্ণনায় শুধু "আসমার মুক্ত করা গোলাম" কথাটি বলেছেন এবং 'আবদুল্লাহ' নাম উল্লেখ করেননি।

حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

২৮৭০। মুসলিম আল-কুররী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে তামাত্তু হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তা করতে অনুমতি দিলেন। আর ইবনে যুবায়ের (রা)

তা করতে নিষেধ করতেন। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এখানে ইবনে যুবায়েরের মা আছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করার অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। রাবী বলেন, পরে আমরা তার কাছে গেলাম এবং দেখলাম, তিনি একজন মোটা ও অন্ধ মহিলা। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ তামাত্তু করার অনুমতি দিয়েছেন।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ

২৮৭১। শু'বা এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুর রাহমানের বর্ণনায় শুধু "মুত'আ" শব্দের উল্লেখ রয়েছে। 'হজ্জে তামাত্তু' বলা হয়নি। আর জা'ফরের বর্ণনায় তিনি বলেছেন, শু'বা বলেছেন, মুসলিম বলেছেন– আমি জানিনা, হজ্জের মুত'আর কথা বলা হয়েছে না মহিলাদের মুত'আর (সাময়িক বিয়ের) কথা বলা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ

২৮৭২। মুসলিম আল-কুররী বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যেসব সাহাবীর সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাঁরা ছাড়া অন্যান্য সকলেই ইহরাম খুলে ফেলল। আর তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) কুরবানীর পশু সাথে আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে তিনি ইহরাম খুলেননি।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا

২৮৭৩। ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার আমার কাছে এ হাদীস বলেছেন, তাঁর কাছে বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর, তার কাছে এ সনদে শু'বা। কিন্তু এখানে তিনি একথাগুলোও উল্লেখ করেন– যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনেনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং অন্য এক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই তারা দু'জনেই ইহরাম খুলে ফেললেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

হজ্জের মাসগুলোতে উমরাহ করা জায়েয হবার বর্ণনা।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ

২৮৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা হজ্জের মাসগুলোতে উমরাহ করাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও বড় গুনাহের কাজ মনে করত এবং মুহাররম মাসকে সফর মাসে পরিণত করত। আর তারা বলত, যখন উটের পিঠ ভাল হয়ে যাবে, হাজীদের যাতায়াতের ফলে সৃষ্ট উটের পায়ের চিহ্ন মিটে যাবে ও সফরের মাস অতিবাহিত হবে তখন উমরাহ আদায়কারীর জন্য উমরাহ করা জায়েয হবে। (তারপর যখন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ৪ঠা যিল্‌হজ্জ ভোরে ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমন করলেন। তিনি তাদেরকে এ হজ্জকে উমরায় পরিণত করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এটা তাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হল। তাই তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন ধরনের হালাল হব (অর্থাৎ পুরাপুরি ইহরাম খুলব না কিছু কিছু কাজ থেকে বিরত থাকব)? জবাবে তিনি বললেন, সম্পূর্ণ হালাল হবে (অর্থাৎ কোন কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই)।

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة

২৮৭৫। আবুল 'আলিয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তিনি যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হবার পর (মক্কায়) এসে পৌঁছলেন। ফজরের নামায পড়া শেষ করে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করতে চায়, সে তা করতে পারে।

وحدثناه إبراهيم بن دينار حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمي فإنه لم يقله

২৮৭৬। শো'বা থেকে এ সূত্রে রাওহ, আবু শিহাব এবং ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর সবাই উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাওহ এবং ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর নসরের অনুরূপ বলেছেন। অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।" আর আবু শিহাবের বর্ণনায় আছে, "আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওনা হলাম।" আর জাহদামী ব্যতীত তাদের সবার বর্ণনায় আছে, "তিনি বাতহা নামক স্থানে ফজরের নামায পড়লেন" কিন্তু তার বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নেই।

وحدثنا هرون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن أبي العالية

الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً

২৮৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ যিলহজ্জ মাসের (প্রথম দশকের) চারদিন গত হবার পর হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে পৌছলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করার হুকুম দিলেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى وَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ

২৮৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কার অনতি দূরে) "যী-তুয়া" নামক উপত্যকায় ফজরের নামায পড়লেন। তিনি যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হবার পর মক্কায় পৌছলেন। তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না তিনি তাদের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দিলেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উমরাহ (এমন একটি ইবাদত) যার মাধ্যমে আমরা লাভবান

হয়েছি। সুতরাং যার কাছে কুরবানীর জন্তু নেই সে যেন ইহরাম খুলে সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যায়। কেননা এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের সময় উমরাহ আদায় করা জায়েয হয়ে গেল।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

২৮৮০। শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জামরাহ আদ্‌দুবাঈকে বলতে শুনেছি, আমি তামাত্তু হজ্জ আদায় করলে লোকেরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। তবে আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তা করার পক্ষে নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, তারপর আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, "উমরাহ ও হজ্জ দু'টিই কবুল হয়েছে।" রাবী বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান), আল্লাহু আকবর, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

কুরবানীর পশুর গলায় মালা দেয়া এবং এগুলোকে চিহ্নিত করার বর্ণনা।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج

২৮৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যুল হুলায়ফা" নামক স্থানে যোহরের নামায আদায়ের পর তাঁর (কুরবানীর)

উষ্ট্রী আনালেন এবং তার পিঠের উঁচু হাড় বা কুঁজের ডান পাশে জখম করে দিলেন এবং রক্ত প্রবাহিত করলেন। আর একজোড়া জুতার মালা গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর আরোহণ করলেন। তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে "বায়দা" নামক স্থানে সোজা হল, তিনি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধলেন)।

টীকা ঃ কুরবানীর পশুর পিঠের উঁচু হাড় বা কুঁজ খানিকটা জখম করা ও গলায় মালা পরানোর উদ্দেশ্য হল, পশুটিকে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা। যাতে এ পশুটি হারিয়ে গেলে সন্ধান মেলে এবং একে কেউ কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। ইমাম আবু হানিফার মতে জখম করা নাজায়েয এবং অপরাপর ইমামদের মতে জায়েয। ইমাম সাহেবের এ মতের সমালোচনাকারীগণ বলেছেন, হয়ত তাঁর কাছে জখম করা সম্পর্কিত এসব সহীহ হাদীস পৌঁছেনি। ফাতহুল মুলহিমে বলা হয়েছে, ইমাম সাহেব দাগ দিতে নিষেধ করেননি বরং এমনভাবে আহত করতে নিষেধ করেছেন যে রূপ করলে পশুটির যথেষ্ট কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ৩১০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ

২৮৮২। কাতাদা থেকে এ সূত্রে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে আসলেন।" 'তিনি এখানে যোহরের নামায পড়েছেন' একথা কাতাদার বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
ইহরাম খোলার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের (রা) ফতোয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ

২৮৮৩। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হাস্‌সান আল আ'য়াজের কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বনী জুহায়েম গোত্রের এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে (রা)

বলল, হে ইবনে আব্বাস! আপনার ফতোয়া– "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ (কুদুম) করলো সে হালাল হয়ে গেল"– এটা নিয়ে তো লোকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে বা তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে? তখন তিনি বললেন, এটা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, যদিও এতে তুমি অসম্মত হও বা বিরোধিতা কর।

وحدثنى أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا أحمد بن إسحق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبى حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم

২৮৮৪। কাতাদা আবু হাস্‌সান থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাসকে (রা) বলা হল, লোকদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করল তার ইহরাম খুলে গেল এবং সে হালাল হয়ে গেল; সে তার তওয়াফকে উমরায় পরিণত করলো। তখন তিনি বললেন, এটা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। যদিও তোমরা এতে অসম্মত হও বা অপছন্দ কর।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبى صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا فى حجة الوداع

২৮৮৫। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, "হাজ্জ আদায়কারী বা উমরা আদায়কারী বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেই হালাল হয়ে যায়। রাবী বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইবনে আব্বাস একথা কিসের ভিত্তিতে বলেন? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– "সুম্মা মাহিল্লুহা ইলাল বাইতিল 'আতীক" (সূরা হজ্জ ঃ ৩৩) থেকে। (এই কুরবানীর স্থান হল প্রাচীন ঘর কা'বা)। আমি বললাম, এটা তো আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর। তিনি ('আতা)

বললেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের আগে হোক, পরে হোক বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেই হালাল হয়ে যাবে। তিনি একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ থেকে গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে, তিনি বিদায় হজ্জে তাদেরকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

টীকা ঃ ইবনে আব্বাসের (রা) মাযহাব অনুযায়ী বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (আগমনী তাওয়াফ) করার সাথে সাথে যে কোন ব্যক্তি ইহরাম খুলে ফেলবে (উমরাহ করার মাধ্যমে)। তাঁর এই মত জমহুরের পরিপন্থী। কেননা তাদের মতে কোন ব্যক্তি কেবল তাওয়াফ করেই ইহরাম খুলতে পারেনা। আরাফাতে অবস্থান, জামরায় আকাবার প্রস্তর নিক্ষেপ, মাথা কামানো, কুরবানী করা এবং তাওয়াফে যিয়ারাত (আফারাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফ) করার পরই একজন হাজী ইহরাম খুলতে পারে। তবে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সাথে কুরবানীর পশু না এনে থাকে তাহলে সে তাওয়াফ, সাঈ এবং চুল কাটানোর পর ইহরাম খুলতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অনুমতিকে নিজের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন তা ছিল কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই নির্দিষ্ট। আর উল্লেখিত আয়াতও তার পক্ষে দলীল হতে পারেনা। কারণ এতে কেবল কুরবানীর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ) বলেছেন, "ইবনে আব্বাসের উল্লিখিত বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে উমরাহ থেকে মুক্ত হওয়া। এখানে 'তাওয়াফ' শব্দটির মধ্যে সাঈকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইবনে আব্বাসের ফতোয়ার এরূপ ব্যাখ্যা করলে জমহুরের সাথে তার আর মতবিরোধ থাকে না"– ফতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

উমরাহ পালনকারীর চুল ছোট করাই যথেষ্ট, মুড়িয়ে ফেলা বাধ্যতামূলক নয়। মারওয়ায় চুল কাটা বা ছাঁটা মুস্তাহাব।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ

২৮৮৬। তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমাকে মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, তুমি কি একথা জান যে, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল একটি কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিয়েছি? তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি তো দেখছি এটা আপনার বিপক্ষে দলীল।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى

الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ

২৮৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন, মারওয়ায় আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি মারওয়ায় কাঁচি দিয়ে তাঁর চুল ছাঁটতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

হজ্জের মধ্যে তামাত্তু এবং কিরান করা জায়েয।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

২৮৮৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের তালবিয়া উঁচুস্বরে পাঠ করতে করতে যাত্রা করলাম। অতঃপর আমরা যখন মক্কায় পৌছলাম, তিনি আমাদের হজ্জকে উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলো তারা এ নির্দেশের বাইরে ছিল। তারপর ৮ই যিলহজ্জ আসলে আমরা মিনার দিকে রওয়ানা হলাম এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا

২৮৮৯। জাবির ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা সমস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কায় এসে পৌছলাম।

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا

২৮৯০। আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক বক্তি এসে বললো, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের দু'টি মুত'আ নিয়ে মতভেদ করছেন। তখন জাবির (রা) বললেন, আমরা এ দু'টি (মহিলাদের সাথে মুত'আহ ও হজ্জের মুত'আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় করেছি। তারপর উমার (রা) আমাদেরকে এ দু'টি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমরা আর এ দু'টি কাজ করিনি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ.

২৮৯১। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আলী (রা) ইয়ামন থেকে হজ্জে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি (জবাবে) বললেন, (আমি ইহরাম বাঁধার সময় বলেছি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ইহরাম বেঁধেছেন আমার ইহরামও তা-ই। তিনি বললেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে অবশ্যি আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ لَحَلَلْتُ

২৮৯২। সুলাইম ইবনে হাইয়ান থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে বাহযের বর্ণনায় لَأَحْلَلْتُ শব্দের পরিবর্তে لَحَلَلْتُ শব্দ রয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحٰقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

২৮৯৩। ইয়াহইয়া ইবনে আবু ইসহাক, আবদুল আযীয ইবনে সুহায়েব এবং হুমায়েদ বর্ণনা করেন, তাঁরা আনাসের (রা) কাছে শুনেছেন, তিনি (আনাস) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অর্থাৎ তিনি তখন বলছিলেন لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا "হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে) 'উমরাহ ও হজ্জ (দুটিই) করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত' আমি উমরাহ ও হজ্জের জন্য তোমার কাছে হাজির।"

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحٰقَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَقَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ.

২৮৯৪। আনাস থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় কেবল সামান্য শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا

২৮৯৫। হানযালা আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ সেই মহান

সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! মরিয়মের পুত্র (ঈসা আ.) রাওহা নামক ঘাঁটি থেকে হজ্জ বা উমরার অথবা হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের একসাথে ইহরাম বাঁধবেন।

وحدثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

২৮৯৬। ইবনে শিহাব থেকে এ সনদে উপরোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় "সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন"-এর পরিবর্তে যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন কথাটি উল্লেখ রয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا

২৮৯৭। হানযালা ইবনে আলী আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ!... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরার সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট তারিখের বর্ণনা।

حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

২৮৯৮। কাতাদা বর্ণনা করেন, আনাস (রা) তাঁকে অবহিত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট চারটি উমরাহ আদায় করেছেন। এর মধ্যে বিদায় হজ্জের সাথে যে উমরাহ করেছেন, এ ছাড়া বাকি সব ক'টিই যিলকাদ মাসে করেছেন। তাঁর প্রথম উমরা ছিল হুদায়বিয়ার বছর, যিলকা'দ মাসে, দ্বিতীয় উমরাহ তার পরবর্তী তৃতীয়

উমরা, "জিইররানা" নামক স্থান থেকে, যেখানে বসে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের বন্টন করেছেন সেখান থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। এটিও যিলকা'দ মাসে ছিল এবং চতুর্থ বা সর্বশেষ উমরা তিনি তার (বিদায়) হজ্জের সাথে আদায় করেছেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب

২৮৯৯। কাতাদা বর্ণনা করেন, আমি আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়বার হজ্জ করেছেন"? তিনি বললেন, একবার হজ্জ করেছেন এবং চারবার উমরা করেছেন।... হাদীসের বাকি অংশ হাদ্দাব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني زهير بن حرب

حدثنا الحسن بن موسى أخبرنا زهير عن أبي إسحق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو إسحق وبمكة أخرى

২৯০০। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, "সতেরটি।" রাবী বলে, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি যুদ্ধ করেছেন। আর হিজরাতের পরে শুধু একবার হজ্জ করেছেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। আবু ইসহাক বলেন, মক্কায় অর্থাৎ হিজরতের আগেও একটি হজ্জ করেছেন।

وحدثنا هرون بن عبد الله أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال فقلت يا أبا عبد الرحمن

أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ
مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ
إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ

২৯০১। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি ও ইবনে উমার (রা) আয়েশার (রা) হুজরার সাথে ঠেস লাগিয়ে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি মেসওয়াক করছিলেন আর আমি তাঁর মেসওয়াক করার শব্দ শুনছিলাম। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রাহমান! (ইবনে উমারের ডাক নাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রজব মাসে উমরাহ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, হে আমাদের মা! আবু আবদুর রাহমান যা বলছেন আপনি কি তা শুনেছেন? তিনি বললেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, তিনি বলছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরাহ করেছেন।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ আবু আবদুর রাহমানকে ক্ষমা করুন! আমার জীবনের কছম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরাহ করেননি। যতবার তিনি উমরাহ করেছেন প্রতিবার সে তাঁর সাথেই ছিল। রাবী বলেন, ইবনে উমার আয়েশার এ কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি না বা হ্যাঁ কিছুই বলেননি এবং নীরব ছিলেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللّٰهِ
ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ
فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي
الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ
قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ

أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

২৯০২। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও 'উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রা) মসজিদে (নববীতে) ঢুকে দেখলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আয়েশার (রা) হুজরার কাছে বসে আছেন এবং লোকেরা মসজিদে চাশত নামায পড়ছে। তখন আমি তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে) তাঁদের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা বিদ'আত[১]। এরপর 'উরওয়াহ তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রাহমান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়বার উমরাহ করেছেন? তিনি বললেন, চারবার উমরাহ করেছেন এবং এর মধ্যে একবার রজব মাসে করেছেন। তখন আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা বা তার কথার প্রতিবাদ করা সমীচীন মনে করলাম না। আমরা হুজরার মধ্যে আয়েশার (রা) মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম। উরওয়া (রা) বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রাহমান যা বলছেন আপনি কি তা শুনেছেন? আয়েশা (রা) বললেন, সে কি বলছে? উরওয়া বললেন, উনি বলছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন, এর মধ্যে একবার করেছেন রজব মাসে। এবার আয়েশা (রা) বললেন, "আল্লাহ আবু আবদুর রাহমানের ওপর রহম করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবারের উমরায় সে তাঁর সাথেই ছিল এবং তিনি রজব মাসে কখনো 'উমরাহ করেননি[২]।

টীকা-১ ঃ মসজিদে একত্রিত হয়ে ফরয নামাযের মত গুরুত্ব দিয়ে নফল পড়াকে তিনি বিদ'আত বলেছেন নামাযকে বিদ'আত বলা তার উদ্দেশ্য নয়।

টীকা-২ ঃ সম্ভবত আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরাহ পালনের সঠিক তারিখ ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি রজব মাসের কথা বলেছেন। যখন আয়েশা (রা) তার কথার বিরোধিতা করেছেন তখন তিনি তার প্রতি উত্তর না করে চুপ থেকেছেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রহ) বলেছেন, ইবনে উমারের (রা) এ বক্তব্য সঠিক নয় বরং তিনি ভুল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

রমযান মাসে উমরাহ করার ফযীলত।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

২৯০৩। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) আমাদের সাথে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে বললেন, "তুমি কেন আমাদের সাথে হজ্জ করতে গেলে না? রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস এ মহিলার নামও বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। জবাবে মহিলা বলল, আমাদের কাছে পানি বহনের জন্য মাত্র দু'টি উট ছিল, এর একটিতে আমার স্বামী ও ছেলে হজ্জে গেছেন এবং অপরটি আমাদের পানি বহনের জন্য রেখে গেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে, এরপর যখন রমযান মাস আসবে তুমি উমরাহ করে নেবে। কেননা রমযানে উমরাহ আদায় করায় হজ্জের সমান সওয়াব লাভ করা যায়।

টীকা ঃ এর অর্থ এই নয় যে, রমযান মাসে উমরা আদায় করলে হজ্জ আদায়ের প্রয়োজন নেই। সে মহিলার ওপর হজ্জ ফরয ছিল না। কারণ তার কাছে সাওয়ারী ছিল না। তাছাড়া এখানে রমযান মাসে ইবাদতের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي

২৯০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "উম্মে সিনান" নামক এক আনসার মহিলাকে বললেন ঃ তুমি আমাদের সাথে হজ্জে গেলে না কেন? সে বলল, অমুকের বাপের (স্বামী) মাত্র দু'টি উট আছে। একটিতে সে এবং ছেলে হজ্জে গেছে এবং অপরটি দিয়ে আমাদের গোলামরা পানি বহন করে। তিনি বললেন ঃ রমযান মাসে উমরাহ আদায় করায় হজ্জের সমান বা আমার সাথে হজ্জ করার সমান সওয়াব পাওয়া যায় (অতএব তুমি এই সুযোগ নাও)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

"উঁচু ভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা ও নিম্নভূমি দিয়ে বেরিয়ে আসা এবং যে পথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করা হয়েছে অপর পথ দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসা মুস্তাহাব।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

২৯০৫। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে) শাজারার রাস্তার দিয়ে বের হতেন এবং মুআররাসের রাস্তা ধরে প্রবেশ করতেন। আর মক্কায় প্রবেশের সময় তিনি উঁচু টিলার পথ দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং বেরিয়ে আসার সময় নিম্নভূমি দিয়ে বেরিয়ে আসতেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

২৯০৬। 'উবায়দুল্লাহ থেকে এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। যুহাইরের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বাতহার উঁচু পথে মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

২৯০৭। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন, উঁচু ভূমি দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নিচু ভূমি দিয়ে বেরিয়ে আসঁলেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

২৯০৮। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু দিকে অবস্থিত "কাদাআ" উপত্যকা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা মক্কার উঁচু দিকে অবস্থিত কাদা'আ উপত্যকা ও নিচু দিকে অবস্থিত কাদা'আ উপত্যকা উভয়টির নিকট দিয়ে ঢুকতেন। তবে অধিকাংশ সময় উঁচু দিকে অবস্থিত কাদা'আ দিয়ে ঢুকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে "যী-তুওয়া" নামক স্থানে রাতে অবস্থান করা এবং গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِى طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ

২৯০৯। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর হওয়া পর্যন্ত "যী-তুওয়া" নামক স্থানে রাত কাটালেন। অতঃপর ভোরে মক্কায় প্রবেশ করলেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহও (রা) এরূপ করতেন। আর ইবনে সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি যী-তুওয়ায় ফজরের নামায পড়েছেন। ইয়াহইয়া বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, ভোর হওয়া পর্যন্ত।

وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِى طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ

২৯১০। নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) "যীতুওয়ায়" রাত কাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন না। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন, আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, "তিনিও এটা করেছেন।"

وحدثنا محمد بن

إسحق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة

২৯১১। নাফে' বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসতেন যীতুওয়া নামক স্থানে অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত কাটাতেন, এমনকি ফজরের নামাযও এখানে পড়তেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান হল, একটি মোটা টিলার ওপর। তবে সেখানে যে মসজিদ পরবর্তীকালে বানানো হয়েছে সে টিলা তার মধ্যে নয় বরং তার নিচের মোটা টিলার ওপর।

حدثنا محمد بن إسحق

المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشر أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم

২৯১২। নাফে' (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার পাশে অবস্থিত বড় পাহাড় ও তাঁর মধ্যখানে দু'টি টিলার দিকে মুখ করলেন এবং সেখানে যে মসজিদ বানানো হয়েছিল তা ছিল টিলার বাম দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান দশ গজ বা

অনুরূপ দূরে কালো টিলাটির নিচে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি তোমার ও কা'বার পাশের বড় পাহাড়ের টিলা দু'টির দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীতুওয়া নামক স্থানে (মক্কার উপকণ্ঠের একটি জনবসতি যা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত) রাত কাটানো এবং গোসল করে সকাল বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর (রহ) মতে, এর মধ্যে যে ভাবধারা নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে– লোকেরা সজীব মন নিয়ে আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা হৃদয়ংগম করে মক্কায় প্রবেশ করে পূর্ণ শক্তি ও আবেগ-অনুভূতি সহকারে কা'বাঘর তাওয়াফ করবে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫
হজ্জের প্রথম তাওয়াফ এবং উমরার তাওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

২৯১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথমবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন, প্রথম তিনবার ঘনঘন পা ফেলে জোর কদমে চলতেন এবং পরের চারবার স্বাভাবিকভাবে চলতেন। আর যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন তখন ঢালু স্থানের ওপর দিয়ে দৌড়িয়ে চলতেন। ইবনে উমারও (রা) এরূপ করতেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

২৯১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ এবং উমরায় প্রথমবার তাওয়াফে প্রথম তিনবার দৌড়িয়ে চলতেন এবং শেষের চারবার

স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। তারপর দু'রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াতেন।

وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع

২৯১৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন মক্কায় আসতেন প্রথমবার তাওয়াফেই হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতেন এবং সাত পাক তাওয়াফের মধ্যে কেবল প্রথম তিনবারে রমল করতেন। অর্থাৎ হাত ঝুলিয়ে লম্বা কদমে প্রদক্ষিণ করতেন।

وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا

২৯১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রথম তিন পাকে দ্রুত হেঁটেছেন এবং পরবর্তী চারপাকে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটেছেন।

وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله

২৯১৭। নাফে' বলেন, ইবনে উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) পর্যন্ত দৌড়িয়ে প্রদক্ষিণ করেছেন এবং বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন।"

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ

২৯১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে দ্রুত গতিতে তিন পাক দিতে দেখেছি। তিনি প্রতিবারই এই পাথরের কাছে এসে তাঁর প্রদক্ষিণ শেষ করেছেন।

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

২৯১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার দ্রুত গতিতে (কা'বা) প্রদক্ষিণ করেছেন।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ

قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هٰذَا مُحَمَّدٌ هٰذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ

২৯২০। আবু তুফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বললাম, বলুনতো তিনবার দৌড়িয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করা এবং চারচার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করা কি সুন্নাত? কেননা আপনার গোত্রের লোকদের ধারণা এটা সুন্নাত। রাবী বলেন, তখন তিনি বললেন, তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, "তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে"– এ কথার মানে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন মুশরিকরা বললো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা দৌর্বল্যের কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে অক্ষম। আর তারা নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংসা করতো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিনবার দৌড়িয়ে আর চারবার স্বাভাবিকভাবে তাওয়াফ করার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, এবার আমি তাকে বললাম, আমাকে বলুন তো, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সওয়ার হয়ে দৌড়ানো কি সুন্নাত? আপনার গোত্রের লোকেরা তো এটাকে সুন্নাত মনে করে থাকে। তিনি বললেন, "তারা সত্য ও মিথ্যা দু'টিই বলেছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার উক্তি "সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে" এর মানে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন তখন মানুষের বিরাট ভীড় হল। এমনকি কুমারী মেয়েরাও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসল। লোকেরা বলতে লাগলো ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তাঁর সামনে কোন লোককে প্রহার করা যেত না (যেমনটি বিভিন্ন দেশের কর্মকর্তাদের পথ পরিষ্কার করার জন্য করা হয়ে থাকে।) কাজেই যখন লোকদের খুব ভীড় হল, তিনি সওয়ার হলেন। মূলতঃ হেঁটে চলা ও দৌড়ানো এ দু'টিই উত্তম। (অর্থাৎ এখানে মিথ্যা হল, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজরবশত করেছেন তারা সেটাকে বিনা প্রয়োজনেও সুন্নাত বলছে)।

টীকা ঃ "তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বরেছে" ইবনে আব্বাসের (রা) একথার অর্থ হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দ্রুত পদক্ষেপে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করেছেন– তাদের এ বক্তব্য সত্য। কিন্তু তারা যে এটাকে বাধ্যতামূলক সুন্নাত মনে করে নিয়েছে এটা ঠিক নয়। অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈ এবং বিশেষজ্ঞ ইমামগণ তার এ বক্তব্যের সাথে মতৈক্য পোষণ করেননি। তাদের মতে এটা বাধ্যতামূলক সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রা) মতে সাতবারের তাওয়াফেই রমল করা সুন্নাত। হাসান বসরী, সুফিয়ান সাওরী ও আবদুল মালিক ইবনে মাজেশুনের মতে রমল পরিত্যাগ করলে কুরবানী দিতে হবে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد أخبرنا الجريرى بهذا الاسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه

২৯২১। জুরায়রী থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে "তারা তাঁকে হিংসা করত"– এর পরিবর্তে "মক্কার লোকেরা ছিল হিংসুক"– কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة قال صدقوا وكذبوا

২৯২২। আবু তুফায়েল বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বললাম, আপনার বংশের লোকেরা মনে করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে রমল (বুক ফুলিয়ে ও হাত ঝুলিয়ে ঘন ঘন পা ফেলে হাঁটা) করেছেন। কাজেই একাজ সুন্নাত। তিনি বললেন, "তারা সত্যও বলেছে, আর মিথ্যাও বলেছে।"

وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن عبد الملك ابن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون

২৯২৩। আবু তাফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বললাম, আমার মনে হয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি বললেন, কিভাবে দেখেছ তাই বল! রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি তাঁকে মারওয়ার কাছে একটি উষ্ট্রীর ওপর দেখেছি। আর তখন তাঁর নিকট লোকদের বিরাট

ভীড় ছিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, "ওখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। সাহাবাগণের অভ্যাস ছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে লোকদের হাঁকাতেনও না, আর সরাতেনও না।"

وحدثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

২৯২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এমন অবস্থায় মক্কায় আসলেন যে, তাদেরকে মদীনার জ্বর দুর্বল করে দিয়েছিল। মুশরিকরা আগে থেকেই বলে রাখলো, "আগামীকাল তোমাদের কাছে এমন একদল মানুষ আসছে যাদেরকে জ্বরে দুর্বল করে ফেলেছে এবং তারা অত্যন্ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছে" তাই তারা (এ দৃশ্য দেখার জন্য) হাতীমের আশেপাশে বসে রইল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের তিন পাক রমল করতে ও হাজরে আসওয়াদ থেকে রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতে নির্দেশ দিলেন। যাতে মুশরিকরা তাদের শৌর্যবীর্য অনুভব করতে পারে। সুতরাং মুশরিকরা (এ দেখে) বলল, যাদেরকে তোমরা জ্বরে দুর্বল হয়ে গেছে বলে ধারণা করেছিলে, তারাতো এরূপ এরূপ শক্তির অধিকারী। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে সাত পাকের প্রতিবারে রমল করার নির্দেশ না দেয়ার কারণ হল, এতে তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়ার আশংকা ছিল।

وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

২৯২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাঈ করা ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফে রমল করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদেরকে তাঁর নিজের শক্তি প্রদর্শন করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

তাওয়াফের মধ্যে দু'টি রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা মুস্তাহাব, অন্য দুটি নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

২৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহর দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কিছু চুমু দিতে দেখিনি।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ

২৯২৭। সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর রুকনগুলোর মধ্যে রুকনে আসওয়াদ (বা হাজরে আসওয়াদ) ও তার সংলগ্ন বনী জুমাহ গোত্রের ঘরবাড়ীর দিকের রুকন (কোণ) ছাড়া অন্য কোন রুকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পর্শ করতেন না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ

২৯২৮। নাফে' আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء

২৯২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কষ্ট অথবা আরাম (অর্থাৎ ভীড় অথবা স্বাভাবিক) যে অবস্থাই হোক না কেন আমি এ দু'টি রুকন যথা রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা কখনো ত্যাগ করিনি, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'টি রুকন স্পর্শ করতে দেখেছি।"

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

২৯৩০। নাফে' বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) তাঁর হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তারপর হাতে চুমু খেতে দেখেছি। তিনি আরো বলেছেন, আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কাজ করতে দেখেছি তখন থেকে আর কখনো এটা করা পরিত্যাগ করিনি।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين

২৯৩১। আবু তুফায়েল আল বাক্‌রী থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া মুস্তাহাব।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو ح وحدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك زاد هرون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

২৯৩২। সালিম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমার (রা) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন, অতঃপর বললেন, (হে হাজরে আসওয়াদ!) খোদার শপথ, আমি নিশ্চিত জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে কখনো আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। বর্ণনাকারী হারুন তার বর্ণনায় আরো বলেন, আমর বলেছেন, যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع ، يعني عمر بن الخطاب ، يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع

২৯৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নেড়ে লোকটিকে অর্থাৎ উমারকে (রা) হাজরে আসওয়াদ চুমু দিতে দেখেছি এং বলতে শুনেছি, খোদার শপথ! আমি তোমাকে চুমু দিচ্ছি, আর আমি এটাও জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি উপকার বা ক্ষতি কোনটিই করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। মুকাদ্দামী ও আবু কামিলের বর্ণনায় আসলাআ শব্দের পরিবর্তে উসাইল'আ শব্দ রয়েছে।

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك

২৯৩৪। আবিস ইবনে রাবী'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারকে (রা) হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার সময় বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাকে চুমু দিচ্ছি, আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا.

২৯৩৫। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারকে (রা) হাজরে আসওয়াদ চুমু দিতে এবং জড়িয়ে ধরতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় খুব পছন্দ করতে দেখেছি।

وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه

২৯৩৬। সুফিয়ান এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে ঃ "কিন্তু আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগ্রহশীল দেখেছি" এবং এতে 'জড়িয়ে ধরার' কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮
সওয়ারীর ওপর বসে তাওয়াফ করা এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া জায়েয।

حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ

২৯৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ

২৯৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর সওয়ারীর ওপর বসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছিলেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছিলেন। কেননা লোকেরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তাই তিনি লোকদের দেখার সুবিধার জন্য এবং উঁচু হবার ও তাদের মাসআলা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দেয়ার জন্য এ কাজ করেছিলেন।

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ

২৯৩৯। আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তার সওয়ারীর ওপর বসে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করেছেন, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি উঁচু হতে পারেন, আর লোকেরাও তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে সুযোগ পায়। কেননা লোকেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। ইবনে খাশরামের বর্ণনায় 'যাতে লোকেরা তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারে' কথাটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا

شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ

২৯৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে বসে কা'বা শরীফের চারদিক তাওয়াফ করেছেন এবং রুকন স্পর্শ করেছেন। লোকদেরকে যাতে তাঁর কাছ থেকে হটাতে না হয় সে জন্যেই তিনি সাওয়ার হয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

২৯৪১। আবু তাফায়েল বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি– তিনি তাঁর সাথের ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন, অতঃপর সেই ছড়িতে চুমু দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ
إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ
بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

২৯৪২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করে বললাম, "আমি অসুস্থ" তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি সাওয়ার হয়ে লোকদের পিছনে থেকে তাওয়াফ কর। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি তাওয়াফ করলাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বায়তুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং তাতে তিনি সূরা 'আত্-তূর' পাঠ করছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হজ্জের রুকন। এটা ছাড়া হজ্জ সহীহ হয় না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ
قُلْتُ لَهَا إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللّٰهَ
تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ
وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ
عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا

২৯৪৩। উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, আমার মনে হয় যদি কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ না করে তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, তুমি একথা কেন বললে? আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তিনি আরো বললেন, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে না আল্লাহ তার হজ্জ, উমরাহ কিছুই সম্পূর্ণ করেন না। আর তুমি যা বল, তাই যদি হত তাহলে এ আয়াত এভাবে হত فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (অর্থাৎ, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ না করলে তার কোন গুনাহ নেই।) এ আয়াত কিভাবে ও কোন পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তোমার জানা আছে? এ আয়াত অবতীর্ণের কারণ হল ঃ জাহেলিয়াতের সময় আনসারগণ নদীর তীরস্থিত "আসাফ" ও "নায়েলা" নামক মূর্তি দু'টির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। তারপর সেখান থেকে এসে তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াতো এবং পরে মাথা ন্যাড়া করত। যেহেতু তারা জাহেলিয়াতের সময় এ কাজ করত তাই ইসলাম আসার পর তারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করাকে (জাহেলী রীতিনীতি মনে ক'রে) অপছন্দ করল। আয়েশা (রা) বলেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন– "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরাহ করবে তার কোন গুনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করে। আর যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন।" আয়েশা (রা) বলেন, তারপর লোকেরা সা'ঈ করলো।

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هٰذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

২৯৪৪। উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, আমার মনে হয়, সাফা ও মারওয়ার মাঝে যদি সা'ঈ না করি তাহলে এতে আমার কোন ক্ষতি বা গুনাহ হবে না। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, কারণ মহান আল্লাহ বলছেন "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করবে তার জন্য এ দু'টি (পাহাড়ের মাঝে) সা'ঈ করাতে কোন দোষ নেই।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যা বলছো তা হলে আয়াতটি এভাবে হত (অর্থাৎ আল্লাহ বলতেন, যদি কেউ এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ না করে তাতে কোন গুনাহ নেই।) আর এ আয়াতটি শুধু আনসারদের কিছু সংখ্যক লোকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলিয়াতের সময় তারা মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো এবং তার নামে তালবিয়া পড়তো। তাদের জন্য সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা জায়েয হত না। তারপর তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করতে আসল, তখন এ ব্যাপারটি তাঁর সাথে আলাপ করল। (এরই পরিপ্রেক্ষিতে) আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেছেন। আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করবে না আল্লাহ তার হজ্জ সম্পূর্ণ করবেন না (অর্থাৎ তার হজ্জ আদায় হবে না)।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ
بَيْنَهُمَا قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ
فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ
كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِي بَكْرِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ وَقَالَ إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ

إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ

২৯৪৫। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে (রা) বললাম, আমার মনে হয় যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে না তার কোন গুনাহ হয় না। আর আমি তো সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করার কারণে কোন প্রকার উৎকণ্ঠা বোধ করি না। তিনি (আয়েশা) বললেন, হে ভাগনে, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমান জনতা সা'ঈ করেছেন। কাজেই এ কাজ রাসূলের সুন্নাত। আসল ব্যাপার হল, জাহেলী আরবের নিয়মানুযায়ী মুশাল্লালে রক্ষিত মানাত মূর্তির উদ্দেশ্যে যারা ইহরাম বাঁধতো তারা সাফা ও মারওয়া সাঈ করত না। তারপর ইসলামের আগমন হলে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াতটি "ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা 'আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াত্তাওয়াফা বিহিমা" নাযিল করলেন। আর তুমি যা বলছো তা হলে আয়াতটি এভাবে হত— "ফালা জুনাহা আলাইহি আল্লা ইয়াত্তাওয়াফা বিহিমা" (অর্থাৎ যদি সাঈ না করে তাতে তার গুনাহ হবে না)। যুহরী বলেন, পরে আমিও বক্তব্যটি আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামের নিকট উল্লেখ করলে, তিনি তা খুবই পছন্দ করলেন এবং বললেন, এটাকেই বলা হয় প্রকৃত জ্ঞান। তিনি (আবু বাক্‌র) আরো বললেন, অবশ্যি আমি কিছু সংখ্যক জ্ঞানী লোককে বলতে শুনেছি, আরবের যেসব লোক সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করত না, তারা বলত, এ দু'টি পাথরের মাঝে আমাদের সা'ঈ জাহেলিয়াতের কাজ। আর আনসারদের অপর একটি দল বলত, আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন— "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান বলেন, আমারও ধারণা, এ আয়াতটি এই দু'টি দলকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا

২৯৪৬। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম... হাদীসের বাকি অংশ পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে বলা হয়েছে, "তারপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা আমরা খারাপ মনে করতাম (এ ব্যাপারে আমাদেরকে পথ নির্দেশ দিন।) তখন মহান আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়ার পাহাড় দু'টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কাজেই যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করবে, তার কোন গুনাহ হবে না, যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করে।" আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করাকে সুন্নাত করেছেন। কাজেই এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ পরিত্যাগ করার কোন এখতিয়ার কারো নেই।

وحدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

২৯৪৭। উরওয়াহ বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) তাকে খবর দিয়েছেন, আনসারগণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গাস্সান গোত্র মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। তারপর তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করাকে অপছন্দ করতো। আর যে মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো তার জন্য সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ না করা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রীতিনীতি হিসেবে গণ্য ছিল। কাজেই তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইল। মহান আল্লাহ এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ আদায়ের সময় যদি ঐ দু'টি পাহাড় সা'ঈ করে তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট মনে কোন কল্যাণ কাজ করে তবে আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি তার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।"

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

২৯৪৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায় সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করাকে অপছন্দ করত। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হল ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে সে যদি এ দু'টির মাঝে সা'ঈ করে সেজন্য তার কোন দোষ হবে না।"

টীকা ঃ সাফা ও মারওয়া কা'বা শরীফের কাছে অবস্থিত দু'টি পাহাড়ের নাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে (আ) হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা পাহাড়ের ওপর নায়লা নামক একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। তারপর এর তাওয়াফ শুরু হয়। অতঃপর ইসলামে হজ্জ করার নির্দেশ আসলে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, সাঈ করা কি হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত না শিরক যুগের অপসংস্কার? আমরা এর তাওয়াফ ও সাঈ করে শিরক করছি না তো? এরই প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হলো এবং বলে দেয়া হল, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হজ্জের প্রকৃত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে জাহেলী রীতিনীতির কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

সা'ঈ একাধিকবার করার প্রয়োজন নেই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا

২৯৪৯। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে শুধু এক দফাই (সাতপাক) সাঈ করেছেন।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ

২৯৫০। ইবনে জুরাইজ এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে এতটুকু ব্যতিক্রম রয়েছে– তিনি এক দফাই সা'ঈ করেছেন, দ্বিতীয় দফা আর সা'ঈ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখতে হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلاَةَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ

২৯৫১। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসে রওয়ানা হলাম। মুযদালিফার কাছাকাছি বাম দিকের ঘাঁটিতে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটকে বসালেন এবং পেশাব করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর ওযুর পানি ঢাললাম এবং তিনি হালকাভাবে ওযু করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, নামায সামনে রয়েছে। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে নামায পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার দিন ভোরে ফযলকে তাঁর সাওয়ারীর পিছনে বসালেন। কুরাইব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ফযলের (রা) সূত্রে আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছিলেন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ

فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

২৯৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলকে (ইবনে আব্বাস) মুযদালিফা থেকে তার উটের পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। রাবী (ইবনে জুরাইজ) বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, ফযল ইবনে আব্বাস তাঁকে জানিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ

رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا

عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا «وَهُوَ مِنْ مِنًى» قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

২৯৫৩। ফযল ইবনে আব্বাস যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফার দিন ভোরে ফেরার পথে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ "তোমরা আরামের সাথে ও শান্তভাবে অগ্রসর হবে আর তিনি নিজেও তাঁর উষ্ট্রীর গতিকে সংযত রেখে মিনায় অবস্থিত "মুহাসসিরে" প্রবেশ করে বললেন ঃ "জামরায় নিক্ষেপ করার জন্য তোমাদেরকে এখান থেকেই এমন কংকর সংগ্রহ করে নিতে হবে যা আঙ্গুলের দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়। ফযল ইবনে আব্বাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় কংকর না মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ

২৯৫৪। ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, আমার কাছে এ হাদীস যুহায়ের ইবনে হারব বর্ণনা করেছেন। তার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, তার কাছে ইবনে জুরাইজ, তার কাছে আবু যুবায়ের। কিন্তু তারা এ হাদীসে একথাগুলো উল্লেখ করেননি– "জামরায় কংকর না মারা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পাঠরত চিলেন। আর এখানে এ কথাগুলো অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন– "মানুষ আঙ্গুল দিয়ে তুড়ি মেরে যে নিক্ষেপ করে অনুরূপ কংকর উঠাবার জন্য নবী (সা) হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন।"

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

২৯৫৫। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমরা মুযদালিফায় অবস্থান করছিলাম। যাঁর ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ হজ্জের অধিকাংশ আয়াত যা সূরা বাকারায় রয়েছে) আমি তাঁকে এ স্থান থেকে "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা" পাঠ করতে শুনেছি।

وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا حصين عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك

২৯৫৬। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মুযদালিফা থেকে ফেরার পথে তালবিয়া পাঠ করলেন। এতে লোকেরা বললো, এ লোকটি গ্রামের অধিবাসী হবে। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, লোকেরা কি ভুলে গেল, না তারা পথভ্রষ্ট হল, সূরা বাকারা যাঁর ওপর নাযিল হয়েছে আমি তাঁকে এ স্থান থেকে বলতে শুনেছি ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।"

وحدثناه حسن الحلواني حدثنا يحي بن آدم حدثنا سفيان عن حصين بهذا الاسناد.

২৯৫৭। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنيه يوسف بن حماد المعني حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود ابن يزيد قالا سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ههنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه

২৯৫৮। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা মুযদালিফায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ যাঁর ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে আমি তাঁকে এখান থেকে বলতে শুনেছি ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এখান থেকে তালবিয়া পাঠ করলেন এবং আমরাও তার সাথে তালবিয়া পাঠ করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

আরাফার দিন মিনা থেকে আরাফাতে যাবার পথে তালবিয়া ও তাকবীর বলার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ

২৯৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল বেলা মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা হলাম। আমাদের কেউ কেউ তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন, আর কেউ কেউ তাকবীর বলছিলেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ

২৯৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন সকালে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমাদের কেউ কেউ 'আল্লাহ আকবার' বলছিলেন, আর কেউ কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছিলেন। তবে আমরা 'আল্লাহু আকবর' বলছিলাম। রাবী (আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আপনারা কেন তার কাছে একথা জিজ্ঞেস করলেন না ঃ 'আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি করতে দেখেছেন?'

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس ابن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه

২৯৬১। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র সাকাফী থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা উভয়ই মিনা থেকে আরাফাতে যাচ্ছিলেন : আপনারা এ দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কি করতেন? তিনি বললেন, "আমাদের কেউ তালবিয়া পাঠ করতো এবং কেউ তার এ কাজে আপত্তি করত না। আর কেউ 'আল্লাহু আকবার' বলত কেউ আপত্তি করত না।"

وحدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد ابن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه

২৯৬২। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের দিন ভোরে আনাস ইবনে মালিককে (রা) বললাম, আপনি এ দিন (আরাফাতের দিন) তালবিয়ায় কি বলেন? তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পথটি ভ্রমণ করেছি। তখন আমাদের মধ্যে কতক লোক 'আল্লাহু আকবর' বলেছেন আর কিছু লোক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছেন। আমাদের কেউ তাঁর সাথীর এ কাজে দোষ ধরেননি।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

আরফাত থেকে মুযদালিফায় ফিরে আসা এবং এ রাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্র করে পড়ার বর্ণনা।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة

حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

২৯৬৩। ইবনে আব্বাসের (রা) মুক্ত গোলাম কুরাইব উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে ফিরে যখন ঘাঁটিতে পৌঁছলেন, অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং হাতমুখ ধুলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ওযু করলেন না। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বললেন ঃ নামায তোমার সামনে রয়েছে। তারপর তিনি সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে সওয়ারী থেকে নেমে পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করলেন। এরপর নামাযের তাকবীর দেয়া হল এবং তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট নিজ নিজ স্থানে বেঁধে রাখলেন। তারপর এশার নামাযের তাকবীর দেয়া হল এবং তিনি এশার নামায পড়লেন। আর এই দুই নামাযের মাঝে তিনি অন্য কোন (নফল বা সুন্নাত) নামায পড়েননি।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ

২৯৬৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে ফিরে তাঁর নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কোন এক ঘাঁটিতে গেলেন। আমি তাঁর ওযুর পানি ঢেলেছি (ওযুর জন্য)। অতঃপর আমি বললাম, আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন ঃ নামাযের স্থান তোমাদের সম্মুখে (মুযদালিফায়) রয়েছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ «وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ أَرَاقَ الْمَاءَ» قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

২৯৬৫। ইবনে আব্বাসের (রা) মুক্ত ক্রীতদাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ইবনে যায়েদকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে ফেরার পথে ঘাঁটির কাছে পৌঁছে জন্তুযান থেকে নামলেন এবং পেশাব করলেন। এ বর্ণনায় উসামা (রা) পানি ঢালার কথা উল্লেখ করেননি। বরং এখানে তিনি বলেছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলেন, অতঃপর সংক্ষিপ্ত ওযু করলেন। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বললেন, নামাযের সময় তো আরো পরে। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ وَبَالَ «وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ» ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ

২৯৬৬। কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট

ছিলেন তখন আরাফাতের দিন সন্ধ্যায় কি করেছিলেন? তিনি বললেন, লোকেরা মাগরিবের নামায পড়ার জন্য যেখানে উট থামাল আমরা সে ঘাঁটিতে আসলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উট থামালেন এবং পেশাব করলেন। আর (উসামা) পানি ঢালার কথা এখানে উল্লেখ করেননি। তারপর ওযুর পানি আনালেন এবং হালকা ওযু করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বললেন, নামাযের সুযোগ তোমার সামনে আছে। এরপর তিনি সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় এসে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর লোকেরা নিজ নিজ স্থানে তাদের উট বেঁধে রাখল এবং এশার নামায সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে বন্ধনমুক্ত করল না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। এরপর তারা উট ছাড়ল। আমি বললাম, ভোরে আপনারা কি কি করেছিলেন? তিনি বললেন, ভোরে ফযল ইবনে আব্বাস তাঁর (রাসূলের) সওয়ারীর পিছনে বসল এবং আমি কুরাইশদের সাথে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলাম।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ «وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ» ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

২৯৬৭। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিজাত শ্রেণীর অবতরণের ঘাঁটিতে পৌঁছলেন, সেখানে অবতরণ করে পেশাব করলেন। রাবী এখানে পানি ঢেলে দেয়ার কথা বলেননি। তারপর তিনি ওযুর পানি নিয়ে আসতে ডাকলেন এবং হালকা ওযু করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামায! তিনি বললেন ঃ নামাযের সময় তোমার সামনে রয়েছে (অর্থাৎ আরো সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ব)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

২৯৬৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরছিলেন, তিনি তাঁর সাওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তারপর ঘাঁটিতে পৌঁছে তিনি তাঁর উট বেঁধে রেখে পায়খানায় গেলেন। যখন ফিরে আসলেন, আমি একটি পাত্রের সাহায্যে তাঁর ওযুর পানি ঢেলে দিলাম, তিনি ওযু করলেন। তারপর সওয়ার হয়ে মুযদালিফায় এসে মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করে পড়লেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا

২৯৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে ফিরলেন এবং উসামা (রা) তাঁর সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উসামা (রা) বলেন, এ অবস্থায় তিনি মুযদালিফা পর্যন্ত (সারা পথ) ভ্রমণ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ

২৯৭০। হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, অথবা তিনি বলেছেন, আমি উসামাকে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফাত থেকে ফিরছিলেন তখন তার

চলার গতি কিরূপ ছিল? যায়েদ (রা) তাঁর সাথে সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। তিনি (জবাবে) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফাত থেকে ফিরছিলেন, মন্থর গতিতে চলছিলেন। কিন্তু চলার পথে যখনই ভীড় কম দেখতেন এবং রাস্তা ফাঁকা পেতেন তখন দ্রুত চলতেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الاسناد وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق

২৯৭১। হিশাম ইবনে উরওয়া এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হুমায়েদের বর্ণনায় আরো আছে– হিশাম বলেছেন عَنَق (আনকা) বললে উটের যে গতি বুঝায়, نَصّ (নাস্সা) বললে তার চেয়ে অধিক দ্রুত গতি বুঝায়।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا

سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة

২৯৭২। আবু আইউব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পড়েছেন।

وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد

بهذا الاسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا

২৯৭৩। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করে পড়েছেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى

২৯৭৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায এমনভাবে একত্রিত করে পড়েছেন, যার মাঝে এক রাক'আত (সুন্নাত অথবা নফল) নামাযও ছিল না। তিনি মাগরিব পড়েছেন তিন রাক'আত এবং এশা পড়েছেন দুই রাক'আত। তাই আবদুল্লাহও (রা) মুযদালিফায় আজীবন এ নিয়মেই নামায পড়েছেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.

২৯৭৫। সা'ঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায (একই) একামতে পড়েছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী ইবনে উমারের (রা) সূত্রে বলেছেন, তিনিও এভাবেই নামায পড়েছেন। আর ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ নিয়মে পড়েছেন।

وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة

২৯৭৬। শু'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই একামতে পড়েছেন।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة

২৯৭৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করে পড়েছেন। তিনি একই একামতে মাগরিব পড়েছেন তিন রাক'আত আর এশা পড়েছেন দুই রাকা'আত।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان

২৯৭৮। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের (রা) বলেছেন, আমরা ইবনে উমারের (রা) সাথে রওয়ানা হয়ে মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তিনি (ইবনে উমার) একই একামতে আমাদের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। অতঃপর রওনা হয়ে তিনি বললেন, এ জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে এভাবেই নামায পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

কুরবানীর দিন ফজরের নামায খুব ভোরে মুযদালিফায় আদায় করার বর্ণনা।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله

قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

২৯৭৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটি নামায ছাড়া কখনো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন নামায পড়তে দেখিনি। তা হচ্ছে– তিনি মুযদালিফায় মাগরিবের নামায এশার সাথে মিলিয়ে পড়েছেন এবং সে দিনকার ফজরের নামায তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন।

টীকা ঃ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ফজরের নামায পড়ার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই পড়েছেন তা নয়; বরং এর অর্থ হল ফজরের একেবারে প্রারম্ভিক মুহূর্তে পড়েছেন। এদিন লোকদেরকে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অধিক সময় দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এদিন ফজর হবার পর ফজরের নামায আদায় করে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় নামায পড়েছেন। যেহেতু এদিন হাজীদেরকে অনেক কাজ করতে হয়, তাই এদিন অতি ভোরে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ

২৯৮০। আ'মাশ থেকে এ সনদে উপরের উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে এ কথাও বলা হয়েছে– "তিনি ফজরের নামায তার ওয়াক্তের পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে পড়েছেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

দুর্বল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদেরকে রাতের শেষভাগে জনতার ভীড় হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং অন্যদের মুযদালিফায় ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً ، يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ ، قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

২৯৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুযদালিফার রাতে সাওদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর আগে এবং সব লোকের একযোগে চলার ভীড় এড়ানোর জন্য যাত্রা করার অনুমতি চাইলেন। (কারণ) সাওদা (রা) স্থূলদেহী ছিলেন। রাবী বলেন, তিনি (নবী) তাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই রওনা হলেন। আর আমাদেরকে ভোর হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে হল। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে রওনা হলাম। যদি আমিও সাওদার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইতাম এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে চলে যেতাম তাহলে যা নিয়ে আমি খুশি হয়েছি তার চেয়ে এটা আমার জন্য অধিক ভাল হত।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

২৯৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা) স্থূলদেহী মহিলা ছিলেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুযদালিফা থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) রাতেই যাত্রা করার অনুমতি চাইলে নবী (সা) তাকে অনুমতি দিলেন।

আয়েশা (রা) বললেন ঃ হায়! আমিও যদি সাওদার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিতাম (তাহলে কত না ভাল ছিল)! আর আয়েশার (রা) অভ্যাস ছিল, তিনি ইমামের সাথেই মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ

ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِيَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ

يَأْتِي النَّاسُ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا

২৯৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, আমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাওদার মত অনুমতি নিতাম এবং মিনায় গিয়ে ফজরের নামায আদায় করতাম, অতঃপর অন্যান্য লোকদের আগমনের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপের কাজ সম্পন্ন করতাম! আয়েশার (রা) কাছে জিজ্ঞেস করা হল, সাওদা (রা) কি তাঁর কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ সাওদা (রা) ছিলেন স্থূলদেহী মহিলা। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।"

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২৯৮৪। আবদুর রাহমান ইবনে কাশিম থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ كَلَّا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

২৯৮৫। আসমার (রা) মুক্ত দাস আবদুল্লাহ বলেন, মুযদালিফায় অবস্থানকালে আসমা (রা) আমাকে বললেন, চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, না, চাঁদ ডুবেনি। সুতরাং তিনি কিছু সময় নামায পড়লেন। তিনি আবার বললেন ঃ বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। সুতরাং আমরা চলতে থাকলাম এবং জামরাতে (আকাবা) পৌছে তিনি কংকর মারলেন। তারপর তিনি তার অবস্থান স্থলে

নামায পড়লেন। তখন আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ওহে সাহেবা! আমরা বেশ অন্ধকার থাকতেই নামায পড়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, হে বৎস! এতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لاَ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِظُعُنِهِ

২৯৮৬। ইবনে জুরাইজ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, আসমা (রা) বললেন, না, হে বৎস! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের অনুমতি দিয়েছিলেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

২৯৮৭। 'আতা বর্ণনা করেন, আমাকে ইবনে শাওয়াল জানিয়েছেন, তিনি উম্মু হাবীবার (রা) কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে জানালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুযদালিফা থেকে রাতে (মিনায়) পাঠিয়েছিলেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ

২৯৮৮। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর যুগে সবসময় অন্ধকারে মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসতাম। আর নাকেদের বর্ণনায় আছে, 'আমরা মুযদালিফা থেকে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করতাম।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

২৯৮৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মালপত্রের সাথে পাঠিয়েছিলেন। অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে দুর্বলদের সাথে মুযদালিফা থেকে রাতে পাঠিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

২৯৯০। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদেরকে আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

২৯৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব লোকদের তাঁর পরিবারবর্গের সাথে পূর্বাহ্নেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا

كَذٰلِكَ بِسَحَرٍ قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لَا إِلَّا كَذٰلِكَ

২৯৯২। 'আতা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর মালপত্রের সাথে শেষ রাতে মুযদালিফা থেকে পাঠালেন। আমি (ইবনে জুরাইজ) বললাম, আপনি ('আতা) এ সংবাদ পেয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তিনি আমাকে গভীর রাতে পাঠিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না। আমি শুধু শেষ রাতে পাঠাবার বর্ণনাটিই পেয়েছি। তখন আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস কি একথা বলেছেন, আমরা ফজরের আগে জামরায় কংকর মেরেছি এবং তিনি কোথায় ফজরের নামায় পড়েছেন? তিনি বললেন, তিনি আগে যা বলেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু বলেননি।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولٰئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৯৯৩। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ তাকে সংবাদ দিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে আগেই পাঠিয়ে দিতেন। তারা রাতে মুযদালিফার মাশ'আরে হারামের কাছে অবস্থান করতেন এবং সেখানে তারা সাধ্যমত আল্লাহকে স্মরণ করতেন। অতঃপর ইমামের (স্বীয়) অবস্থানে ফিরে আসার আগেই তারা (মুযদালিফা থেকে মিনায়) প্রত্যাবর্তন করতেন। আবার তাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের নামায পড়ার জন্য আগমন করতেন এবং কেউ কেউ এর পরে আসতেন। আর যখনই তারা ওখানে পৌছতেন জামরায় ('আকাবাতে) কংকর মেরে নিতেন। ইবনে উমার (রা) বলতেন, ঐসব (দুর্বল) লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

উপত্যকার অভ্যন্তর থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রাখা। আর প্রতিটি কাঁকড় নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি দেয়া।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ هٰذَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

২৯৯৪। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর মেরেছেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলেছেন। রাবী বলেন, তাকে বলা হল, লোকেরা তো উপরিভাগ থেকে কংকর মেরে থাকে (কিন্তু আপনি এখান থেকে মারছেন কেন?)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন প্রভু নেই! যে স্থান থেকে আমি কংকর মেরেছি এটাই সেই জায়গা যেখানে তাঁর (নবী সা.) ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

وحدثنا مِنْجَابُ ابْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هٰذَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

২৯৯৫। আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) যেভাবে কুরআন শরীফ বিন্যস্ত করেছেন তোমরা সেভাবে তা বিন্যস্ত কর। যেমন যে সূরার মধ্যে গরুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথমে, অতঃপর যে সূরার মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, অতঃপর যে সূরার মধ্যে ইমরান পরিবারের কথা বলা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে (হাজ্জাজের বক্তব্য সম্পর্কে) অবহিত করলাম। তিনি তাকে (হাজ্জাজকে) গালি দিয়ে বললেন, আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যখন জামরায় আকাবায় এসেছিলেন তখন তিনি তার সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি উপত্যকার মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং জামরাকে সামনে রেখে সেখান থেকে তার ওপর সাতটি কংকর মারলেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বললেন। রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ হে আবু আবদুর রাহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপনাম) অন্য লোকেরা তো উপরে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করে থাকে। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন প্রভু নেই! সেই মহান ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে পাথর মেরেছেন যাঁর ওপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة واقتصا الحديث بمثل حديث ابن مسهر

২৯৯৬। আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তোমরা 'সূরা বাকারা' বলবে না। এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে মুশহিরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

২৯৯৭। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) সাথে হজ্জ করেছেন। রাবী বলেন, তিনি জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং বায়তুল্লাহকে তাঁর বামে ও মিনাকে ডানে রেখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, এটি সেই স্থান যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

وحدثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

২৯৯৮। শু'বা এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে ঃ যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় আসলেন ।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

২৯৯৯। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে বলা হল, লোকেরা তো আকাবার উপরিভাগ থেকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরায় কংকর মারলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই! এখান থেকেই সেই মহামানব জামরায় কংকর মেরেছেন। যাঁর ওপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

কুরবানীর দিন সওয়ারীতে চড়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম।

حدثنى إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هٰذِهِ

৩০০০। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি– কুরবানীর দিন তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে কংকর মারছেন এবং বলছেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কেননা, এ হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব বলে মনে হয় না।

وحدثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ «حَسِبْتُهَا قَالَتْ» أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

৩০০১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন থেকে তার দাদী উম্মু হুসাইনের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাকে (উম্মু হুসাইন) বলতে শুনেছি, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। আমি দেখেছি, "তিনি যখন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর আরোহিত ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রা)। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর লাগাম ধরে হাঁটছিলেন এবং অপরজন নিজের কাপড় দ্বারা তাঁর মাথার ওপর রোদকে আঁড়াল করে ধরে রেখেছিলেন। উম্মু হুসাইন (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কথা বলেছেন। অবশেষে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "যদি নাক, কান বা অনুরূপ কোন অঙ্গ কাটা গোলামকে তোমাদের নেতা বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব

অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।" রাবী বলেন, আমার মনে হয় উম্মু হুসাইন (রা) কালো গোলামের কথা বলেছেন।

وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة «قال مسلم» واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور

৩০০২। উম্মু হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি। এ সময় আমি বিলাল ও উসামার (রা) মধ্যে একজনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে টেনে নিতে এবং অপরজনকে তার কাপড় দিয়ে তাঁকে রোদ থেকে ছায়া দিতে দেখেছি। এ অবস্থায় তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

কংকরগুলো মটর দানার সমপরিমাণ হওয়া উত্তম।

وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف

৩০০৩। আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খযফের কংকরের ন্যায় ছোট কংকর মারতে দেখেছি। (খযফ বলতে দুই আংগুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করা যায় এমন নুড়ি পাথরকে বুঝায়, যা আকারে মটরগুঁটির সমান।)

وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

৩০০৪। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবুদল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময়।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس

৩০০৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন জামরায় কংকর মেরেছেন দিনের প্রথম ভাগে এবং এরপর মেরেছেন সূর্য ঢলে যাবার পরে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

কয়টি কংকর মারতে হবে।

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو

৩০০৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসতিনজা বা পেশাব-পায়খানা করার পরে পরিষ্কার হবার জন্য ঢিলা ব্যবহার করতে হয় বে-জোড়, কংকর মারা বে-জোড়, সাফা-মারওয়া সাঈ করা বে-জোড় ও তাওয়াফ করাও বে-জোড়। (অর্থাৎ এ তিনটি কাজ করার সংখ্যা হল সাতটি

করে।) কাজেই যখন কেউ পেশাব বা পায়খানা করার পর ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বে-জোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

চুল ছেঁটে ফেলার চেয়ে ন্যাড়া করা উত্তম।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ

৩০০৭। নাফে' (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের একদল মাথা মুড়িয়ে নিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক চুল ছোট করে নিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বা দু'বার বলেছেন ঃ যারা মাথা মুড়িয়ে ফেলেছে আল্লাহ তাদের ওপর রহমত নাযিল করুন! অতঃপর তিনি বললেন, যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের ওপরও আল্লাহ সদয় হোন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ .

৩০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর রহমত বর্ষণ কর। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাথার চুল কেটে ছোট করে নিয়েছে তাদের জন্যও রহমতের দু'আ করুন। তিনি (নবী) বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! মাথার চুল খাট করা লোকদের জন্যও আল্লাহর রহমতের দু'আ করুন। তিনি বললেন, আর মাথার চুল খাট করা লোকদের প্রতিও।

أَخْبَرَنَا

أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ

৩০০৯। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ, মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের ওপর রহমত করুন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাট করা লোকদের জন্যও অনুরূপ দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের ওপর রহমত করুন। সাহাবাগণ (পুনরায়) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল ক্ষুদ্রকারীদের জন্যও দু'আ করুন। তিনি আবারও বললেন হে আল্লাহ! মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের ওপর সদয় হোন। সাহাবীগণ (আবার) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল ক্ষুদ্রকারীদের জন্যও অনুরূপ দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ আর চুল ছেঁটে নেয়া লোকদের প্রতিও।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ

৩০১০। উবায়দুল্লাহ থেকে এ সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আছে– চতুর্থবারে তিনি (নবী) বললেন ঃ চুল সংকুচিতকারীদেরও (ক্ষমা করুন)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ

৩০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই বলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করে দিন। একথা শুনে সাহাবাগণ বললেন, মাথার চুল ছেঁটে ফেলা লোকদেরও (ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দু'আ করুন)। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করে দিন। লোকেরা আবারও বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল যারা কেটে ছোট করেছে তাদের জন্যও বলুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করে দিন। লোকেরা এবারও বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল খাটকারীদের জন্যও (ক্ষমার দু'আ করুন)! এবার তিনি বললেন, যারা মাথার চুল কেটে ছোট করেছে তাদেরও (ক্ষমা করুন।)

وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

৩০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

৩০১৩। ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদী) বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং কর্তনকারীদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছেন। বর্ণনাকারী ওয়াকী' তার বর্ণনায় বিদায় হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ

৩০১৪। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

কুরবানীর দিন প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা, অতঃপর ডানদিক থেকে মাথা মুড়ানো সুন্নাত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

৩০১৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় এসে সর্বপ্রথম জামরায় গেলেন এবং তাতে কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি মিনায় তাঁর মানযিলে (ডেরায়) গেলেন এবং কুরবানী করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে ইংগিত করে নাপিতকে বললেন ঃ ধর। অতঃপর তিনি তা (চুল) লোকদের দিতে লাগলেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ لِلْحَلاَّقِ هَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاَّقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِى رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

৩০১৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবাহ্, ইবনে নুমায়ের ও আবু কুরাইব বলেন, হাফস ইবনে গিয়াস এ সনদে হিশাম থেকে আমাদের কাছে এ হাদীস বলেছেন। আবু বাক্‌র তার বর্ণনায় বলেছেন, তিনি (নবী) হাত দ্বারা তাঁর মাথার ডান দিকে ইংগিত করে নাপিতকে বললেন ঃ এখান থেকে। যারা তাঁর কাছে ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি নিজের

চুল বন্টন করে দিলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি নাপিতকে মাথার বাম দিকে ইংগিত করলে সে তা মুড়ালো। অতঃপর তিনি তা উম্মু সুলাইমকে প্রদান করলেন। আর আবু কুরাইবের বর্ণনায় এ কথা রয়েছে– অতঃপর সে ডান দিক থেকে মাথা কামানো শুরু করল। তিনি লোকদেরকে দুই-একগাছি করে চুল দিলেন। তারপর তিনি বাম দিক মুড়াতে বললে সে (নাপিত) তাই করলো। তিনি বললেন ঃ আবু তাল্‌হা এখানে আছে কি? তিনি তা আবু তাল্‌হাকে দিয়ে দিলেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

৩০১৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে জামরায় আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানীর উটের কাছে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন। তখন নাপিত বসা ছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাঁর মাথা মুড়ানোর নির্দেশ দিলে সে তদনুযায়ী ডান দিকের চুল কামাল। যারা তখন তাঁর (নবী) কাছে ছিলেন তিনি তাদের মধ্যে এই চুল বিতরণ করলেন। তারপর তিনি মাথার অপর অংশের চুল মুড়ানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আবু তাল্‌হা কোথায়? তাকেই এ চুল দাও।"

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ

৩০১৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (কুরবানীর দিন) জামরায় কংকর মারলেন, কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করলেন এবং মাথা মুড়ালেন। প্রথমে তিনি তাঁর মাথার ডান দিক নাপিতের দিকে এগিয়ে দিলেন, সে তা মুড়ালো। তিনি আবু তাল্‌হা আনসারীকে (রা) ডেকে চুলগুলো তাকে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর মাথার বাম দিক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মুড়াও এবং সে (নাপিত) তা

মুড়ালো। তারপর তিনি তাও (কাঁটা চুল) আবু তাল্হাকে দিয়ে বললেন ঃ যাও (এ চুলগুলো) লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

টীকা ঃ মহিলা হাজীদের মাথা কামানোর প্রয়োজন নেই। সামান্য পরিমাণ চুল কেটে ফেলাই যথেষ্ট। এর সমর্থনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস বর্তমান রয়েছে। যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "মহিলাদের মাথা কামানোর প্রয়োজন নেই। তাদের (সামান্য পরিমাণ) চুল ছেঁটে নেয়াই যথেষ্ট"। (আবু দাউদ, দারু কুতনী)

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

কুরবানীর দিন কংকর মারার আগে যবেহ করা, যবেহ করা ও কংকর মারার আগে মাথা মুড়ানো বা সর্বপ্রথম তাওয়াফ করা জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

৩০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের মাসআলা জিজ্ঞাসার সুবিধার্থে মিনায় অবস্থান করলেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জানা ছিল না, তাই আমি কুরবানী করার আগে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ এখন গিয়ে কুরবানীর পশু যবেহ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জানা না থাকায় আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করে বসেছি (এখন আমি কি করব)? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এখন গিয়ে কংকর মেরে নেও; এতে কোন ক্ষতি নেই। রাবী বলেন, আগে বা পরে করা সম্পর্কে যেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছে, তিনি তার উত্তরে শুধু এ কথাই বলেছেন, ঠিক আছে এখন করে নাও; এতে কোন দোষ নেই।

وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثنى عيسى بن طلحة التيمى أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إنى لم أكن أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل الرمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارم ولا حرج قال وطفق آخر يقول إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج

৩০২০। 'ঈসা ইবনে তাল্‌হা তাইমী বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আসকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীর ওপর উপবিষ্ট রইলেন এবং লোকেরা তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে লাগল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কুরবানী করার আগে কংকর নিক্ষেপ করতে হয় একথা আমার জানা ছিল না। তাই আমি কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাহলে এখন কংকর নিক্ষেপ করে নাও; আর এতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, অপর এক ব্যক্তি বলতে লাগলো, মাথা মুড়ানোর আগে যে কুরবানী করতে হয় তা আমার জানা ছিল না, তাই আমি কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ যবেহ্ করে নাও; এতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, এ ছাড়া এদিন কোন কাজ ভুলে আগে করে নেয়া বা আগের কাজ (অজ্ঞাতসারে) পরে করে নেয়া বা অনুরূপ যে ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার উত্তরে তিনি শুধু একথাই বলেছেন– "এখন তা করে নাও; এতে কোন দোষ নেই।"

حدثنا حسن الحلوانى حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهرى إلى آخره

৩০২১। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আমার কাছে হাসান হালওয়ানী, তার কাছে ইয়াকূব,

তার কাছে তার পিতা, তার কাছে সালেহ, তার কাছে ইবনে শিহাব, ইউনুস বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ হাদীস আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

৩০২২। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমার ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন, কুরবানীর দিন নবী (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটি (কংকর মারা) ও এটি (কুরবানী করা) যে এটি (কুরবানী করা) ও এটির (মাথা মুড়ানোর) আগে তা আমার জানা ছিল না; অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা ছিল যে, এ তিনটির (কংকর মারা, কুরবানী করা ও মাথা মুড়ানো) মধ্যে এটি, ঐটির আগে। তিনি বললেন ঃ কর; এতে দোষ নেই। (অর্থাৎ ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবার জন্য কোন প্রকার গুনাহ হবে না। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটা উত্তম)।

وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ

৩০২৩। ইমাম মুসলিম বলেন, আমার কাছে এ হাদীস 'আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন এবং তার কাছে মুহাম্মাদ ইবনে বাক্‌র বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) আরো বলেন, সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তার কাছে তার পিতা ও সকলেই ইবনে জুরাইজ থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে বাক্‌রের বর্ণিত হাদীস ঈসা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ, তবে তার বর্ণনায় এ তিনটি জিনিষের উল্লেখ নেই। আর ইয়াহইয়ার বর্ণনায় এ কথাগুলো রয়েছে "এক ব্যক্তি বললো, আমি কুরবানী করার আগে মাথা মুড়িয়েছি ও কংকর মারার আগে কুরবানী করেছি।"

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج

৩০২৪। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কুরবানী করে নাও, এতে কোন দোষ হবে না। সে পুনরায় বলল, আমি প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রস্তর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة

৩০২৫। যুহরী থেকে এ সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। (আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন), আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার অবস্থায় দেখেছি। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল... অবশিষ্ট অংশ ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج

৩০২৬। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জামরায় অবস্থান করছিলেন, আমি তাঁকে (বলতে) শুনেছি– এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কংকর নিক্ষেপের আগে মাথা মুড়িয়েছি। তিনি বললেন, এখন কংকর নিক্ষেপের কাজ সেরে নাও; এতে কোন দোষ নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি এখন কংকর নিক্ষেপের কাজ করে নাও; এতে কোন দোষ নেই। তারপর আরো এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে তাওয়াফে ইফাযা করেছি। তিনি এবারও বললেন ঃ "তুমি কংকর মেরে নাও; এরূপ আগে-পরে করাতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, আগে বা পরে করা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ঐ দিন যে যা-ই জিজ্ঞেস করেছে, তিনি তার উত্তরে বলেছেন ঃ "এখন করে নাও; এতে কোন দোষ নেই।"

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ

৩০২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-কে যবেহ করা, মাথা মুড়ানো ও কংকর নিক্ষেপের মধ্যে আগে-পরে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই।

টীকা ঃ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে হাজীদের চারটি প্রধান অনুষ্ঠান পালন করতে হয় ঃ জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা, পশু কুরবানী করা, মাথা কামানো (বা ছাঁটা) এবং তাওয়াফে ইফাদা (বা যিয়ারাহ)। উল্লিখিত ক্রমানুযায়ী তা আদায় করা সুন্নাত। কেউ যদি ভুল করে অথবা না জানার কারণে এই ক্রমিক ধারা ঠিক রাখতে না পারে তাহলে এতে কোন চরম অপরাধ হয় না এবং ক্ষতিপূরণের জন্য কুরবানীও করতে হয় না। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ক্রমিকতা অনুসরণ না করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী এবং কাতাদার মতে তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কুরবানী করতে হবে। কিন্তু অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে ক্রমধারা ভংগ হলে ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى قَالَ

نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

৩০২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কুরবানীর দিন নবী (সা) তাওয়াফে ইফাদা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যোহরের নামায পড়লেন। নাফে' বলেন, ইবনে উমার (রা) কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করতেন, অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যোহরের নামায পড়তেন। আর তিনি বলতেন, "নবী (সা) এ কাজ করেছেন।"

টীকা ঃ তাওয়াফে ইফাদা (অপর নাম তাওয়াফে যিয়ারাহ) হজ্জের অন্যতম রুকন। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ একমত। এই অনুষ্ঠান পালনের পর হাজীগণ ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

যাত্রার দিন মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা এবং সেখানে যোহরের নামায পড়া মুস্তাহাব।

حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ

৩০২৯। আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিকের (রা) কাছে জানতে চাইলাম, তালবিয়ার দিন (৮ই যিল্‌হজ্জ) রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায কোথায় পড়েছিলেন তা আমাকে আপনার স্মৃতি থেকে অবহিত করুন। উত্তরে তিনি বললেন, মিনাতে। আমি (পুনরায়) বললাম, যাত্রার দিন তিনি আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবআহ নামক জায়গায়। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (দলপতিগণ) যেরূপ করেন তোমরাও তাই কর।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ

৩০৩০। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন। নবী (সা), আবু বাক্‌র ও উমার (রা) 'আবতাহ' (বা মুহাস্‌সাব) নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ .

৩০৩১। নাফে' বর্ণনা করে, ইবনে উমার (রা) মুহাস্‌সাবে অবতরণ করাকে সুন্নাত মনে করতেন এবং যাত্রার দিন মুহাস্‌সাবেই যোহরের নামায পড়তেন। নাফে' বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরে খলীফাগণ মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ

৩০৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহ বা মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যাত্রা করতেন তখন এখানে অবতরণের একমাত্র কারণ হল, এখান থেকে বের হওয়া তাঁর জন্য সহজতর ছিল।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩০৩৩। হাফস ইবনে গিয়াস, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ এবং হাবীব আল-মুআল্লাম সকলে হিশামের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ

وَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ

৩০৩৪। সালিম বর্ণনা করেন, আবু বাক্‌র, উমার ও ইবনে উমার (রা) 'আবতাহ' নামক স্থানে অবতরণ করতেন। যুহরী বলেন, উরওয়াহ আমাকে আয়েশার (রা) সূত্রে জানিয়েছেন, তিনি (আয়েশা) এখানে অবতরণ করতেন না। উপরন্তু তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে অবতারণ করার কারণ হল, এখান থেকে বের হওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা (ওয়াজিব বা সুন্নাত) কিছুই নয়। এটি একটি বিরতি স্থান মাত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلٰكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৩৬। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, আবু রাফে' (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মিনা থেকে বের হলেন, আমাকে আব্‌তাহ নামক স্থানে অবতরণের নির্দেশ দেননি।

বরং আমি এসে সেখানে তাঁর তাঁবু লাগিয়েছি। তারপর তিনি এসে সেখানে অবতরণ করেছেন। আবু বাক্‌রের বর্ণনায় সালেহ থেকে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেন, আমি সুলাইমান ইবনে ইয়াসার থেকে শুনেছি। আর কুতাইবার বর্ণনায় রয়েছে– আবু রাফে' বলেছেন। আর রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাল-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

৩০৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা খাইফে বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে (মক্কার) কাফিররা নিজেদের মধ্যে কুফরের ওপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ

৩০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মিনায় অবস্থান করছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের (উদ্দেশ্য করে) বললেন ঃ আমরা আগামীকাল "খাইফে বনী কিনানায়" অবতরণ করতে যাচ্ছি; যেখানে কাফিররা সম্মিলিতভাবে কুফরীর ওপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। আর সেই শপথটি হল– যতদিন বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরাইশ ও বনী কিনানার লোকদের কাছে সমর্পণ না করবে, ততদিন তারা তাদের (বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকদের) সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা অর্থাৎ কোন প্রকার সামাজিক লেনদেন করবে না। আর খাইফে বনী কিনানা দ্বারা 'মুহাস্‌সাব' নামক স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

৩০৩৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ যে 'খাইফে' কাফিররা কুফরীর ওপর শপথ নিয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে যাত্রাবিরতি করব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

আইয়্যামে তাশরীকে মিনায় রাত কাটানো ওয়াজিব। কিন্তু পানি সরবরাহকারীগণ এর ব্যতিক্রম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

৩০৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যেসব রাতে মিনায় অবস্থান করতে হয়, হাজীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে ঐ রাতগুলো মক্কায় কাটানোর জন্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন।

টীকা ঃ তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে মিনায় প্রত্যাবর্তন করা এবং সেখানে দুই অথবা তিনি রাত অতিবাহিত করা ও তিন জামরায় প্রতিদিন কংকর নিক্ষেপ করা জরুরী। পবিত্র কুরআনেও এর ইংগিত রয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ২০০-২০১) বিশেষ কোন ওজর না থাকলে প্রত্যেক হাজীকেই এখানে ফিরে আসতে হয়। কেননা এটা হজ্জের একটি অংশ। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। যদি কেউ এ অনুষ্ঠান পালন না করে তবে তাকে কি ধরনের ক্ষতিপূরণ করতে হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিকের মতে, কোন ব্যক্তি এসব রাতে মিনায় অবস্থান না করলে প্রতি রাতের জন্য একটি করে পশু যবেহ করতে হবে। একদল মালেকী বিশেষজ্ঞের মতে, দান-খয়রাতের মাধ্যমেও এ ক্ষতিপূরণ করা যায়। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে, একটি পশু কুরবানী করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে, এ অনুষ্ঠান সুন্নাত, যা পালন করা উচিৎ। কিন্তু তার মতে, কোন পশু যবেহ করতে হবে

না। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) নবী (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "তুমি যখন জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করলে, অতঃপর যেখানে খুশি রাত কাটাতে পার।" (আল-ফাতহুর রব্বানী, শায়িখ আহমদ আবদুর রহমান, খণ্ড ১২, পৃঃ-২২০)

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩০৪১। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
হাজীদের পানি পান করানোর ফযীলত।

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَالِيْ أَرَى بَنِيْ عَمِّكُمْ يَسْقُوْنَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيْذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوْا فَلَا نُرِيْدُ تَغْيِيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৪২। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনে আব্বাসের (রা) সাথে কা'বা ঘরের নিকটে বসা ছিলাম। তখন এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে বলল ঃ "কি ব্যাপার! অতীতে আমি আপনার চাচার বংশধরদের মধু ও দুধ পান করাতে দেখেছি, আর এখন আপনারা খেজুরের শরবত পান করাচ্ছেন; আপনারা কি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ায় এরূপ করছেন, না কৃপণতার কারণে? ইবনে আব্বাস (সা) বললেন ঃ আলহাম্‌দুলিল্লাহ, অভাবগ্রস্ত হওয়া বা কৃপণতার কারণে আমরা তা করছি না; এর আসল কারণ হল– রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করে (মক্কায়) আসলেন।

তাঁর পিছনে উসামা (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। আমরা তাঁকে এক পিয়ালা খেজুরের শরবত দিলে তিনি তা পান করলেন এবং অবশিষ্ট শরবত উসামাকে (রা) পান করালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা খুব ভাল কাজ করেছো এবং এরূপ করতে থাক। সুতরাং যে কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তার পরিবর্তন করতে চাইনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া ইত্যাদি দান করার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

৩০৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কুরবানীর উটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং গোশ্ত, চামড়া ও জিনপোশ দান করে দিতে এবং কসাইকে এ থেকে মজুরী হিসেবে কোন কিছু না দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ কসাইয়ের মজুরী আমাদের নিজেদের কাছ থেকে দেব।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩০৪৪। আবদুল করীম জাযারী থেকে এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

وَقَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ

৩০৪৫। আলী (রা) নবী (সা) থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে কসাইয়ের মজুরীর কথা উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

৩০৪৬। আলী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে তাঁর কুরবানীর উটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং গোশ্‌ত, চামড়া ও জিনপোশ ইত্যাদি মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে এবং কসাইকে এ থেকে মজুরী না দিতে নির্দেশ দিলেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ

৩০৪৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

একই পশুতে একাধিক ব্যক্তি অংশীদার হয়ে কুরবানী করা জায়েয। উট এবং গরু সাতজনে মিলে কুরবানী করতে পারে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

৩০৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ার বছর এক একটি উট ও গরুতে সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করেছি।

وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة

৩০৪৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। অতঃপর তিনি উট ও গরুতে আমাদের মধ্যে সাতজন করে শরীক হওয়ার (ও কুরবানী করার) নির্দেশ দিলেন।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة

৩০৫০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি এবং প্রত্যেক সাত জনের পক্ষ থেকে একটি করে উট বা গরু কুরবানী করেছি।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ماهي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة إشتركنا كل سبعة في بدنة

৩০৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ ও উমরার সময় সাতজন করে প্রত্যেক উটে শরীক হয়েছি। এক ব্যক্তি জাবিরকে (রা) জিজ্ঞেস করল, 'বাদনাহ্'তে যত সংখ্যক লোক শরীক

হতে পারে জায়ূরেও (উটে) কি তত লোক শরীক হতে পারে? তিনি (জাবির) বললেন, বাদনাহ ও জায়ূর উভয়ইতো একই জিনিস (অর্থাৎ দু'টিই তো উট)। আর জাবির (রা) হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা সেদিন সত্তরটি উট কুরবানী করেছিলাম এবং প্রতিটি উটে আমরা সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম।

টীকা ঃ "বাদনাহ্" ও "জায়ূর" উভয়ের মানে উট। তবে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় কুরবানীর জন্য যে উট সাথে করে আনা হয় তাকে (পরিভাষায়) বাদনাহ্ এবং পরবর্তী সময় পথে এসে বা মক্কায় এসে যে উট ক্রয় করা হয় তাকে জায়ূর বলা হয়।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث

৩০৫২। আবু যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ সম্পর্কে বর্ণনা প্রসংগে জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন ঃ তখন নবী (সা) আমাদেরকে ইহরাম খোলার পর কুরবানী করার এবং এক একটি কুরবানীতে আমাদের কয়েক ব্যক্তিকে শরীক হবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটি সে সময়কার ঘটনা যখন তিনি তাদেরকে হজ্জ থেকে হালাল হবার (অর্থাৎ ইহরাম খোলার) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها

৩০৫৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তামাত্তু হজ্জ করছিলাম। তখন আমরা এক একটি গরুতে সাত ব্যক্তি শরীক হয়ে কুরবানী করেছি।

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر

৩০৫৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার (রা) পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا

محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأموى حدثني أبي حدثنا

ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته

৩০৫৫। আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলেন।" আর ইবনে বাক্রের হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় আয়েশার (রা) পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

উটকে বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় জবাই করা।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن

ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله

عليه وسلم

৩০৫৬। যিয়াদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) এক লোকের কাছে গেলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করছিল। তখন তিনি বললেন, "উটটিকে তুমি দাঁড় করিয়ে নাও এবং পা বাঁধা অবস্থায় কুরবানী কর। এভাবে যবেহ করা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

যে ব্যক্তি সশরীরে হেরেম শরীফে উপস্থিত হবে না তার কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দেয়া এবং এর গলায় প্রতীক চিহ্ন বাঁধা মুস্তাহাব। এর ফলে সে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং তার জন্য বিশেষ কোন কিছু হারামও হবে না।

وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا

ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

৩০৫৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন (হেরেম শরীফে) এবং আমি তাঁর কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দিতাম। অতঃপর মুহরিম ব্যক্তি যেভাবে বিভিন্ন কাজ থেকে বিরত থাকে তিনি অনুরূপ কোন কাজ থেকে বিরত থাকতেন না।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩০৫৮। ইবনে শিহাব এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَىَّ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

৩০৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরাতে দেখছি। এ হাদীসের বাকী অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلاَ يَتْرُكُهُ

৩০৬০। আবদুর রাহমান ইবনে কাসেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার এই দু'হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় প্রতীক চিহ্ন বাঁধতাম। তারপর তিনি কোন বস্তু থেকে বিরত থাকতেন না এবং ছেড়েও দিতেন না।

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا

৩০৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর জন্য মালা বানিয়েছি। অতঃপর তিনি পশুটিকে চিহ্নিত করেছেন এবং মালা পরিয়েছেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বাইতুল্লায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি মদীনায়ই অবস্থান করেছেন। অতঃপর তাঁর ওপর যা কিছু হালাল ছিল তার কোনটিই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

وحدثنا علي بن حجر السعدى ويعقوب بن إبراهيم الدورقى قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبى قلابة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدى أفتل قلائدها بيدى ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال

৩০৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু নিয়ে পাঠাতেন আর আমি নিজ হাতে সেটাকে মালা পরিয়ে দিতাম। তারপর তিনি কোন বস্তু থেকে বিরত থাকতেন না এবং কোন হালাল জিনিস পরিত্যাগ করতেন না।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين بن الحسن حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتى ما يأتى الحلال من أهله أو يأتى ما يأتى الرجل من أهله

৩০৬৩। উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার কাছে রাখা তুলা দিয়ে কুরবানীর পশুর প্রতীক চিহ্ন তৈরী করেছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে হালাল ছিলেন এবং ইহরাম ছাড়া হালাল অবস্থায় মানুষ নিজের স্ত্রীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করে থাকে তিনিও তাই করেছিলেন।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا

৩০৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর মেষের গলায় পরানোর মালা তৈরী করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি তা হেরেমে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং ইহরামবিহীন অবস্থায় আমাদের মাঝে অবস্থান করেছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ربما فتلت القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم

৩০৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর প্রতীক চিহ্ন তৈরী করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি তা কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে (হেরেমে) পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর তিনি (আমাদের মাঝে) অবস্থান করতেন এবং কোন ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তা বর্জন করেননি।

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها

৩০৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর মেষের গলায় প্রতীক চিহ্ন বেঁধে তা বায়তুল্লাহ অর্থাৎ হেরেমে পাঠিয়ে দিলেন।

وحدثنا إسحق

ابن منصور حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم

عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم

حلال لم يحرم عليه منه شيء

৩০৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর ছাগলগুলোকে গলায় মালা পরিয়ে তা হেরেমে পাঠিয়ে দিতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম ছাড়াই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন এবং তাঁর জন্য কোন কাজ করতে বাধা ছিল না।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله

ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن

عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدى

وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله

عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله

الله له حتى نحر الهدى

৩০৬৮। আমরাহ্ বিনতে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে যিয়াদ আয়েশার (রা) কাছে লিখে পাঠালেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (হেরেমে) পাঠাল তা কুরবানী না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর ঐসব জিনিস হারাম থাকে যা হজ্জ আদায়কারীর জন্য হারাম হয়ে থাকে।" আমি আমার কুরবানীর পশু (হেরেমে) পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ আমাকে লিখে জানাবেন। আমরাহ্ বলেন, আয়েশা (রা) এর উত্তরে বললেন, ইবনে আব্বাস যে কথা বলেছে তা ঠিক নয়। কারণ আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরী করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সেগুলোকে মালা পরিয়ে আমার পিতার সাথে (হেরেমে)

পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরবানীর পশু যবেহ করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন বস্তুই হারাম হয়নি।

টীকা ঃ ইমাম নববী বলেন, সহীহ মুসলিমের সব নোসখায় ইবনে যিয়াদ উল্লেখ রয়েছে। আবু আলী গাসসানী, মাযেরী, কাযী আইয়াযসহ সহীহ মুসলিমের অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এটা ভুল। আসলে হবে যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান, যার ডাক নাম যিয়াদ ইবনে আবীহি। সহীহ বুখারী, মুয়াত্তা, আবু দাউদ ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এই নামই উল্লেখ আছে। তাছাড়া ইবনে যিয়াদ আয়েশার (রা) সমসাময়িক ছিল না।

وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ

৩০৬৯। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) পর্দার অন্তরাল থেকে করাঘাত করে বলতে শুনেছি; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর জন্যে নিজ হাতে মালা তৈরী করতাম। অতঃপর তিনি ঐগুলোকে হেরেমে পাঠিয়ে দিতেন। আর তাঁর কুরবানী যবেহ হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন কিছু থেকে বিরত থাকতেন না। (অর্থাৎ তিনি এ সময় ইহরাম ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতেন।)

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৭০। আয়েশা (রা) এ সনদে উপরোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

প্রয়োজনে কুরবানীর পশুর ওপর সওয়ার হওয়া জায়েয।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

৩০৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ "(এর পিঠে) চড়ে নিয়ে যাও।" লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো কুরবানীর পশু? রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً

৩০৭২। আবু যিনাদও এ সনদে একই হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ সময় এক ব্যক্তি মালা পরিহিত একটি উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا

৩০৭৩। আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হাদীস এই যে, একদা এক ব্যক্তি মালা পরানো একটি উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয় তুমি এর পিঠে চড়ে যাও। লোকটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি এ পিঠে চড়ে যাও! তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি এর পিঠে চড়ে যাও।

وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ

أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

৩০৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে একটি কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ "তুমি এর পিঠে আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বলল ঃ এটি তো কুরবানীর পশু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'বার বা তিনবার বললেন ঃ এর পিঠে আরোহণ করে নিয়ে যাও।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَإِنْ

৩০৭৫। বুকায়ের ইবনে আখনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি ঃ এক ব্যক্তি তার কুরবানীর উট নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ এর পিঠে চড়। সে বলল, এটা কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ তাহলেও (কুরবানীর পশু হলেও চড়)।

وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

৩০৭৬। বুকায়ের ইবনে আখনাস বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে কুরবানীর উট নিয়ে যাচ্ছিল।... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

৩০৭৭। আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কাছে কুরবানীর উটে সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি (উত্তরে) বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যতক্ষণ অন্য কোন সওয়ারী না পাও প্রয়োজনবোধে কুরবানীর উটে সওয়ার হতে পার। কিন্তু এর যেন কষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে।"

وحدثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

৩০৭৮। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে কুরবানীর উটে সওয়ার হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অন্য কোন সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা সহানুভূতির সাথে কুরবানীর উটে সওয়ার হতে পার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩
কুরবানীর পশু পথ চলতে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে কি করতে হবে?

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

৩০৭৯। মূসা ইবনে সালামা হুযালী বলেন, আমি ও সিনান ইবনে সালামা উমরাহ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সিনানের সাথে একটি কুরবানীর উট ছিল। সে তার উটটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে উটটি দুর্বল হয়ে পড়ল এবং পথ চলতে অক্ষম হয়ে গেল। সিনান এ অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো, এটা যদি সামনে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে যায় তাহলে সে কি করে এটাকে নিজের সাথে নিয়ে যাবে? সে বললো, আমি যদি শহরে যেতে পারি তাহলে এ ব্যাপারে ভালভাবে (ফতওয়া) জেনে নেব। রাবী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে আমরা রওনা হলাম। যখন আমরা বাতহায় উপনীত হলাম, সিনান বললো, আমার সাথে ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে চলুন এবং তাকে এই ঘটনা বলে দেখি। রাবী বলেন, সেখানে গিয়ে সে ইবনে আব্বাসের কাছে তার উটের অবস্থার বর্ণনা দিলে তিনি বললেন ঃ তুমি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকেরই শরণাপন্ন হয়েছো। এবার শোন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ষোলটি উটসহ এক ব্যক্তিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন এবং তাকে এর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। রাবী বলেন, লোকটি রওয়ানা হয়ে গেল। পরে ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! এর মধ্যে কোন উট যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেন, সেটিকে যবেহ করবে এবং এর ক্ষুর রক্তে রঞ্জিত করে এর কুঁজের ওপর রেখে দেবে। কিন্তু তোমার সাথের কেউ এর গোশত খাবে না।

টীকা ঃ হেরেম শরীফে কুরবানী করার উদ্দেশ্যে কোন পশু পাঠানো হলে এবং পথিমধ্যে এসে সামনে অগ্রসর হতে দুর্বল ও অক্ষম হলে পড়লে তা যবেহ করে দিতে হবে। কিন্তু মালিক বা তার সাথের লোকদের এর গোশ্ত খাওয়া নিষেধ। তবে অন্য কাফেলার গরীব যাত্রীরা এর গোশ্ত খেতে পারে। ক্ষুর রক্তে রঞ্জিত করে কুঁজের পাশে রাখার অর্থ হচ্ছে– যে কেউ তা দেখে বুঝতে পারবে পশুটিকে হালাল পন্থায় যবেহ করা হয়েছে এবং মালিক এটাকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে হেরেম শরীফে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা প্রয়োজনবোধে এর গোশ্ত খেতে পারবে।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ

৩০৮০। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির সাথে আঠারটি কুরবানীর উট মক্কায় পাঠালেন। এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এখানে তিনি হাদীসের প্রথমাংশে সিনানের ঘটনা উল্লেখ করেননি।

حدثنى أبو غسان المسمعى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك

৩০৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কাবীসার পিতা যুআইবা তাঁর (ইবনে আব্বাসের) কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে কুরবানীর উট রওয়ানা করিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ এ উটগুলোর মধ্যে যদি কোনটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মরে যাবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে সেটিকে যবেহ করে দিবে। অতঃপর এর পায়ের ক্ষুর রক্তে ডুবিয়ে এর কুঁজের ওপর ছাপ মেরে দেবে। কিন্তু তুমি বা তোমার সাথের লোকদের কেউই এর গোশ্‌ত খাবে না।

টীকা ঃ যবেহ করার পর মালিক ধনী লোক ও উক্ত কাফেলার লোকদের খাওয়া জায়েয না হবার কারণ হল– এর ফলে যথার্থ ওজর ছাড়া কেউই এ ধরনের পশু যবেহ করতে আগ্রহী হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক। কিন্তু হায়েযগ্রস্ত মহিলাকে এটা করতে হবে না।

حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فى

৩০৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করছিল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে রওয়ানা না হয়।" যুহাইরের বর্ণনায় "ইয়ানসারিফূনা কুল্লা ওয়াজহিন" রয়েছে। তিনি "ফী" শব্দটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ»

قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ

آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

৩০৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে, সবশেষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে বিদায় হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের জন্য এ তাওয়াফ লঘু করা হয়েছে। (অর্থাৎ হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ করে দেয়া হয়েছে)।

টীকা ঃ হজ্জের মধ্যে তিনবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে একবার মক্কায় পৌছে– একে তাওয়াফে কুদুম বলে। এ তাওয়াফ সুন্নাত। দ্বিতীয় বার ১০ তারিখ মিনা থেকে ফিরে এসে এটাকে তাওয়াফে যিয়ারাহ বা 'তাওয়াফে ইফাদা' বলে। এ তাওয়াফ ফরয। তৃতীয়বার বিদায়কালে একে তাওয়াফুস্ সাদর বা তাওয়াফে বিদা ও (বিদায়ী প্রদক্ষিণ) বলে। এ তাওয়াফ ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম মালিকের মতে এ তাওয়াফ সুন্নাত। মক্কায় অবস্থানকালে অন্যান্য যাবতীয় নফল ইবাদতের চেয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। বিদায়ী তাওয়াফ পরিত্যাগ করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পশু যবেহ করতে হয়। কিন্তু উমরা পালনকারী এবং মক্কায় বসবাসকারী লোকদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক নয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ

إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ

ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

৩০৮৪। তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) সাথে ছিলাম। এ সময় যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) (তাকে) বললেন ঃ তুমি নাকি ফতোয়া দিচ্ছ যে, হায়েযগ্রস্ত মহিলাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না? ইবনে আব্বাস (রা) যায়েদ ইবনে সাবিতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি যদি আমার কথা না মানেন তাহলে অমুক অমুক আনসারী মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন? (খোঁজ নেয়ার পর) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে সহাস্যবদনে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাকে সদা সত্য কথাই বলতে দেখেছি।

টীকা ঃ এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, মহিলারা বিদায়ের জন্য যাত্রা করার আগেই বিদায়ী তাওয়াফ করে

রাখবে। বরং যথাসময়ে অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই বিদায়ী তাওয়াফের জন্য অগ্রসর হবে এবং তাওয়াফ আদায় করবে। কিন্তু এ সময় যদি হায়েয এসে যায় তাহলে তাদের জন্য এ তাওয়াফের প্রয়োজন নেই।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - نَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ

৩০৮৫। আবু সালামা ও উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'তাওয়াফে ইফাদা' করার পর সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে সেতো আমাদের বাধাগ্রস্ত করবে (অর্থাৎ তার কারণে আমাদের রওয়ানা করতে দেরী হবে)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো তাওয়াফে ইফাদা করার পর হায়েযগ্রস্ত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে রওয়ানা হতে পার।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

৩০৮৬। ইবনে শিহাব এ সনদে বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে ইফাদা আদায়ের পর হায়েযগ্রস্ত হয়েছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري

৩০৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন যে, সাফিয়্যা (রা) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।... অবশিষ্ট অংশ যুহরী বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن

৩০৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম সাফিয়্যা হয়তো তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বেই হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ সাফিয়্যা কি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? আমরা বললাম, সে তাওয়াফে ইফাদা করেছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে আর কোন বাধা নেই।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن

৩০৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) তো হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবতঃ সে আমাদেরকে আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সাথে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেনি? তারা বললেন, হ্যাঁ। নবী (সা) বললেন ঃ তাহলে তোমরা যাত্রা কর।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ

ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ «لَعَلَّهُ قَالَ» عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ

৩০৯০। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, পুরুষরা সাধারণত নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাফিয়্যার কাছে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলেন। তখন তাঁর অপরাপর স্ত্রীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে এখন হায়েযগ্রস্ত। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে তো আমাদেরকে (এখানে) আটকে রাখবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো কুরবানীর দিন যিয়ারত (তাওয়াফ) করেছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে যেন তোমাদের সাথেই রওনা হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

৩০৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হবার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যাকে (রা) তাঁর তাঁবুর দরজায় অবসাদগ্রস্ত ও চিন্তিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ অনাবৃত ও নেড়ে মাথা! তুমি তো আমাদেরকে আটকে রাখবে। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করনি? তিনি (সাফিয়্যা) বললেন,

হ্যাঁ। (এবার) নবী (সা) বললেন ঃ তাহলে রওনা হও। (অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ তোমার জন্য ক্ষমা করা হয়েছে)

وحدثنا يحيى ابْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَئِيبَةً حَزِينَةً

৩০৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে... হাকামের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই বর্ণনায় 'অবসাদগ্রস্ত ও চিন্তিত' কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করা এবং নামায পড়া ও দু'আ করার বর্ণনা।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى

৩০৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং উসামা, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা হাজাবী (রা) কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ভিতরে (কিছু সময়) অবস্থান করলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, বের হয়ে আসার পর বিলালকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভিতরে) কি করেছেন? তিনি (বিলাল) বললেন, তিনি (নবী) তাঁর বাঁদিকে দুটি খুঁটি, ডানদিকে একটি খুঁটি এবং পেছনে তিনটি খুঁটি রেখে নামায পড়েছেন। আর সে সময় কা'বা শরীফ ছয়টি খুঁটির উপর নির্মিত ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا وَبِلاَلٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى

৩০৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে কা'বা শরীফের চত্বরে অবতরণ করলেন এবং (কা'বার) চাবি নিয়ে আসার জন্য উসমান ইবনে তালহার (রা) কাছে লোক পাঠালেন। তিনি চাবি নিয়ে এসে দরজা খুললেন।

রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল, উসামা ইবনে যায়েদ ও উসমান ইবনে তালহা (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁরা কিছু সময় ভিতরে অবস্থান করলেন তারপর দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। আবদুল্লাহ আরো বলেন, আমি সবার আগে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম। এ সময় বিলাল (রা) তাঁর পিছে পিছে বেরিয়ে আসলেন। আমি বিলালকে বললাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভিতরে নামায পড়েছেন? তিনি, বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় বললাম, কোন্ স্থানে (নামায পড়েছেন)? তিনি বললেন, সামনের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানটায়। রাবী বলেন, তিনি কত রাকআত নামায পড়েছেন আমি তা বিলালের কাছে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ

الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِينَهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

৩০৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামার (রা) উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে (মক্কায়) আসলেন এবং কা'বার চত্বরে উষ্ট্রীকে বাঁধলেন। অতঃপর তিনি উসমান ইবনে তালহাকে লোক মারফত বললেন ঃ চাবি নিয়ে আস। তিনি তার মায়ের কাছে গিয়ে চাবি চাইলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। তখন তালহা (রা) বললেন, খোদার শপথ! হয় তুমি তাঁকে চাবি দেবে, অন্যথায় এই তরবারি আমার পার্শ্বদেশ থেকে বেরিয়ে তোমায় আঘাত হানবে। রাবী বলেন, অতঃপর তালহার মা তাকে চাবি দিল এবং তিনি তা নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হস্তান্তর করলেন। অতঃপর তিনি (নবী) কা'বার দরজা খুললেন।... হাদীসের বাকি অংশ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে উসামা, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহাও (রা) ছিলেন। অতঃপর তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে রাখলেন। পরে তা খোলা হলে আমিই সর্বপ্রথম তাতে প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে

দাঁড়িয়ে নামায আদয় করেছেন? তিনি বললেন, সামনের দু'টি স্তম্ভের মাঝে দাঁড়িয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক'আত নামায পড়েছেন তা বিলালের কাছে জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

وحدثنى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا هَهُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى

৩০৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল ও উসামা (রা) তখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। উসমান ইবনে তালহা তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। আমি (ইবনে উমার) উপরে উঠে কা'বা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে নামায পড়েছেন? তাঁরা বললেন, এখানে। আর নবী (সা) কত রাক'আত নামায পড়েছেন তা আমি তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

৩০৯৮। সালিম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা (রা) বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তারা কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে তারা দরজা খুললে লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই প্রবেশ করলাম। আমি বিলালের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ইয়ামানী স্তম্ভ দু'টির মাঝখানে নামায পড়েছেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين

৩০৯৯। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহাকে (রা) আমি কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখেছি তাদের সাথে অন্য কেউ প্রবেশ করেননি। অতঃপর ইবনে উমার (রা) বলেন, আমাকে বিলাল অথবা উসমান ইবনে তালহা (রা) জানিয়েছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে ইয়ামনের দিকটির স্তম্ভ দু'টির মাঝখানে নামায পড়েছেন।"

حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت

৩১০০। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইবনে আব্বাসকে (রা) একথা বলতে শুনেছেন ঃ "তোমাদেরকে কেবল তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর ভিতরে প্রবেশ করার তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি।" 'আতা (জবাবে) বললেন, তিনি (ইবনে আব্বাস) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন না। অবশ্য আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করলেন, তিনি এর সকল দিকে ফিরে দু'আ করলেন, কিন্তু বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত ভিতরে নামায পড়েননি। অতঃপর বের হয়ে এসে বায়তুল্লাহর সামনে দু'রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন ঃ "এটাই তোমাদের কিবলা" আমি (উসামা) তাঁকে বললাম, বায়তুল্লাহর "পার্শ্বসমূহের" অর্থ কি? তা কি এর কোণসমূহ নির্দেশ করে? তিনি বললেন ঃ বায়তুল্লাহর সকল দিক এবং কোণই কিবলা।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ

৩১০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তখন কা'বা ঘরের ৬টি খুঁটি বা স্তম্ভ ছিল। তিনি প্রতিটি খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন কিন্তু নামায পড়েননি।

টীকা ঃ বিলালের (রা) বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, নবী (সা) বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। কিন্তু উসামার (রা) বর্ণনায় যে বিপরীত তথ্য রয়েছে তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে যেমন– নবী (সা) তাদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। নবী (সা) কা'বার এক পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে লাগলেন এবং উসামা (রা) তাঁকে দু'আ করতে দেখে অপর পাশে গিয়ে দু'আয় মগ্ন হলেন। অপরদিকে বিলাল (রা) রাসূল (সা)-এর কাছেই ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত নামায পড়লেন। বিলাল (রা) তাঁর নিকটে থাকায় তিনি তাঁর নামায পড়া দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু উসামা (রা) দূরে থাকায় এবং দু'আ ও মুনাজাতে মগ্ন থাকায় তার পক্ষে রাসূলুল্লাহর নামায পড়া দেখা সম্ভব হয়নি। তাই উসামার (রা) বর্ণনা তাঁর ধারণানুযায়ী ঠিক। কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ নামায পড়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন– নফল নামায নয়।

সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ এবং জমহুরের মতে– কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে যে কোন দেয়ালের দিকে অথবা দরজা বন্ধ থাকলে দরজার দিকে মুখ করে ফরজ, নফল বা যে কোন ধরনের নামায পড়া জায়েয। ইমাম মালিকের মতে নফল নামায পড়া জায়েয, কিন্তু ফরয, ওয়াজিব, ফজরের সুন্নাত এবং তাওয়াফের দুই রাক'আত পড়া জায়েয নয়। অপর দলের মতে কা'বার অভ্যন্তরে কোন ধরনের নামায পড়াই জায়েয নয়।

وحدثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ

أَبْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا

৩১০২। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উমরা করার সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না।

টীকা ঃ এখানে ৭ম হিজরীর 'উমরাতুল কাযার' কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬
কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا

৩১০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার গোত্রের লোকজন যদি নিকট অতীতে কাফের অবস্থায় না থাকত (অর্থাৎ তারা নতুন ঈমানদার না হয়ে যদি পাক্কা ঈমানদার হত) তাহলে আমি কা'বা ভেঙ্গে ইবরাহীমের (আ) ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করতাম। কেননা কুরাইশগণ যখন বায়তুল্লাহর পুনর্নির্মাণ করেছে, এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছোট করে ফেলেছে। আর আমি কা'বার পিছনের দিকেও একটি দরজা বানাতাম।

টীকা ঃ ঐতিহাসিকদের মতে কা'বা শরীফকে পাঁচ বার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। যথা (১) ফেরেশতাগণ (২) ইবরাহীম (আ) (৩) নবুয়তের পূর্বে, নবীর (সা) বয়স যখন পয়ত্রিশ বা পঁচিশ বছর তখন কুরাইশগণ কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেছিল এবং নবীও (সা) এ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (৪) ইবনে যুবায়ের (রা) ও (৫) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। এখন পর্যন্ত তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মিত মডেলে রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে হারুনুর রশীদ তা ভেঙ্গে ইবনে যুবায়েরের নির্মিত আকৃতিতে নিয়ে আসার জন্য ইমাম মালিকের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩১০৪। হিশাম থেকে এ সূত্রেও আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

৩১০৫। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) সূত্রে ইবনে উমারকে (রা) অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তুমি কি দেখনি, তোমার গোত্রের লোকেরা যখন কা'বা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেছে তখন ইবরাহীমের (আ) ভিত্তির তুলনায় ছোট করে ফেলেছে?" আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন তা ইবরাহীমের (আ) ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে আনছেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যদি তোমার গোত্রের লোকেরা মাত্র কিছু আগে কুফরী পরিত্যাগ না করত তাহলে আমি তাই করতাম।" আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, অশ্যই আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনে থাকবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন কোণ দু'টিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে দেখেছি। আসল কথা হচ্ছে– বায়তুল্লাহ ইবরাহীমের (আ) ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মিত ছিল না।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا

مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ «أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ» لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ

৩১০৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যদি তোমার গোত্র জাহেলী যুগের অথবা কুফরী যুগের অতি কাছাকাছি না হত তাহলে আমি কা'বার ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে (জিহাদে) খরচ করে ফেলতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে বানাতাম, এবং হাতীমকে কা'বার মধ্যে শামিল করে দিতাম।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي «يَعْنِي عَائِشَةَ» قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ

৩১০৭। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আয়েশা! তোমার গোত্রের লোকেরা যদি নিকট অতীতে মুশরিক অবস্থায় না থাকত তাহলে আমি কা'বা ঘরকে পুনর্নির্মাণ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে রাখতাম এবং দু'টি দরজা করতাম– একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিম দিকে। আর হাতীমের ছ'হাত জায়গা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম। কেননা কুরাইশগণ কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় তা ছোট করে ফেলেছিল।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ

ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ
النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى
مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ
النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي
ثَلاَثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلاَثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ
يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا
لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً
فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ
مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ
النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ
فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ
الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ
بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ
الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا
مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ
فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ

৩১০৮। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মুঁআবিয়ার শাসনামলে সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে (মক্কায়) কা'বা শরীফ ভস্মীভূত হয়ে যা হবার তাই হল। ইবনে যুবায়ের (রা) তা (মেরামত বা সংস্কার না করে) ঐ অবস্থায় ফেলে রাখলেন। এ অবস্থায় হজ্জের মওসুম এসে গেল এবং লোকদের সমাগম হতে লাগলো। ইবনে যুবায়েরের উদ্দেশ্য ছিল– কা'বা ঘরের এ অবস্থা দেখিয়ে লোকদেরকে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করা, উৎসাহিত করা। যখন লোকজন সমবেত হলো, তিনি বললেন, হে লোকেরা! আপনারা আমাকে কা'বা ঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। এখন আমি কি তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ব, না যে অবস্থায় আছে এর ওপর মেরামত করে দেবো? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমি যা ভেবে চিন্তে দেখেছি তা হলো, কা'বা ঘরের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিক হয়েছে তা আপনি মেরামত করে দিন এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণের সময় তা যে অবস্থায় ছিল, তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় তা যে পাথরের গড়া ছিল সে অবস্থা বা আকৃতি ও স্তম্ভের ওপর ঠিক রাখা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় তা যে অবস্থায় ছিল কা'বাকে সে অবস্থায় রেখে দিন। অতঃপর ইবনে যুবায়ের (রা) বললেন, যদি আপনাদের কারো ঘর পুড়ে যায় তাহলে তা নতুন করে তৈরী না করা পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অথচ আপনাদের মহান প্রভুর ঘরের অবস্থা কী (যা আপনাদের নিজেদের ঘরের চেয়ে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ)? আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনবার তার উপদেশ চাইব, অতঃপর কি করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নেব। অতঃপর তিনি পরপর তিনবার (তিন দিন) ইসতেখারা করার পর কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে লোকেরা আশংকা করতে লাগলো, যে লোক প্রথমে ঘর ভাঙতে উপরে উঠবে তার ওপর না জানি কোন আসমানী বিপদ আপতিত হয়। অবশেষে এক ব্যক্তি কা'বা ঘরের উপরে উঠে একখানা পাথর ফেলে দিলো। যখন লোকেরা দেখলো, তার ওপর কোন বিপদ আসছে না তখন তারাও তার অনুসরণ করল এবং তা ভেঙ্গে ভূমিসাৎ করে দিল। অতঃপর ইবনে যুবায়ের (রা) কয়েকটি স্তম্ভ নির্মাণ করে এর সাথে পর্দা টানিয়ে দিলেন। (যাতে লোকেরা নির্মাণ কাজ চলাকালে এদিকে ফিরে নামায পড়তে পারে) অবশেষে এর দেয়াল সুউচ্চ হল এবং ইবনে যুবায়ের বললেন, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "লোকেরা যদি কুফরী যুগের কাছাকাছি না হত এবং কা'বা ঘর তৈরী করার প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি হাতীম থেকে পাঁচ গজ জায়গা কা'বার মধ্যে শামিল করে দিতাম। এর একটি দরজা বানাতাম যা দিয়ে মানুষ প্রবেশ করতো এবং বের হবার জন্যও অন্য একটি দরজা বানাতাম। ইবনে যুবায়ের (রা) আরো বললেন, আমার কাছে এখন ব্যয় করার মত পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে এবং লোকদেরকেও আমি ভয় করছি না। রাবী বলেন, তারপর ইবনে যুবায়ের (রা) হাতীমের দিকে পাঁচ গজ বাড়িয়ে দিলেন এবং সেখানে একটি ভিত্তি চিহ্ন প্রকাশ পেল যা লোকেরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেল। তারপর সেই ভিত্তির ওপরই দেয়াল তোলা আরম্ভ করলেন। তখন কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য ছিল ১৮ গজ। কিন্তু আরো বৃদ্ধি করার ফলে এর দৈর্ঘ্য ছোট

দেখাতে লাগলো। তাই তিনি দৈর্ঘে আরো দশ হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং এর দু'টি দরজা বানালেন, এর একটি প্রবেশ করার জন্য এবং অপরটি বের হওয়ার জন্য। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) শহীদ হলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ সম্পর্কে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে চিঠি লিখল। সে তাকে এও জানালো যে, ইবনে যুবায়ের যে ভিত্তির ওপর কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন তা মক্কার গণ্যমান্য লোকেরা দেখেছেন। অর্থাৎ তিনি ইবরাহীমের (আ) ভিত্তির ওপর তা স্থাপন করেছেন। তখন আবদুল মালিক এর জবাবে লিখলেন, ইবনে যুবায়েরের এসব কাজের ওলট পালট করে দেয়ার কোন দরকার নেই। সে দৈর্ঘ্যে যতটুকু বাড়িয়েছে তা অক্ষত রাখ এবং হাতীমের দিক থেকে যতটুকু কা'বার সাথে শামিল করেছে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আন। আর যে দরজাটি (নতুন) খুলেছে তা বন্ধ করে দাও। সুতরাং হাজ্জাজ তা ভেঙ্গে প্রথম ভিত্তির ওপর পুনঃস্থাপন করলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ «يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ» سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّى تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ

৩১০৯। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের ও ওয়ালিদ ইবনে 'আতাকে হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবী'আর সূত্রে (নিম্নের হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ বলেন, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে হারিস ইবনে আবদুল্লাহ তার কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। আবদুল মালিক বললেন, আমি মনে করি, আবু খুবায়ের (অর্থাৎ ইবনে যুবায়ের) আয়েশার (রা) সূত্রে [কা'বা ঘরের সংস্কার বিষয়ে মহানবীর (সা) অভিপ্রায় সম্পর্কে] কিছু শুনেননি। হারিস (রা) বলেন, হ্যাঁ, আমিও আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস শুনেছি। আবদুল মালিক বললেন, আপনি তাঁকে (আয়েশা) কি বলতে শুনেছেন? হারিস বলেন, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘর (এর মূল ভিত্ থেকে) ছোট করে ফেলেছে, যদি তোমার গোত্রের লোকেরা শির্‌ক যুগের অতি কাছাকাছি না হত, তাহলে তারা যা ছেড়ে দিয়েছে, আমি সেই ভিত্তির ওপর তা পুনস্থাপন করতাম। আমার ইনতিকালের পর তোমার গোত্রের লোকেরা যদি তা পুনর্নির্মাণ করার পদক্ষেপ নেয়, তাহলে আমি তোমাকে– তারা কতটুকু স্থান ছেড়ে দিয়েছে তা দেখিয়ে দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি (নবী সা.) তাকে (আয়েশা) প্রায় সাতগজ জায়গা দেখিয়ে দিলেন। এ হল আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ বর্ণিত হাদীস। ওয়ালীদ ইবনে 'আতা এর সাথে আরো যোগ করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আর আমি জমিনের সমতলে কা'বার দু'টি দরজা বানাতাম– একটি পূর্বদিকে ও অপরটি পশ্চিম দিকে। (হে আয়েশা!) তুমি জান, তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘরের দরজা কেন এত উঁচু করেছে?" আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ "অহংকারের বশবর্তী হয়ে– যাতে তারা নিজেদের পছন্দসই লোককে তাতে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে। আর তখনকার অবস্থা ছিল এই যে, যখন কোন লোক ভিতরে প্রবেশ করতে চাইত, তাকে তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দিত। কিন্তু সে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে যেত, ঠিক তখনই তারা তাকে ধাক্কা দিত। ফলে সে নীচে পড়ে যেত।" এবার আবদুল মালিক, হারিসকে (রা) বললেন, আপনি নিজে কি আয়েশাকে (রা) এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হারিস বলেন, আবদুল মালিক তার ছড়ি দিয়ে কিছু সময় মাটি খুঁড়তে থাকলো। অতঃপর বললো, আমি তার (ইবনে যুবায়ের) নির্মাণ কাজকে স্বঅবস্থায় রাখব (কোন পরিবর্তন করব না)।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ

৩১১০। ইবনে জুরায়েজ থেকে এ সনদ সূত্রে ইবনে বাক্রের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمى حدثنا حاتم بن أبى صغيرة عن أبى قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فان قومك قصروا فى البناء فقال الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على مابنى ابن الزبير

৩১১১। আবু কাযা'আহ্ থেকে বর্ণিত। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার সময় বললেন, আল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরকে (রা) ধ্বংস করুন। কেননা সে উম্মুল মুমিনীনের (আয়েশা রা.) ওপর এ বলে মিথ্যা আরোপ করেছে যে, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আয়েশা! তোমার গোত্রের লোকেরা যদি অল্পদিন আগে কুফর পরিত্যাগ করে মুসলমান না হত তাহলে আমি বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে হাতীম থেকে বাড়িয়ে নিতাম। কেননা তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘরের ভিত্ ছোট করে ফেলেছে।" তখন হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীআহ বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এরূপ বলবেন না, কারণ আমি নিজেই উম্মুল মুমিনীনকে (আয়েশা) একথা বলতে শুনেছি। তখন আবদুল মালিক বললেন, কা'বা ঘর ভাঙার পূর্বে আমি যদি এ হাদীস শুনতাম, তাহলে ইবনে যুবায়ের (রা) যেভাবে তা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন সে অবস্থায়ই রেখে দিতাম।

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه فى البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت

فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

৩১১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাতীমের দেয়াল কা'বার অন্তর্ভুক্ত কিনা তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় বললাম, তাহলে তারা কেন তাকে বায়তুল্লাহর মধ্যে শামিল করলো না? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের লোকদের কাছে ব্যয় করার মত অর্থ কম থাকায় এভাবে ছোট করে তৈরী করেছে। আমি আবার বললাম, কা'বা ঘরের দরজা উঁচুতে উপস্থিত হবার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এটাও তোমার গোত্রের লোকদেরই কাজ। তারা যাকে ইচ্ছা কা'বায় প্রবেশ করতে দিত ও যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ উঁচু করে তৈরী করেছে। জাহেল যুগটি যদি তোমার গোত্রের লোকদের খুব কাছাকাছি না হত এবং তাদের মনে বিরোধিতা বা অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে আমি হাতীমের দেয়াল কা'বার সাথে মিলিয়ে দিতাম এবং দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى الْأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ وَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ

৩১১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাতীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।... হাদীসের বাকি অংশ আবুল আহওয়াস বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক। এ বর্ণনায় রয়েছে– আমি বললাম, "কা'বা ঘরের দরজা এতটা উঁচুতে হওয়ার কারণ কি যে সিঁড়ি ছাড়া ওঠা যায় না?" এ বর্ণনায় আরো আছে– "তিনি বললেন, তাদের মনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হবার আশংকায় আমি তা করিনি।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

পংগু, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

৩১১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সাওয়ারীর ওপর উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় খাস্'আম গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য আসলেন। ফযল (রা) তার দিকে তাকাল এবং মহিলাও ফযলের (রা) দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলের চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার পিতার ওপরও ফরয হয়েছে। কিন্তু আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিক থাকতে পারেননা। সুতরাং আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ"। আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّي عَنْهُ

৩১১৫। ফযল (ইবনে আব্বাস রা.) থেকে বর্ণিত। খাস্আম গোত্রের এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর ওপর আল্লাহর

নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তাঁর উটের পিঠে বসে থাকার মত সামর্থ্য নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।"

টীকা ঃ রুগ্নতা, বার্ধক্য, পংগুত্ব ইত্যাদির কারণে হজ্জ করতে না পারলে তার পক্ষ হয়ে অন্য লোকের হজ্জ করা জায়েয। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

বালক বয়সে করা হজ্জ শুদ্ধ বিবেচিত হবে এবং যে ব্যক্তি তাকে হজ্জ করতে সাহায্য করেছে তার পুরস্কার।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

৩১১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে যাবার পথে রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। এবার তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল।" তখন এক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর দিকে তুলে ধরে বললেন, এই শিশুটির হজ্জ শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তার হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং তার সওয়াব তুমি পাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

৩১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তাঁর শিশুকে উঁচু করে তুলে ধরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল। এই শিশুর হজ্জ কি শুদ্ধ হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তুমি তার সওয়াব পাবে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

৩১১৮। আবু কুরাইব থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর হজ্জ কি আদায় হবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ আদায় হবে এবং তুমি এর সওয়াব পাবে।"

وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله

৩১১৯। এ সনদেও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ নাবালক অবস্থায় হজ্জ ফরয হয়না, কিন্তু তবুও যদি সে হজ্জ করে তাহলে সে এবং তার অভিভাবক সওয়াবের অধিকারী হবে। তবে এতে ফরয হজ্জের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। নাবালক যদি ইহরামের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে না পারে তাহলে হানাফী বিশেষজ্ঞদের মতে এ জন্য কোন কুরবানী ওয়াজিব হবে না। কিন্তু অন্যান্যদের মতে কুরবানী ওয়াজিব হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন– হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর')

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯
জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

৩১২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করবে।" তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল। প্রতি বছর কি হজ্জ করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা (প্রতি বছরের জন্যেই) ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না।" তিনি আরো বললেন ঃ "যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে বিষয় সেরূপ থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশী প্রশ্ন করার ও তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে, আর যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করবে।"

টীকা ঃ "যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা ওয়াজিব হয়ে যেত।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, কোন বিষয়কে ফরয বা ওয়াজিব করার অধিকার আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন। সুতরাং কুরআন ছাড়াও শরীয়ত সম্পর্কে তার নির্দেশ যে শরী'আতের উৎস এবং পালনীয় তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

হজ্জ ও ভ্রমণকালে মহিলাদের সাথে মুহরিম পুরুষ লোক থাকার বর্ণনা।

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

৩১২১। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যেন তিন দিনের দূরত্ব কোন মুহরিমের সাথে ছাড়া ভ্রমণ না করে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم

৩১২২। উবায়দুল্লাহ থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু বাক্‌রের বর্ণনায় 'তিন দিনের ঊর্ধ্বে' কথা উল্লেখ রয়েছে। আর ইবনে নুমায়ের তার পিতার সূত্রে বর্ণনায় করেছেন, "তিন দিন, কিন্তু তার সাথে কোন মুহরিম পুরুষ থাকতে হবে।"

وحدثنا محمد بن رافع

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

৩১২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান রাখে, তার সাথে কোন মুহরিম পুরুষ ব্যতীত একাকী তিন দিনের পথ অতিক্রম করা জায়েয নয়।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

৩১২৪। কাযা'আহ (রা) আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (কাযা'আহ) বলেন, আমি আবু সা'ঈদের (রা) কাছে একটি হাদীস শুনলাম যা আমার অত্যন্ত পছন্দ হল। আমি তাকে বললাম, আপনি কি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, "আমি যে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনিনি– তা তিনি বলেছেন, এটা কিভাবে বলতে পারি?" তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা শুধু তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন দিকে (সওয়াবের নিয়াতে) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হবে না। (১) আমার এ মসজিদ, (২) মসজিদুল হারাম ও (৩) মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মাকদাস।" আবু সা'ঈদ বলেন ঃ আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি– "কোন মহিলা যেন কখনো দু'দিনের জন্যেও সাথে মুহরিম পুরুষ ছাড়া অথবা স্বামী ছাড়া সফর না করে।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ .

৩১২৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য মুহরিম ছাড়া তিন রাতের দূরত্ব সফর করা হালাল বা বৈধ নয়।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

৩১২৬। কাযা'আহ বর্ণনা করেন, আমি আবু সা'ঈদ খুদরীর (রা) কাছে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চারটি কথা শুনেছি। যা আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে এবং ভাল লেগেছে। তিনি মহিলাদেরকে দু'দিনের দূরত্ব সাথে নিজের স্বামী বা মুহরিম পুরুষ ছাড়া সফর করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

৩১২৭। আবু সা'ঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা তিন দিনের দূরত্বের পথে কোন মুহরিম পুরুষ সাথে না নিয়ে একাকী ভ্রমণ করবে না।

وحدثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

৩১২৮। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুহরিম পুরুষ সাথে না নিয়ে কোন মহিলা যেন তিন রাতের অধিক দূরত্ব ভ্রমণ না করে।

وحدثناه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

৩১২৯। কাতাদা থেকে এ সূত্রে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

৩১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের কোন মুহরিম পুরুষ সাথে না নিয়ে কোন মুসলিম মহিলার জন্য একদিনের দূরত্ব অতিক্রম করা হালাল (বৈধ) নয়।

حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

৩১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মুহরিম পুরুষ সাথে না নিয়ে একদিনের দূরত্ব অতিক্রম করা হালাল না।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

৩১৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য সাথে নিজের কোন মুহরিম পুরুষ ছাড়া একদিন ও একরাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

৩১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলার জন্য তিন দিনের পথ তার সাথে নিজের কোন মুহরিম পুরুষ ছাড়া ভ্রমণ করা হালাল নয়।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

৩১৩৪। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে তার জন্য তার পিতা বা পুত্র, স্বামী বা ভাই অথবা অন্য কোন মুহরিম ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে তিন দিন বা তার চেয়ে বেশী সময় ভ্রমণ করা বৈধ নয়।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله

৩১৩৫। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আ'মাশ এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك

৩১৩৬। আবু মা'বাদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুৎবা দান প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যেন কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার মুহরিমের উপস্থিতি ছাড়া নির্জনে সাক্ষাত না করে। আর কোন মহিলাও যেন সাথে নিজের কোন মুহরিম ছাড়া সফর না করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে এবং আমার নাম অমুক সৈনিক দলের সাথে অমুক অভিযানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ "তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।"

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসগুলোতে মহিলাদের সফর সম্পর্কে বিভিন্নরূপ দূরত্বের উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে– প্রত্যেকের প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন। হাদীসগুলোর মূল তাৎপর্য হচ্ছে– সাথে মুহরিম পুরুষ না নিয়ে মহিলাদের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়।

টীকা ঃ পুরুষদের মত মহিলাদের উপরও হজ্জ ফরয। এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা, আসহাবুর রায়, হাসান বসরী, নাখঈ ও একদল মুহাদ্দিসের মতে স্ত্রীলোকদের ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মুহরিম পুরুষ থাকতে হবে। কিন্তু 'আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবনে সীরীন, ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আওযাঈর মতে নারীদের ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য মুহরিম থাকা শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে– সে আত্মসম্ভ্রমের হেফাজত করতে পারবে কিনা। একদল বিশেষজ্ঞের মতে, নির্ভরযোগ্য মহিলাদের কোন দলের জন্য সাথে মুহরিম ছাড়াও নফল হজ্জ এবং ব্যবসায় উপলক্ষে সফর করা জায়েয। কিন্তু জমহুরের মতে এটাও জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে, মক্কা ও তার আশপাশের এলাকার মহিলাদের সাথে (হজ্জে আসার জন্য) মুহরিম পুরুষ থাকা শর্ত নয়।

وحدثناه أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه

৩১৩৭। এ সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام «يعني ابن سليمان» المخزومي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

৩১৩৮। ইবনে জুরায়েজ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে "কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার মুহরিম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া যেন নির্জনে সাক্ষাত না করে" কথাটার উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

হজ্জ অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে দু'আ পড়া উত্তম।

حدثني هرون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذبك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزادفيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

৩১৩৯। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমাকে ইবনে যুবায়ের জানিয়েছেন, আলী আযদী তাকে অবহিত করেছেন যে, ইবনে উমার (রা) তাদেরকে শিখিয়েছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যখন উটের উপর সোজা হয়ে বসতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন ঃ তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন– "প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি একে (সওয়ারীকে) আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না, আর আমরা আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী"– (কুরআন)।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এ সফরে কল্যাণ ও সংযম এবং এমন কাজ চাই, যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ ভ্রমণকে সহজ করে দিন এবং পথের দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি সফরের সাথী এবং পরিবারের প্রতিনিধি।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট থেকে, চোখের কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাই। আর মাল-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি হওয়া অবস্থায় সফর থেকে ফিরে আসা থেকেও আশ্রয় চাই।" আর তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন উপরোল্লিখিত দু'আ পড়তেন এবং এর সাথে আরো বলতেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী।"

حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

৩১৪০। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা হতেন তখন (আল্লাহ তা'আলার কাছে) ভ্রমণের কষ্ট, চিন্তিত হয়ে ফিরে আসা, ভালর পর মন্দের দিকে ফিরে যাওয়া, অত্যাচারিতের অভিশাপ এবং মাল-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের অনিষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ

৩১৪১। আসিম থেকে এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল ওয়াহিদের বর্ণিত হাদীসে 'পরিবারবর্গ' শব্দের আগে 'ধন-সম্পদ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর মুহাম্মাদ ইবনে হাযিমের বর্ণনায় ফেরার সময় প্রথম 'আহল' বলে আরম্ভ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাদের উভয়ের বর্ণনায় "হে আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই" কথার উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২
হজ্জ ও অন্যান্য সফর থেকে ফিরে এসে কি পড়তে হবে?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

৩১৪২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন যুদ্ধ অথবা সামরিক অভিযান অথবা হজ্জ, অথবা উমরাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কোন টিলা অথবা উঁচু পাথুরে স্থানে আরোহণ করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর এ দু'আটি পাঠ করতেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা- শরীকালাহূ, লাহূল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আ-ইবুনা, তাইবুনা 'আবিদুনা সাজিদূনা লিরব্বিনা হামিদুনা সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল্ আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু।" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনিই প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সম্মিলিত শক্তিকে একাই পরাজিত করেছেন।"

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ

৩১৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে আইয়ুবের বর্ণনায় 'আল্লাহু আকবার' দু'বার বলার উল্লেখ রয়েছে।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال قال أنس ابن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة

৩১৪৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি আবু তালহা ও সাফিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অগ্রসর হলাম। সাফিয়া (রা) তাঁর উষ্ট্রীর ওপর তাঁরই পিছনে ছিলেন। যখন আমরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছলাম নবী (সা) বললেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী।" নবী (সা) একথাগুলো মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত বরাবর বলতে থাকলেন।

وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

৩১৪৪ (ক)। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে এ সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

হজ্জ এবং উমরা থেকে ফেরার পথে যুল্‌হুলাইফার কংকরময় ময়দানে যাত্রাবিরতি করা এবং সেখানে নামায আদায় করা।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك

৩১৪৫। নাফে' থেকে ইবনে উমারের (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফার কংকরময় ময়দানে উট থামিয়ে সেখানে নামায পড়েছেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমারও (রা) তাই করতেন।

وحدثنى محمد بن رمح بن المهاجر المصرى أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التى بذى الحليفة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلى بها

৩১৪৬। নাফে' বলেন, যুলহুলাইফার যে কংকরময় স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট থামিয়ে (যাত্রাবিরতি করে) নামায পড়তেন, ইবনে উমারও (রা) সেখানে তার উট থামাতেন (এবং নামায পড়তেন)।

وحدثنا محمد بن إسحق المسيبى حدثنى أنس «يعنى أبا ضمرة» عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة التى كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩১৪৭। নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ অথবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন যুলহুলাইফার সেই কংকরময় স্থানে উট থামাতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট থামাতেন (যাত্রাবিরতি করতেন)।

وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم «وهو ابن إسماعيل» عن موسى «وهو ابن عقبة» عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فى معرسه بذى الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة

৩১৪৮। সালিম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে যুলহুলাইফায় অবতরণ করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়, আপনি এখন যুলহুলাইফার বরকতময় ময়দানে অবস্থান করছেন।

وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قالا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنى موسى بن عقبة عن سالم بن

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذٰلِكَ

৩১৪৯। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে যুলহুলাইফার কংকরময় ময়দানে অবস্থান করছিলেন, তখন (এক ফেরেশ্‌তা কর্তৃক) তাঁকে বলা হয়, "আপনি একটি বরকতপূর্ণ কংকরময় ময়দানে রয়েছেন।" রাবী মূসা বলেন, আবদুল্লাহ (রা) মসজিদের যে স্থানে উট বেঁধে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবতরণস্থল খোঁজ করতেন, সালিম ইবনে আবদুল্লাহও সেই স্থানে আমাদের সাথে উট থামিয়েছেন। আর এ স্থানটি বাতনে ওয়াদীতে নির্মিত মসজিদের নীচে এবং মসজিদ ও কিবলার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

কোন মুশরিক বায়তুল্লায় হজ্জ করতে পারবে না, উলঙ্গ হয়েও কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না এবং হজ্জের মহান দিনের বর্ণনা।

حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

৩১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী বছরের যে হজ্জ পরিচালনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌রকে (রা)

আমীর করে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবু বাক্‌র (রা) আমাকে কিছু সংখ্যক লোকের একটি (ঘোষক) দলের সাথে কুরবানীর দিনে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন ঃ এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ আর উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না। ইবনে শিহাব (যুহরী) বলেন, আবদুর রাহমানের পুত্র হুমায়েদ আবু হুরায়রার (রা) হাদীসের কারণে কুরবানীর দিনকে হজ্জের বড় দিন বা মহান হজ্জের দিন বলতেন।

টীকা ঃ 'ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার' বলতে কি বুঝায় তা নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল ভাষ্যকার বলেছেন, ৯ম হিজরীতে যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় মহান হজ্জের দিন বলতে তা বুঝানো হয়েছে। অপর একদলের মতে বিদায় হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, হজ্জের বড়দিন বলতে কোন বিশেষ হজ্জকে বুঝানো হয়নি; বরং উমরা থেকে হজ্জকে পৃথক করে বুঝানো হয়েছে। কেননা উমরাও এক প্রকারের হজ্জ। জাহেলী যুগে হজ্জে আকবার (বড় হজ্জ) বলতে হজ্জকে বুঝানো হত এবং হজ্জে আসগার (ছোট হজ্জ) বলতে উমরাকে বুঝানো হত।

মাওলানা মওদূদী বলেন, "সহীহ হাদীসে উধৃত হয়েছে– বিদায় হজ্জের সময় নবী (সা) ভাষণ দানকালে সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? তারা বলল, আজ যবেহ করার দিন (১০ যিলহজ্জ)। তিনি বললেন, ----- আজ হজ্জের বড় দিন। এটাকে লোকেরা সাধারণত বড় হজ্জের দিন মনে করে থাকে। আর সেজন্য বড় হজ্জের দিন কোনটি তা তাদের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ইসলামে বড় বলতে কিছু নেই"। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা তওবার ৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

আরাফাতের দিনের ফযীলত।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ.

৩১৫১। ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিনে মহান আল্লাহ যত সংখ্যক বান্দাহকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন, তার চেয়ে বেশী মুক্তি দেন এমন দিন আর দ্বিতীয়টি নেই। এদিন আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে বান্দাদের অবস্থা দেখে ফেরেশ্‌তাদের সামনে তাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ "এরা কোন্ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে?"

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬
হজ্জ ও উমরার ফযীলত সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

৩১৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এবং যে হজ্জ (আল্লাহর দরবারে) কবুল হয়ে যায় তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

৩১৫৩। আবু হুরায়রা (রা) (এ সনদে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিক ইবনে আনাস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

৩১৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ বায়তুল্লায় এসে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কাজ করেনি সে তার জন্মদিনের ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে।

وحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ

৩১৫৫। এ সনদে সকল রাবীই এ হাদীসটি মনসূর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সকলের বর্ণনায়ই "যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে এবং তাতে অশ্লীল কথা বলেনি বা কাজ করেনি" কথাটি রয়েছে ('যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় আসে' কথার পরিবর্তে)।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

৩১৫৬। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭
হাজীদের মক্কায় অবতরণ করা ও সেখানকার (পরিত্যক্ত) ঘরবাড়ীর মালিক হবার বর্ণনা।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ

৩১৫৭। উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মক্কায় গিয়ে নিজের বাড়ীতে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য কোন প্রাচীর বা ঘরদরজা অবশিষ্ট রেখেছে? আর একথা বলার কারণ হল– আকীল ও তালিব আবু তালিবের (ধন-সম্পদের) ওয়ারিস হয়েছিল এবং জা'ফর ও আলী (রা) আবু তালিবের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা উভয়ই মুসলমান ছিলেন এবং আকীল ও তালিব কাফের ছিল।

حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذٰلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا.

৩১৫৮। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামীকাল আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? এটা ছিল তার হজ্জে যাওয়ার পথের ঘটনা যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য অবতরণের কোন স্থান বাকি রেখেছে?

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَذٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ

৩১৫৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? এটা ছিল মক্কা বিজয়ের যুগের কথা। তিনি বললেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য অবস্থানের মত কোন স্থান রেখেছে?

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮
হজ্জ শেষে মুহাজিরদের তিনদিন মক্কায় অবস্থান করার বর্ণনা।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاَثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا

৩১৬০। আবদুর রাহমান ইবনে হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীযকে (রা) সায়েব ইবনে ইয়াযীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন ঃ "আপনি কি মক্কায় অবস্থান করা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?" তখন সায়েব বললেন, আমি 'আলাআ ইবনে খাদরামীকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মুহাজিরদের জন্য তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি আছে।" তাঁর বক্তব্যের অর্থ হল, মুহাজিরগণ যেন তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান না করে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِى سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ أَوْ قَالَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا

৩১৬১। আবদুর রাহমান ইবনে হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীযকে (র) তাঁর সভাসদদের কাছে বলতে শুনেছি ঃ মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে তোমরা কি শুনেছ? তখন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বললেন, আমি 'আলাআ ইবনে খাদরামীর কাছে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানী সমাপণের পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবে।

وحدثنى حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ

৩১৬২। আবদুর রাহমান ইবনে হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীযকে (র) সায়েব ইবনে ইয়াযীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন। সায়েব বলেন, আমি 'আলাআ ইবনে খাদরামীকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি ঃ হজ্জ সমাপণের পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ

৩১৬৩। 'আলাআ ইবনে খাদরামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ "কুরবানী করার পর মুহাজিরদের মক্কায় অবস্থানের সময়সীমা হল– তিন দিন।"

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩১৬৪। ইমাম মুসলিম বলেন, ইবনে জুরায়েজ এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

মক্কায়, তার উপকণ্ঠে শিকার করা, যুদ্ধ করা ইত্যাদি এবং গাছ কাটা, ঘাস কাটা ইত্যাদি হারাম।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ

طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

৩১৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ "আজ থেকে আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকী আছে। কাজেই তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে তখন বের হয়ে পড়বে।" আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিনে আরো বললেন ঃ "যেদিন আল্লাহ তাআলা আস্‌মান-জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই তিনি এ শহরকে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। কাজেই এ শহর আল্লাহর সম্মানেই কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে এখানে কারোর জন্য যুদ্ধ করা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও একদিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারপর এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তা আল্লাহর সম্মানে হারাম থাকবে। এখানের কাঁটা গাছ কেটে ফেলা যাবে না, শিকারকে তাড়া করা চলবে না এবং ঘোষণাকারী (বা হারানো মাল পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি) ছাড়া এখানে পথে পড়ে থাকা মালামাল কেউ তুলতে পারবে না। এখানকার ঘাসও উপড়ানো বা ছাঁটা যাবে না।" এ সময় আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ব্যতীত। (অর্থাৎ ইযখির কাটার অনুমতি দিন)। কেননা তা লোকদের (কামারদের) জন্য ও ঘরের ছাদের জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন ঃ "আচ্ছা ইযখির ঘাস ব্যতীত।"

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلَ وَقَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا

৩১৬৬। মানসূর এ সনদে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি "যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে" কথাটি উল্লেখ করেননি এবং যুদ্ধের পরিবর্তে হত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এখানকার রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস মালিককে অন্বেষণকারী ছাড়া কেউ উঠাতে পারবে না।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ

৩১৬৭। আবু শুরাইহ্ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আমর ইবনে সাঈদ (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন। তখন আবু শুরাইহ (রা) তাকে বললেন, হে আমীর! আমাকে এমন একটি কথা বলার অনুমতি দিন যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানকালে দাঁড়িয়ে বলেছেন– এবং যা আমার দু'কান শুনেছে; আমার অন্তর স্মরণে রেখেছে এবং আমার দু'চোখ দেখেছে। যখন তিনি এ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বললেন ঃ "আল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাঁকে হারাম করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে তার পক্ষে এখানে রক্তপাত করা ও এখানকার গাছপালা কাটা হালাল নয়। যদি কেউ আল্লাহর রাসূলের যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে এর মধ্যে যুদ্ধ করাকে জায়েয সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে বলবে, 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি' আর আমাকেও শুধু এখানে একদিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।*

তারপর অতীতে এখানে যেভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল আজই সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাবর্তন করেছে। আমার একথা প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের জানিয়ে দেয়।" আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হল, তখন আমর আপনাকে কি উত্তর দিলেন? আমর বললেন, "হে আবু শুরাইহ্! এ সম্বন্ধে আমি আপনার চেয়ে ভাল জানি! মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না, আর এমন লোককেও নয় যে রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে অথবা অপরাধ করে সেখানে পালিয়েছে।"

টীকা ঃ হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আয়েশার (রা) বোন আসমার (রা) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) খিলাফতের দাবী করেন এবং সিরিয়া ব্যতীত মক্কা, মদীনা, ইরাক ও ইয়ামান প্রভৃতি প্রদেশের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। ৬৪ হিঃ থেকে ৭২ হিঃ পর্যন্ত হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব ইবনে যুবায়েরের হাতে ছিল এবং যারাই হজ্জে আসত তারা তাঁর হাতে বায়আত হত। এটা ছিল আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। তাই সে ইবনে যুবায়ের (রা)-কে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ৭২ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান চালায় এবং মদীনার আমীর আমর ইবনে সাঈদকে সসৈন্যে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়। আর সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আমর ইবনে সাঈদ মক্কার ওপর আক্রমণ করে। হেরেমে মক্কাতে যুদ্ধ ও রক্তপাতের আশংকা করে আবু শুরাইহ (রা) আমরকে আলোচ্য হাদীস শুনিয়ে পরোক্ষভাবে মক্কার মর্যাদা নষ্ট না করার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে সাবধান করে দেন। কিন্তু আমর "হেরেমে মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না" যুক্তি দেখিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতঃপর ৭৩ হিজরীর ১৭ই জামাদিউস্ সানী মক্কার হেরেমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) হাজ্জাজের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

* "আমার জন্য যুদ্ধ সামান্য সময় হালাল করা হয়েছে" দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয় যুদ্ধ অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়েছে। সন্ধি দ্বারা নয়। তাই এ স্থান ইসলামী সরকারের। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) এ স্থান মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّا

نَجْعَلُهُ فِى قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِى يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِى شَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِىِّ مَاقَوْلُهُ اكْتُبُوا لِى يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِى سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ হস্তি বাহিনীকে মক্কা থেকে প্রতিহত করেছেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে মক্কার ওপর বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। আমার পূর্বে এখানে কারোর জন্য যুদ্ধ করা হালাল ছিল না। আমার জন্যও শুধু একটি দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আমার পরে আর কারোর জন্য কখনো তা হালাল হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, কাঁটা গাছ কেটে ফেলা চলবে না এবং পথে পড়ে থাকা জিনিস-পত্র উঠানো যাবে না। তবে যে ব্যক্তি শোহরাতকারী অর্থাৎ হারানো মালের সন্ধান দানের কাজে নিয়োজিত সে উঠাতে পারবে। আর যার কোন লোককে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য দু'টি পথের যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে ঃ হয় রক্তমূল্য নেবে, না হয় হত্যার বিচারে হত্যাকারীকে নিহত করাবে। তখন আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শুধু ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দিন। কারণ, এ ঘাস আমরা কবরের ওপর দেই এবং ঘরের কাজে লাগাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা তাহলে ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া হল। এরপর ইয়ামানের অধিবাসী 'আবু শাহ' নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা আমাকে লিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা 'আবু শাহ'কে লিখে দাও! ওয়ালিদ বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, সে যে বলেছে "হে আল্লাহর রাসূল এটা আমাকে লিখিয়ে দিন" একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে খুতবাটি (ভাষণটি) সে শুনেছে তা লিখিয়ে দেয়ার জন্য বলেছে।

حَدَّثَنِى إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِى لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ
وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا
أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا
وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي
الدِّيَةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ - أَهْلُ الْقَتِيلِ - قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ
اُكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا
نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

৩১৬৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযাআহ গোত্রের লোকেরা তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রতিশোধে লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে খুতবা (ভাষণ) দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা হাতিওয়ালাদের মক্কা থেকে প্রতিহত করেছেন এবং মক্কার ওপর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের বিজয়ের মাধ্যমে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখ, আমার আগে ও পরে কারোর জন্যেই হেরেম শরীফে হত্যাকাণ্ড বৈধ নয়। আমার জন্যও শুধু একদিনের কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। আর এখন থেকে আমার জন্যও (আগের মত) হারাম। কাজেই এখানকার কাঁটা তোলা যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না এবং পথে পড়ে থাকা জিনিস-পত্র ঘোষণাকারী ছাড়া কেউ উঠাতে পারবে না। আর যার কোন লোক নিহত হয়েছে তার দু'টি বিকল্পের যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে– হয় রক্তপণ গ্রহণ করবে; না হয়, কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) নিবে। রাবী বলেন, তাঁরপর 'আবু শাহ' নামক ইয়ামানের এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (আপনার এ বক্তব্য) লিখে দিন। তখন নবী (সা) উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাকে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাদেরকে ইযখির ব্যবহারের অনুমতি দিন। কেননা আমরা তা কবরে ও ঘরে ব্যবহার করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে শুধু ইযখির (ব্যবহার করতে পার)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

প্রয়োজন ছাড়া মক্কায় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ

৩১৭০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মক্কাতে অস্ত্রবহন করা কারোর জন্য হালাল (বৈধ) নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

ইহরাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ

৩১৭১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ ছিল। তারপর যখন তিনি এটি নামালেন, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কা'বার গিলাফের সাথে আবদ্ধ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা কর।

টীকা ঃ ইবনে খাতালকে হত্যা করার কয়েকটি কারণ দেখা যায়। যথা (১) সে প্রথমে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। ইসলামী আইনে মুরতাদ হবার পর তওবা না করলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। তাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

(২) ইবনে খাতালের একজন মুসলমান খাদেম ছিল। শুধু ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁকে সে হত্যা করে। তাই তাকে হত্যার অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

(৩) ইবনে খাতালের দুইটি গায়িকা দাসী ছিল। তারা তার নির্দেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে গান গাইত এবং কটূক্তি করত। তাই তাকে উল্লিখিত অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

যেহেতু হেরেম আমান ও শান্তির স্থান। এখানে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ। যে ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করে সে

নিরাপত্তা লাভ করে। এতদ্সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হেরেমের মধ্যে কি করে হত্যার নির্দেশ দিলেন? তার উত্তরে বলা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখানে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر

৩১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুতাইবার বর্ণনায় আছে "তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম ছাড়াই প্রবেশ করেন এবং তাঁর মাথায় একটি কাল পাগড়ী ছিল।"

টীকা ঃ আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় লৌহবর্ম (helmet) ছিল বলে উল্লেখ আছে। আসল কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর মাথায় লৌহবর্ম ছিল। অতঃপর তিনি তা খুলে মাথায় পাগড়ী পরিধান করেন।

একদল বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব লোক হজ্জ বা উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করে না অথবা যাদের মক্কায় যাতায়াত নিত্যনৈমিত্তিত ব্যাপার– তাদের জন্য বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্যদের এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরাহ করার উদ্দেশ্য ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করলে ইহরাম বেঁধেই প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু যারা সচরাচর মক্কায় আসে অথবা যারা যালিমের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য হেরেমে আশ্রয় নেয় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়।

حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء

৩১৭৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন (হেরেমে) প্রবেশ করলেন এবং তাঁর মাথায় কাল রং-এর একটি পাগড়ী ছিল।

حدثنا يحيى بن يحيى وإسحق ابن إبراهيم قالا أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء

৩১৭৪। জা'ফর ইবনে 'আমর ইবনে হারিস থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল।

وحدثنا أبو بكر

ابن أبي شيبة والحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر

৩১৭৫। জা'ফর ইবনে আ'মর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন মিম্বারের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যার দু'পাশ তিনি তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আবু বাক্‌রের বর্ণনায় "মিম্বারের ওপর" কথাটি উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

মদীনার মর্যাদা, এর বরকতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ, মদীনার হেরেম ও তার সীমা, হেরেমের সীমায় শিকার করা, গাছপালা কাটা হারাম।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو ابن يحي المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي مادعا به إبراهيم لأهل مكة .

৩১৭৬। আব্বাস ইবনে তামীম থেকে তার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আসিমের (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম করেছেন এবং তার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছেন।

আর আমি মদীনাকে হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) করেছি, যেমনটি ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম করেছেন। আর আমি মদীনার 'সা' ও 'মুদ্দ' এর জন্য দু'আ করেছি, যেমনটি ইবরাহীম (আ) মক্কাবাসীদের জন্য দু'আ করেছেন।

وحدثنيه أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال ح وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد أما حديث وهيب ففي رواية الدراوردي بمثل ما دعا به إبراهيم وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم

৩১৭৭। 'আমর ইবনে ইয়াহইয়া এ সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها « يريد المدينة »

৩১৭৮। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মক্কাকে হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) করেছেন, আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের মধ্যস্থলকে হারাম করছি।

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها

وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذٰلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ

৩১৭৯। নাফে' ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মারওয়ান ইবনে হাকাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে মক্কা, মক্কার অধিবাসী ও তার সম্মানের কথা উল্লেখ করল, কিন্তু মদীনা, এর অধিবাসী এবং এর সম্মানের কথা উল্লেখ করল না। তখন রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) তাকে ডেকে বললেন ঃ কি ব্যাপার তুমি মক্কা, মক্কার অধিবাসী ও তার সম্মান সম্পর্কে উল্লেখ করলে, কিন্তু মদীনা, মদীনার অধিবাসী ও তার মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুই বললেনা? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই লাভা নির্গমন ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ মদীনা) হারাম করেছেন। আর এ হাদীস আমার কাছে খাওলানী চামড়ার ওপর লিপিবদ্ধ রয়েছে। তুমি চাইলে আমি তা তোমাকে পাঠ করে শুনাতে পারি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে মারওয়ান কিছু সময় চুপ থাকল, অতঃপর বলল, আমিও এর কিছু কিছু অংশ শুনেছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

৩১৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) মক্কার হেরেম নির্দিষ্ট করেছেন আর আমি মদীনার হেরেম নির্দিষ্ট করেছি দুই লাভা নির্গমন ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে। কাজেই এখানকার কোন কাঁটাগাছ কাটা যাবে না এবং কোন শিকারও শিকার করা যাবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللّٰهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩১৮১। আমর ইবনে সা'দ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মদীনার লাভাময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি। এখানকার গাছপালা কাটা যাবে না এবং শিকারকে হত্যা করা যাবে না। তিনি আরো বলেন ঃ মদীনা তাদের জন্য কল্যাণময় যদি তারা বুঝতো! কোন লোক অনাগ্রহ বা অনীহাপূর্বক মদীনা ত্যাগ করে চলে গেলে আল্লাহ তার স্থানে তার চেয়ে ভাল লোককে স্থান দেন। আর যে ব্যক্তি এখানে অভাব-অনাটন ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ

৩১৮২। আমর ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... ইবনে নুমায়ের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। উপরন্তু তিনি তার হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের সাথে কোন প্রকার খারাপ ক্ষতি সাধন করার ইচ্ছা করবে আল্লাহ তাকে সীসা আগুনে গলে যাওয়ার ন্যায় বা লবণ পানিতে গলে যাওয়ার ন্যায় দগ্ধীভূত করে দোযখের শাস্তি দেবেন।

وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ

৩১৮৩। আমর ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। (আমার পিতা) সা'দ তাঁর 'আকীকস্থ ভবনে উঠলেন। তিনি একটি কৃতদাসকে (মদীনার) একটি গাছ কাটতে বা গাছের পাতা ছিঁড়তে দেখে তার সাথের জিনিসপত্র কেড়ে নিলেন। সা'দ (মদীনায়) ফিরে আসলে ক্রীতদাসের মালিক এসে তার জিনিসপত্র তাকে অথবা তাদের দাসের নিকট থেকে কেড়ে আনা জিনিসপত্র তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাকে দান করেছেন তা ফিরিয়ে দেয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আর তিনি তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাকে দান করেছেন– অর্থাৎ এ ধরনের লোকের সাথে এরূপ ব্যবহার করার অনুমতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছেন। কেউ হেরেমের পশু শিকার ও গাছপালা ইত্যাদি নষ্ট করলে এর দু'ভাবে প্রতিবিধান করা যেতে পারে (ক) বিনষ্ট জিনিসের মূল্য গ্রহণ বা (২) যে উপকরণের মাধ্যমে এ কাজ করেছে তা কেড়ে নেয়া।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

৩১৮৪। 'আমর ইবনে আবু আমর বর্ণনা করেন, তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে (রা) বললেন ঃ আমার খেদমতের জন্য তোমাদের পরিচিত একটি বালক খুঁজে আনো। তখন আবু তালহা (রা) তাঁর সওয়ারীর পিছনে করে আমাকে এনে তাঁর খেদমতে হাজির করলেন। তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোথাও অবতরণ করতেন আমি তাঁর খেদমত করতাম। তিনি তাঁর আলাপে আরো বলেন, পথ চলতে চলতে তিনি (নবী সা.) যখন উহুদ পাহাড় দেখতে পেলেন, তখন বললেন ঃ এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও একে ভালবাসি। তারপর মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম যেরূপ

মক্কাকে হারাম করেছেন আমিও সেরূপ এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদীনা) হারাম করেছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের সা' ও মুদ্দের মধ্যে বরকত দিন।"

وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارى عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها

৩১৮৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় "আমি দুই লাভাময় পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি" কথা উল্লেখ আছে।

وحدثناه حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا

৩১৮৬। 'আসেম বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনাকে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারাম করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদআতের প্রচলন করল, রাবী আসেম বলেন, তিনি পুনরায় আমাকে বললেন, এটা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার যে, যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদআতের প্রচলন করল, তার উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কোন 'ফরয' বা 'নফল' কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। আনাস (রা)-এর পুত্রের বর্ণনায় "অথবা কোন বিদআতীকে স্থান দিল" কথাটি উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

৩১৮৭। আসেম আল্ আহওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মদীনা হারাম। এখানকার গাছপালা উঠানো যাবে না। যে ব্যক্তি এ কাজ করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ

৩১৮৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে (মদীনাবাসীদের) তাদের পরিমাপে তাদের সা' এবং মুদ্দে বরকত দিন।"

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ

৩১৮৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে দু'আ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ! মক্কার চেয়ে মদীনাতে দ্বিগুণ বরকত (প্রচুর্য) দান করুন।"

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير

ابن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة «قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه» فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة حرم مابين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكرا مابعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه

৩১৯০। ইবরাহীম তাইমী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর কিতাব ও এ সহীফা ছাড়া আমাদের (আহলি বাইত) কাছে অন্য আরো কিছু জিনিস আছে যা আমরা পড়ে থাকি" যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা পোষণ করে সে এ ব্যাপারে মিথ্যা বলে।[ক] রাবী বলেন, একখানি সহীফা তখন আলীর (রা) তরবারির খাপের সাথে ঝুলানো ছিল এবং তাতে (যাকাতের) উটের বয়স, আহতের (অর্থাৎ জখমের কিসাস ও রক্তমূল্য সংক্রান্ত) বর্ণনা (লিপিবদ্ধ) ছিল।[খ] এ সহীফায় এ কথাও রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনা হারাম (পবিত্র) আইর থেকে সাওর পর্যন্ত।[গ] এখানে যদি কেউ কোন বিদআতী কাজ করে অথবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশ্‌তা এবং মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয, বা নফল ইবাদতই কিয়ামতের দিন আল্লাহ কবুল করবেন না। (তিনি আরো বলেছেন), সকল মুসলমানদের জিম্মা বা নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি এক ও অভিন্ন।[ঘ] তাদের সাধারণ ব্যক্তি এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারুর

সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মালিককে বাদ দিয়ে অপর কাউকে নিজের মালিক বলে পরিচয় দেয় তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং সকল মুসলমানদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল তথা কোন আমলই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কবুল করবেন না।[ঙ] ইমাম মুসলিম বলেন, বর্ণনাকারী আবু বাক্‌র ও যুহায়ের "তাদের সাধারণ ব্যক্তিও এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে" পর্যন্ত বর্ণনা করে হাদীস সমাপ্ত করেছেন এবং এর পরের বর্ণনা তাতে নেই। এ দু'জনের হাদীসে "সহীফা তার তরবারির সাথে ঝুলানো ছিল" কথাটি নেই।

টীকা (ক) ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। একদল মুসলমান মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ও আহলে বাইতকে বিশেষ কিছু নির্দেশ দান করেছেন যা অন্যদের থেকে গোপন রাখা হয়। উল্লিখিত হাদীস এ ধরনের যে কোন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা আলী (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন, কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত ওহী তার ও তার পরিবারবর্গের কাছে আছে– এ ছাড়া বিশেষ কোন ওহী তাদের কাছে নেই। মুসলমান সর্বসাধারণ যে ওহী পাঠ করে থাকে তারাও তাই পাঠ করেন।

টীকা (খ) ঃ হযরত আলীর (রা) বক্তব্য থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাই হাদীস লিপিবদ্ধ হতে থাকে এবং তিনি নিজেও মহানবীর (সা) হাদীসের আলোকে যাকাতের বিধান, অপরাধ ও তার শাস্তি ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত একটি মাসহাফ (বই) তৈরী করেন।

টীকা (গ) ঃ আইর মদীনার একটি পাহাড়ের নাম এবং সাওর মক্কার নিকটে একটি পাহাড়ের নাম। একদল ভাষ্যকারের মতে রাবী ভুলবশত ওহুদ পাহাড়ের স্থানে সাওর পাহাড়ের নাম বর্ণনা করেছেন। অপর দলের মত এ বর্ণনা ঠিকই আছে। তবে এখানে সাওর বলতে মদীনার নিকটে বর্তমানে বিলুপ্ত একটি পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে– মক্কার সাওর পাহাড় নয়।

টীকা (ঘ) ঃ "মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি এক" কাজেই তাদের যে কেউ প্রতিশ্রুতি দিলে অথবা কাউকে আশ্রয় দিলে সকলের জন্য তা পালন করা প্রয়োজন, চাই প্রতিশ্রুতি বা আশ্রয়দানাকারী ধনী হোক অথবা গরীব।

টীকা (ঙ) ঃ সারফ এবং আদলের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এখানে শব্দ দুটির অধিক জনপ্রিয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে– সারফ অর্থ ফরয ইবাদত এবং আদল অর্থ নফল ইবাদত। হাসান বসরীর মতে সারফ অর্থ পাপের জন্য অনুতাপ এবং আদল অর্থ মুক্তিপণ, আর্থিক ক্ষতিপূরণ।

وحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى كُرَيْبٍ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِى الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمَا مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩১৯১। আ'মাশ এ সনদে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুআবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আবু কুরাইবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি হাদীসটিতে এ কথাগুলোও উল্লেখ করেছেন– "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করলো তার ওপর, আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না।" তাদের উভয়ের বর্ণনায় এ বক্তব্যটি নেই– "যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করে।" আর ওয়াকী'র বর্ণিত হাদীসে 'কিয়ামতে দিন' কথাটির উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٍ إِلَّا قَوْلَهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ

৩১৯২। 'আমাশ থেকে এ সূত্রে ইবনে মুসহির ও ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا

حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

৩১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনা হারাম বা মহাসম্মানিত। কাজেই যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদ'আত করবে বা কোন বিদ'আতকারীকে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয বা নফল তথা কোন ধরনের ইবাদতই কবুল করা হবে না।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي

عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

৩১৯৪। 'আমাশ এ সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি 'কিয়ামতের দিন' কথাটি বলেননি। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ মুসলমানদের জিম্মা বা নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি এক ও অভিন্ন। তাদের (ধনী-দরিদ্র) সবাই এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কাজেই যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতে তার কোন ফরয বা নফল কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ

৩১৯৫। আবু হুরায়য়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবু হুরায়রা) বলতেন, "আমি যদি মদীনাতে হরিণকে ঘাস খেয়ে বেড়াতে দেখি তাহলে আমি সেগুলোকে উৎপীড়ন করব না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দুই লাভাময় পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান হারাম।"

وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى

৩১৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দুই লাভাময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঘোষণা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কাজেই আমি যদি এই দুই লাভাময় পাহাড়ের মাঝে হরিণের পালকে চরে বেড়াতে দেখি তাহলে আমি সেগুলোকে ভয় দেখাব না এবং তাড়াবো না। আর তিনি (নবী) মদীনার চারপাশের উপকণ্ঠের ১২ মাইলব্যাপী এলাকাকে নিষিদ্ধ চারণভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر

৩১৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের অভ্যাস ছিল যখন প্রথম ফল সংগ্রহ করতো তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসতো। যখন তিনি সে ফল গ্রহণ করতেন, বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের ফলে বরকত দিন। আমাদের এ শহরে বরকত দিন, আমাদের সা'-এ বরকত দিন, আমাদের মুদ্দে বরকত দিন। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার বান্দাহ আপনার বন্ধু ও আপনার নবী ছিলেন এবং আমিও আপনার বান্দাহ ও নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছেন আর আমি আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি যেরূপ তিনি মক্কা ও এর সাথে আরো কিছুর জন্য দু'আ করেছেন।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ বালককে ডাকতেন এবং ঐ ফল তাকে দান করতেন।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع

بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ

৩১৯৮। আবু হুরায়য়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রথম ফল নিয়ে আসা হলে তিনি একথা বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী সিমারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা, ওয়া ফী সা'ইনা বারাকাতুন মাআ বারাকাতিন।" অতঃপর তিনি নিজের কাছে উপস্থিত বালকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বালককে সে ফল দান করতেন।

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ حَدَّثَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ
أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَظُنُّ أَنَّهُ
قَالَ» حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَهُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّ
عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي
بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ «مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ» وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ «لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ» لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى
أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا
مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ
إِلَّا لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ
بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا
حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا «ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ» ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ

أَوْ يُحَلَّفُ بِهِ ، الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ ، مَاوَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ

৩১৯৯। মাহরীর মুক্ত করা গোলাম আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। মদীনায় তারা একবার দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের সম্মুখীন হন। তিনি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে এসে বললেন, "আমি অধিক সন্তানের অধিকারী এবং অভাব অনটনের অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। তাই আমি আমার সন্তানদের নিয়ে কোন উর্বর এলাকায় চলে যেতে মনস্থ করেছি। একথা শুনে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, তা করো না, বরং সর্বাবস্থায় মদীনায় অবস্থান কর। একবার আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইরে রওয়ানা হলাম। আমার ধারণা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমরা 'উস্‌ফান' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম এবং সেখানে কয়েক রাত কাটালাম। লোকেরা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা এখানে অযথা সময় কাটাচ্ছি। অথচ আমাদের সন্তান-সন্ততি পিছনে রয়ে গেছে। তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন (অর্থাৎ শত্রুদের দ্বারা তাদের আক্রান্ত হবার আশংকা করছি।) এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের যে কথা আমার কাছে পৌঁছেছে এটা কেমন কথা? রাবী বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, (এ দু'টির) কোনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– তিনি বলেছেন, সেই খোদার শপথ যাঁর নামে আমি শপথ করে থাকি অথবা তিনি বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! অবশ্যি আমি সংকল্প করেছি অথবা যদি তোমরা চাও (রাবী বলেন, এ দুটি কথার মধ্যে তিনি কোনটি বলেছিলেন তা আমার মনে নেই), তাহলে আমি আমার উটকে রওয়ানা করার জন্য নির্দেশ দেব এবং মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত একে থামাব না। তিনি আরো বললেন, "হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে সম্মানিত করে তা হারাম করেছেন, আর আমি মদীনাকে দুই পাহাড়ের (আইর ও ওহুদ) মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম ঘোষণা করলাম। এখানে রক্তপাত করা চলবে না, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং পশুর খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছাড়া এখানকার কোন গাছের পাতা ঝরানো যাবে না। হে আল্লাহ! আমাদের শহরে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ। আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, আমাদের মুদ্দে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, আমাদের মুদ্দে বরকত দান করুন এবং আমাদের শহরে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! এসব বরকতের সাথে আরো দু'টি বরকত দান করুন। (তিনি আরো বললেন,) যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ মদীনায় এমন কোন ঘাঁটি ও প্রবেশপথ বা অলিগলি নেই যেখানে দুইজন ফেরেশতা পাহারারত নেই। এই ফেরেশতাগণ তোমাদের মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত এভাবে পাহারা দিতে থাকবে। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা রওয়ানা হও। (রাবী বলেন) আমরা রওয়ানা করে মদীনায়

পৌছলাম। সুতরাং সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর নামে আমরা শপথ করে থাকি, অথবা তিনি বলেছেন, যাঁর নামে শপথ করা হয়। (এ দু'টির কোনটি তিনি বলেছেন সে ব্যাপারে হাম্মাদের সন্দেহ রয়েছে)– যখনই আমরা মদীনায় পৌছলাম; এমনকি আমরা তখনো উটের পিঠ থেকে হাওদা নামাইনি এই অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের ওপর আক্রমণ করল। কিন্তু এর আগে কেউ এরূপ করতে সাহস পায়নি।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا

إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين

৩২০০। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেছেন ঃ “হে আল্লাহ! আমাদের মুদ্দের মধ্যে বরকত দিন, আমাদের সা'-এর মধ্যে বরকত দিন। আর এক বরকতের সাথে আরো দু'টি বরকত দান করুন।”

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن

موسى أخبرنا شيبان ح وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله

৩২০১। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قتيبة بن سعيد

حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

৩২০২। মিহরীর মুক্ত গোলাম আবু সা'ঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি 'হারবার' রাতগুলোতে (অর্থাৎ ৬৩ হিজরীতে মদীনায় গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে) আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে এসে মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ চাইলেন। তিনি এখানকার চড়া বাজার দর ও তার অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততির অভিযোগও জানালেন। আর তিনি তাঁকে (আবু সা'ঈদ খুদরী রা. কে) একথাও জানালেন যে, মদীনার দুর্ভিক্ষের ক্লেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তখন আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) তাকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অনটনে ধৈর্যধারণ করে মৃত্যুবরণ করে নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব, যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ «وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ» أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرَ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ

৩২০৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম যেরূপ মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আমিও মদীনার লাভাময় দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলকে হারাম ঘোষণা করেছি। রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) আমাদের কারো হাতে পাখি দেখতে পেলে তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে ছেড়ে দিতেন। (কেননা হেরেমের সীমায় কোন প্রাণী হত্যা করা নিষেধ।)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن

৩২০৪। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের হাত দিয়ে মদীনার দিকে ইংগিত করে বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মদীনা হারাম এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة

عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة

৩২০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসলাম তখন সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল। আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা) অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদের অসুস্থাবস্থা দেখতে পেলেন তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় কর, যেভাবে মক্কা আমাদের কাছে প্রিয় করেছ অথবা তার চেয়েও অধিক। এখানকার অধিবাসীদের সুস্বাস্থ্য দান কর এবং আমাদের সা' ও মুদ্দে বরকত দাও। আর এখানকার জ্বর জুহ্‌ফায় স্থানান্তরিত করে দাও।"

وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه

৩২০৬। হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

মদীনায় বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করা এবং এখানকার প্রতিকূল আবহাওয়া ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার ফযীলত।

حدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩২০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মদীনার অভাব অনটন ও দুর্ভিক্ষে ধৈর্যধারণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব অথবা সাক্ষী হব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ اقْعُدِي لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩২০৮। যুবাইরের মুক্ত ক্রীতদাস ইউহান্নিস থেকে বর্ণিত। তিনি একবার (হাররার) গোলযোগের সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) কাছে বসা ছিলেন। এ সময় তার মুক্ত দাসী এসে তাকে সালাম করে বললো, হে আবু আবদুর রাহমান! আমাদের ওপর অত্যন্ত কঠিন সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। তাই আমি মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। তখন আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, হে বোকা মেয়ে! এখানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মদীনার অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ « يَعْنِي الْمَدِينَةَ »

৩২০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এখানকার, অর্থাৎ মদীনার

অভাব-অনাহার ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষী বা সুপারিশকারী হব।

وحدثنا يحي بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا

৩২১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি মদীনার অনাহার ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هرون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراظ يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

৩২১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله

৩২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি মদীনার অনটনে ধৈর্য ধারণ করে...। বাকি অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

প্লেগ ও দজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা শহর নিরাপদ থাকার বর্ণনা।

حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ

৩২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনার প্রবেশ পথগুলোতে ফেরেশতাগণ পাহারায় থাকেন। (তাই) এখানে মহামারীও প্রবেশ করতে পারবে না এবং দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবে না।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ.

৩২১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসীহ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে পূর্ব দিক থেকে এসে উহুদ পাহাড়ের পিছনে উপস্থিত হবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার মুখ সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেবেন এবং সে ওখানেই ধ্বংস হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

মদীনা পাপীদের দূর করে দেয় এবং মদীনাকে 'তাবাহ ও তাইয়েবাহ' নামেও আখ্যায়িত করা হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللّٰهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

৩২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মদীনার) লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাত ভাই ও নিকট প্রতিবেশীকে ডেকে ডেকে চলবে, 'চল এমন স্থানে যাই যেখানে কমদামে ও সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়'। বস্তুতঃ তাদের জন্য মদীনায় থাকাই উত্তম হবে, হায়! তারা যদি এটা জানতো তাহলে কতই না ভাল হত!! সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! যখনই অনীহা বশতঃ কোন ব্যক্তি মদীনা থেকে অন্যত্র চলে যায়, সাথে সাথে আল্লাহ তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে এনে দেন। জেনে রাখ! মদীনা (কামারের) হাপরের মত পাপী ও অপবিত্র লোকদের বের দেয়। আর কামারের হাপর যেভাবে লোহার ময়লা দূর করে দেয় মদীনাও তদ্রূপ তার ভিতর থেকে খারাপ ও পাপী লোকদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত বের না করে দেবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না।

وحدثنا قُتَيْبَةُ
ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

৩২১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন একটি জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদকে খেয়ে ফেলবে। (অর্থাৎ সকল এলাকার ওপর বিজয়ী হবে)। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে। বস্তুত! তার (উপযুক্ত) নাম হল মদীনা। এ মদীনা খারাপ লোকদেরকে (এর ভিতর থেকে) এমনভাবে দূর করে দেয় যেমনটি কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

টীকা ঃ মদীনা সকল গ্রাম বা জনপদকে খেয়ে ফেলার অর্থ হল ঃ এখানে ইসলামের বীর সৈনিকগণ একত্রিত হয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়বে এবং সকল শহর ও জনপদকে জয় করবে এবং বিজিত এলাকাসমূহ থেকে গনীমতের মাল এসে এখানে জমা হবে এবং এখান থেকে লোকদের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে।

টীকা ঃ ইয়াসরাব শব্দটি তাসরীব শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল, ভীতি প্রদর্শন করা, ধমক দেয়া, নিন্দা ইত্যাদি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নাম বাদ দিয়ে এর নামকরণ করেছেন 'মদীনা'।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ

৩২১৭। ইয়াহইয়া ইবনে আবু সাঈদ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত

হয়েছে। তবে এ সূত্রে "হাপর যেমন ময়লা দূর করে দেয়" কথার উল্লেখ আছে কিন্তু 'লোহা' শব্দের উল্লেখ নেই।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها

৩২১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হলো। বেদুইন লোকটি মদীনায় তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ, আমার বাইআত বাতিল করে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার সে এসে বললো, আমার বাইআত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনরায় এসে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ, আমার বাইআত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মদীনা হল, হাপরের ন্যায়, যাতার ময়লা দূর করে এবং যাতার জিনিসকে বিশুদ্ধ করে।"

وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة

৩২১৯। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই তা তাইয়্যেব (পবিত্র) অর্থাৎ মদীনা। আর এ মদীনা অপবিত্র ও ময়লাকে দূরে করে দেয়, যেমনটি আগুন রৌপ্যের খাদ ও ময়লাকে দূর করে দেয়।"

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ

৩২২০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম রেখেছেন "তাবাহ্" (পবিত্র)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধন করার ইচ্ছা করা হারাম। খারাপ ব্যবহারের জন্য যে ব্যক্তি তা করবে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يُحَنَّسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ «يَعْنِي الْمَدِينَةَ» أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

৩২২১। আবু আবদুল্লাহ কাররায্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ (মদীনা) শহরবাসীদের অনিষ্ট করার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ « يُرِيدُ الْمَدِينَةَ » أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا

৩২২২। কাররায আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এখানকার (মদীনা) অধিবাসীদের অনিষ্ট করার ইচ্ছা করে আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। ইবনে হাতিম বলেন, ইবনে ইউহান্নাসের হাদীসে شَرًّا শব্দটির পরিবর্তে بِسُوْءٍ শব্দ রয়েছে।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هٰرُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩২২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ نُبَيْهٍ أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

৩২২৪। দীনারুল কাররায় বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ

৩২২৫। আবু আবদুল্লাহ কাররায থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় "হঠাৎ আক্রমণ অথবা ক্ষতি সাধন" করার কথা উল্লেখ আছে।

وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراظ قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء

৩২২৬। আবু হুরায়রা (রা) ও সা'দ (রা) উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দিন।" এরপরের অংশ উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। আর এখানে একথাও রয়েছে– যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের অনিষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

বিজয় যুগে মদীনায় বসবাস করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

৩২২৭। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাম দেশ (সিরিয়া) বিজিত হবে; তখন এক দল লোক মদীনা থেকে সপরিবারে বের হয়ে উট হাঁকিয়ে তথায় চলে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম ছিল যদি তারা জানতো। তারপর ইয়ামান বিজিত হবে এবং একদল লোক মদীনা ছেড়ে সপরিবারে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই

তাদের জন্য উত্তম ছিল যদি তারা বুঝতো। অতঃপর ইরাকও বিজিত হবে এবং কিছু সংখ্যক লোক সপরিবারে মদীনা ছেড়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝতো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

৩২২৮। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইয়ামান বিজিত হবে এবং তখন একদল লোক তাদের পরিবার ও অনুগতদের উট হাঁকিয়ে সেখানে বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম ছিল যদি তারা বুঝতো। তারপর সিরিয়া বিজিত হবে এবং তখনো কিছু সংখ্যক লোক তাদের পরিবার পরিজন ও অনুসারীদেরকে উট হাঁকিয়ে সেখানে বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম ছিল যদি তারা তা জানতো। অতঃপর ইরাক বিজিত হবে এবং তখন একদল লোক সওয়ারী জন্তু হাঁকিয়ে তাদের পরিবার পরিজন ও অনুগতদের বহন করে সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতে পারতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী "লোকেরা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে"।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ ، قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمٌ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ.

৩২২৯। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা সম্পর্কে বলেছেন : এখানকার অধিবাসীরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে, আর তখন হিংস্র পশু পাখি দ্বারা এ স্থান ছেয়ে যাবে। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, সাফওয়ানের আসল নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মালিক। তিনি ইয়াতিম ছিলেন এবং দশ বছর কাল ইবনে জুরাইজের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ. ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا

৩২৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তারা উত্তম অবস্থায় মদীনা ছেড়ে চলে যাবে আর তখন হিংস্র পশু-পাখি এখানে ছেয়ে যাবে। তারপর মুযাইনা গোত্রের দুই রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে। তারা তাদের মেষ পাল হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনাতে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে এখানে বন্যপশুতে ছেয়ে গেছে। অবশেষে তারা বিদা পাহাড়ের গিরিপথে পৌঁছলে মুখ থুবড়ে পড়ে (মারা) যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৮৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান এবং মিম্বার ও তার স্থানের ফযীলত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ

بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

৩২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি।

টীকা ঃ আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি– এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. স্থানটিকে হুবহু বেহেশতে পরিণত করা হবে। দুই. যারা এখানে ইবাদত করবে তারা নিশ্চিতভাবে বেহেশ্ত লাভ করবে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَابَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

৩২৩২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার মিম্বার ও ঘরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

৩২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেতের বাগানসমূহের একটি। আর আমার মিম্বার আমার হাউযের ওপরে অবস্থিত।

টীকা ঃ "আমার মিম্বার আমার হাউযের ওপর অবস্থিত" কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (ক) যে ব্যক্তি মিম্বারের কাছে ইবাদত করবে সে হাউযে কাওসার পানে ধন্য হবে (খ) এ মিম্বারকে কিয়ামতের দিন হাউযে কাওসারের পাশে রাখা হবে। অথবা কিয়ামতের দিন তাঁকে যে মিম্বার দেয়া হবে তা হাউযের পাশে অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

উহুদ পাহাড়ের ফযীলত।

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيي عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه

৩২৩৪। আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। তিনি হাদীস বর্ণনা করে তাতে বলেন, আমরা ফিরে আসার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম। যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার সাথে যেতে চায় যেতে পারে। অন্যথায় এখানে অবস্থান করে পরেও আসতে পারে। তারপর আমরা রওনা হয়ে যখন মদীনার কাছাকাছি আসলাম, তিনি বললেন ঃ এটি 'তাবা' আর এটি উহুদ। আর এ উহুদ এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

حدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه.

৩২৩৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরা তাকে ভালবাসি।

وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري حدثني حرمي بن عمارة حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه

৩২৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১
মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত।

حدثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

৩২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) এক রাকআত নামায পড়া মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

৩২৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এই মসজিদে এক রাকাত (বা এক ওয়াক্ত) নামায পড়া দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদে হাজার রাকআত (বা হাজার ওয়াক্ত) নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র।

حدثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَا ذٰلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذٰلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذٰلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ

৩২৩৯। আবু সালমা ইবনে আবদুর রাহমান ও আবু আবদুল্লাহ আল্ আগর থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এক (রাকআত বা ওয়াক্ত) নামায পড়া দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আর তাঁরই তৈরী মসজিদ (নবীগণের তৈরী করা মসজিদের মধ্যে) সর্বশেষ মসজিদ।"

আবু সালমা ও আবু আবদুল্লাহ উভয়েই বলেন, "নিঃসন্দেহে আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বলেছেন। সুতরাং আমরা তার মৃত্যু পর্যন্ত তার দ্বারা এ হাদীসকে সত্যায়িত করার প্রয়োজন মনে করলাম না। পরবর্তীকালে আমরা নিজেদের মধ্যে এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করলাম এবং একে অপরকে দোষারোপ করলাম, তোমরা কেন আবু হুরায়রার সাথে আলাপ করলে না যে, তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন কিনা।

একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেযের কাছে গিয়ে বসলাম। আমরা তার কাছে এ হাদীস সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে আবু হুরায়রাকে আমাদের জিজ্ঞেস না করা যে, তিনি এটা তাঁর (নবী সা.) কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন কিনা– তাকে জানালাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেয আমাদের

বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ (নবীদের তৈরী মসজিদসমূহের মধ্যে) শেষ মসজিদ।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

৩২৪০। ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ বলেন, আমি আবু সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি আবু হুরায়রাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন?" তিনি বললেন, না, তবে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেয্ আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার এ মসজিদে একবার নামায পড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার বার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩২৪১। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

৩২৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মসজিদুল হারাম ছাড়া আমার এ মসজিদে একবার নামায পড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার বার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩২৪৩। উবায়দুল্লাহ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

৩২৪৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩২৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلاَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

৩২৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রোগে আক্রান্ত হয়ে বললো ঃ আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি বায়তুল মাকদাসে গিয়ে নামায পড়বো। অতঃপর সে সুস্থ হয়ে গেল এবং বায়তুল মাকদাস যাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনার (রা) নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করে তার (বায়তুল মাকদাস রওয়ানা হবার) কথা জানালে তিনি (মায়মূনা) বললেন, এখানে বস এবং তোমার তৈরী খাবার খেয়ে নাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এখানে (মসজিদে নববী) একবার নামায পড়া অন্যান্য সকল মসজিদে এক হাজার বার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু কা'বার মসজিদে নামায পড়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। (অর্থাৎ এখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে আরো বহুগুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়।)

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২
তিনটি মসজিদের ফযীলত।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

৩২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোন দিকে (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; আমার এ মসজিদ, মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদাস)।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

৩২৪৮। যুহরী থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ "তিনটি মসজিদের দিকে সফর করা যেতে পারে।"

وحدثنا هرون بن سعيد الأيلى حدثنا ابن وهب حدثنى عبد الحميد ابن جعفر أن عمران بن أبى أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدى ومسجد إيلياء

৩২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যেতে পারে। যথা– কা'বা মসজিদ, আমার মসজিদ ও ঈলিয়া মসজিদ (বায়তুল মাকদাস)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত মসজিদের বর্ণনা। আর তা হচ্ছে মদীনার মসজিদে নববী (সা)।

حدثنى محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر فى المسجد الذى أسس على التقوى قال قال أبى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت بعض نسائه فقلت يارسول الله أى المسجدين الذى أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا « لمسجد المدينة » قال فقلت أشهد أنى سمعت أباك هكذا يذكره

৩২৫০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান বর্ণনা করেন, একবার আবদুর রাহমান ইবনে আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আপনার পিতাকে "সেই মসজিদ সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন ঃ যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত?" তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন ঃ "একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর ঘরে তাঁর (রাসূলের) কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ মসজিদকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? রাবী বলেন, তখন তিনি এক মুষ্টি কংকর মাটিতে ছুড়ে বললেন, তা তোমাদের

এই মসজিদ; মদীনার মসজিদ। এবার আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমিও আপনার পিতাকে এ মসজিদ সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলতে শুনেছি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ

৩২৫১। আবু সা'ঈদ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এ সনদে আবদুর রাহমান ইবনে আবু সা'ঈদের নাম উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

'কুবা' মসজিদের ফযীলত এবং সেখানে নামায পড়া ও তা যিয়ারত করার ফযীলত।

حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৩২৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে, জন্তুযানে চড়ে কুবা মসজিদে যিয়ারত করতে যেতেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

৩২৫৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা মসজিদে সওয়ারীতে আরোহণ করেও আসতেন এবং পদব্রজেও আসতেন। অতঃপর তিনি সেখানে দু'রাক্'আত নামায পড়তেন।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا

৩২৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে চড়ে অথবা পদব্রজে কুবা পল্লীতে আসতেন।

وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي «بصري ثقة» حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان

৩২৫৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে চড়ে অথবা পদব্রজে... ইয়াহইয়া আল কাত্তান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا

৩২৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করে বা পদব্রজে কুবা পল্লীতে আসতেন।

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا

৩২৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়েও কুবায় আসতেন, আবার পায়ে হেঁটেও আসতেন।

وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ

৩২৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) প্রতি শনিবার কুবা পল্লীতে আসতেন এবং বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতি শনিবার এখানে আসতে দেখেছি।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً يَعْنِى كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

৩২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শনিবার 'কুবায়' আসতেন। তিনি সেখানে জন্তুযানে সওয়ার হয়েও আসতেন এবং হেঁটেও আসতেন। ইবনে দীনার বলেন, ইবনে উমার (রা) তাই করতেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ

৩২৬০। ইবনে দীনার থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এখানে 'প্রতি শনিবারের' কথা উল্লেখ করেননি।